শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত

মুযাফফর বিন মুহসিন

শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত

মুযাফফর বিন মুহসিন

শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত

প্রকাশকঃ হাফেয মুকাররম
বাউসা হেদাতীপাড়া, তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭১৫-২৪৯৬৯৪, ০১৭২২-৬৮৪৪৯০

১ম প্রকাশঃ
এপ্রিল ২০০৮ খৃঃ
চৈত্র ১৪১৪ বাংলা
রবীউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরী
পুনঃ মুদ্রণঃ
সেপ্টেম্বর ২০০৮ খৃঃ

কম্পোজঃ এইচ এফ কম্পিউটার, রাজশাহী।

মুদ্রণেঃ সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ, সপুরা, রাজশাহী। ফোনঃ ৭৬১৮৪২।

হাদিয়াঃ ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

SHAR`EE MANDANDE MUNAJAT By Muzaffar Bin Mohsin **Published by:** Hafiz Mukarram, Bausha Hedatipara, Tethulia, Bagha, Rajshahi, April 2008. Mobile: 01715249694. Price: 50.00 only.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর করণীয়

তৃতীয় অধ্যায়

প্রচলিত মুনাজাতের পক্ষে পেশকৃত বর্ণনাগুলোর পর্যালোচনা

চতুর্থ অধ্যায়

প্রচলিত মুনাজাত সম্পর্কে বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের মন্তব্য

পঞ্চম অধ্যায়

অন্যান্য স্থানে দলবদ্ধ দু'আ

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

দু'আ করার ছহীহ পদ্ধতি সমূহ

অষ্টম অধ্যায়

প্রয়োজনীয় দু'আ সমূহ

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

ভূমিকাঃ

প্রচলিত 'মুনাজাত' দীর্ঘদিন থেকে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। মুনাজাত করা যাবে কি যাবে না এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সর্বস্তরে ছড়িয়ে আছে। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে সর্বস্তরের মানুষ জমায়েত না হলেও জুম'আ, জানাযা ও ঈদের ছালাতে উপস্থিত হয়। আর তখনই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এই মুনাজাত। এজন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে আলেমদের মাঝে পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক-বাহাছও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বই-পুস্তক ও লিফলেট-বুকলেট তো আছেই। এই মুনাজাত এক সময় সর্বত্রই চালু ছিল। কিন্তু বিভিন্ন আলোচনা-পর্যালোচনার ফলে বহু জায়গা থেকে তা উঠে গেছে, কোথাও শিথিল হয়েছে। মূলকথা হ'ল, সমাজে প্রচলিত যে কোন আমলের বিরুদ্ধে সমালোচনা করলেই এমনটি হয়ে থাকে। আর এর পিছনে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে দু'টি বিশ্বাস। (১) ধর্মের নামে সমাজে যা চালু আছে তার সবকিছুই কুরআন-হাদীছে আছে, সবই জায়েয আছে। (২) সমাজে প্রচলিত যে কোন আমলকে জায়েয করার জন্য দলীল তালাশ করা। উক্ত দু'টি বিশ্বাসই ভ্রান্ত। কারণ ধর্মের নামে অসংখ্য ভুয়া ও মিথ্যা আমল সমাজে চালু থাকবে এবং এমন আমল করে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এটা স্বয়ং আল্লাহই ঘোষণা করেছেন (*সূরা কাহফ ১০৩-১০৬*)। রাসূল (ছাঃ)ও এধরণের ভিত্তিহীন আমল সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন বারবার (*ছহীহ মুসলিম, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪১ ও ১৬৫*)। তাহ'লে কোন্ যুক্তিতে সবকিছুকে জায়েয বলা হয়? **দ্বিতীয়তঃ** কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ হ'ল- দলীল দেখার পর আমল করতে হবে (*সূরা নাহল ৪৩-৪৪; আহযাব ৩৬; ছহীহ মুসলিম হা/৪৪৬৮, 'মীমাংসা' অধ্যায়*)। অথচ সমাজে প্রতিষ্ঠিত যে কোন আমলকে জায়েয করার জন্য চালানো হয় আপ্রাণ প্রচেষ্টা। এটা শরী'আতের নীতি বিরোধী। এক্ষণে সমাজে যদি দলীল বিহীন কোন আমল চালু থাকে তাহ'লে আগে ঐ আমল সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিতে হবে এবং দলীল তালাশ করতে হবে। অতঃপর যদি তার পক্ষে ছহীহ দলীল পাওয়া যায়, তাহ'লে তা আবার চালু করতে হবে। আর যদি দলীল না পাওয়া যায় তবে তা বাদই থেকে যাবে। কিন্তু দুঃখজনক হ'ল, এই আন্তরিকতা আলেমদের মধ্যেই নেই, সাধারণ লোকজন কোথায় থেকে শিখবে!

উক্ত দু'টি বিশ্বাস কয়েকটি কারণে সমাজে চালু আছে। (ক) জাল ও যঈফ হাদীছ। (খ) কুরআনের আয়াত ও ছহীহ হাদীছের মনগড়া অর্থ ও কল্পিত ব্যাখ্যা। (গ) ইসলামের নামে মানুষের তৈরি করা আমল অর্থাৎ শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার এবং (ঘ) বিধর্মীদের নিয়ম-নীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ। উক্ত বিষয়গুলোর কোন একটিকেও ইসলাম সমর্থন করে না। মুসলিম সমাজ থেকে এগুলোকে উৎখাত করা ফরয। যদিও এর পক্ষে ওকালতী করে থাকেন এক শ্রেণীর আলেম, এলাকার প্রভাবশালী ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ এবং ভুঁইফোড় তথাকথিত ইসলামী সংগঠন সমূহ। এভাবেই অসংখ্য ভুয়া ও ভিত্তিহীন আমল সমাজে চালু আছে এবং এর নিচে প্রকৃত ইসলাম চাপা পড়ে আছে। প্রচলিত মুনাজাত তার জাজ্বল্য উদাহরণ। কারণ ১০/২০ সেকেন্ডের এই মুনাজাতের কারণে ছালাতের পর পঠিতব্য যিকির ও দু'আ সমূহ এমনকি ফযীলতপূর্ণ 'আয়াতুল কুরসী' পর্যন্ত মুছল্লীরা জানে না। তাই এই প্রথাকে আজ থেকে প্রায় ৮০০ বছর পূর্বেই সংস্কারক ওলামায়ে কেরাম বিদ'আত বলে

ঘোষণা দিয়েছেন। কারণ এর পক্ষে কুরআন-হাদীছে কোন দলীল নেই। এমনকি কোন যঈফ, জাল হাদীছও নেই। এ প্রথাকে জায়েয করার জন্য জোরপূর্বক যে সমস্ত দলীল পেশ করা হয় সেগুলোর সাথে প্রচলিত মুনাজাতের কোন সম্পর্ক নেই। অপরদিকে সেগুলো সবই জাল, যঈফ, মিথ্যা, বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। এছাড়া কুরআনের কতিপয় আয়াত ও ছহীহ হাদীছেরও অপব্যাখ্যা করা হয়।

প্রচলিত মুনাজাত সম্পর্কে লেখা-লেখি করার ইচ্ছা মোটেও ছিল না। কিন্তু এই অতি তুচ্ছ বিষয়টি ইসলামী সমাজ সংস্কারের পথে চরম প্রতিবন্ধক। কারণ শিরক-বিদ'আত সহ এর চেয়ে আরো মারাত্মক অপরাধ সমূহের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় এই প্রথা। একশ্রেণীর আলেমও এর পক্ষে জোরপূর্বক প্রচারণা চালান। অথচ মুনাজাত কী আর দু'আ কী, কখন করতে হবে, কোথায় করতে হবে এবং কোন পদ্ধতিতে করতে হবে সে সম্পর্কে তাদের স্বচ্ছ ধারণা নেই। তাদের কাছে তেমন কোন কিতাবপত্রও নেই। কোন গোষ্ঠী আবার এটাকে জিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে। ফলে ছহীহ দাওআত ব্যাহত হচ্ছে, সরলপ্রাণ মুসলিম জনতা প্রতারিত হচ্ছে। তাই দু'টি কথা লিখতে বাধ্য হয়েছি। এ সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা-সমালোচনা, সম্মেলন-সমাবেশ ও বাহাছ-মুনাযারায় অংশগ্রহণ করে যে সমস্ত বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে তা নিয়েই এই নিবন্ধ। লেখাটি মোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে প্রকৃত মুনাজাত বলতে কী বুঝায়, ছালাতের সাথে এর সম্পর্ক কী এবং ছালাতের মধ্যে কোন কোন স্থানে মুনাজাত করতে হয় তা আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফরয ছালাতের পর পঠিতব্য যিকির ও সাধারণ দু'আ সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রচলিত মুনাজাতের পক্ষে পেশকৃত দলীলগুলোর তাহক্বীক্ব করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রচলিত মুনাজাত সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিতগণের মন্তব্য পেশ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে জানাযার ছালাতের পরে, ঈদায়েনের পরে, বিবাহ অনুষ্ঠান, সভা-সম্মেলন ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পরে দু'আ করা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রচলিত মুনাজাতের পক্ষে রচিত কয়েকটি পুস্তকের পর্যালোনা করা হয়েছে এবং সামাজিক কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে দু'আ করার ছহীহ পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে এবং অষ্টম অধ্যায়ে একান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি দু'আ সংযোজন করা হয়েছে।

পরিশেষে যাদের কিতাব-পত্রের সহযোগিতায় বইটি সংকলিত হয়েছে মহান আল্লাহর কাছে সবটুকু প্রতিদান তাদের জন্যই কামনা করছি। বইটি প্রণয়নে সর্বাত্মক উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন উস্তায মাওলানা বদীউযযামান (হাফিযাহুল্লাহ)। পাশে থেকে কম্পোজ সহ সার্বিক সহযোগিতা করেছে স্নেহের ছোট ভাই হাফেয মুকাররম। বইটি প্রকাশে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় ছোট চাচা শেখ সাজদার। এতদ্ব্যতীত আরো যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের সকলের জন্য আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন- আমীন। সার্বিক সুপরামর্শ ও আন্তরিক দু'আর প্রত্যাশায়-

॥লেখক॥

প্রথম অধ্যায়

মুনাজাত শব্দের বিশ্লেষণ

‘মুনাজাত’ (مُنَاجَاةٌ) আরবী শব্দ। সেই থেকে نَاجَى يُنَاجِيْ مُنَاجَاةً ব্যবহার হয়। এর অর্থ পরস্পর কানে কানে বা চুপি চুপি কথা বলা।[১] শরী‘আতের পরিভাষায় মুনাজাত হ’ল, ছালাতের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার সাথে মুছল্লীর চুপি চুপি কথা বলা। ছহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে উক্ত অর্থেই মুনাজাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِيْ صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ

‘নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যখন তার ছালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে মুনাজাত করে’।[২] অন্য হাদীছে এসেছে,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِيْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ.

‘নিশ্চয়ই মুমিন যখন ছালাতের মধ্যে থাকে তখন সে তার রবের সাথে মুনাজাত করে’।[৩] আরেক হাদীছে এসেছে, إِنَّ الْمُصَلِّيْ يُنَاجِيْ رَبَّهُ ‘নিশ্চয়ই মুছল্লী তার রবের সাথে মুনাজাত করে’।[৪] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِيْ اللهَ مَادَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ.

‘যখন তোমাদের কেউ ছালাতে দাঁড়াবে তখন সে যেন তার সামনে থুথু না ফেলে। কারণ সে যতক্ষণ মুছাল্লাতে ছালাত রত থাকে ততক্ষণ আল্লাহর সাথে মুনাজাত করে’।[৫] উল্লেখ্য, হাদীছে উল্লিখিত يناجى শব্দটি ফেল বা ক্রিয়া। আর তার মাছদার বা ক্রিয়ামূল হ’ল (مناجاة) মুনাজাত।

---

১. আল-মু‘জামুল ওয়াসীত্ব (ইস্তাম্বুল-তুরকীঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৯৭২খৃঃ/১৩৯২হিঃ), পৃঃ ৯০৫; আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আ‘লাম (বৈরুত-লেবাননঃ আল-মাকতাবাতুশ শারক্বিইয়াহ, ৪১তম প্রকাশঃ ২০০৫), পৃঃ ৭৯৩।

২. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, ছহীহ বুখারী (রিয়াযঃ মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯৯খৃঃ/১৪১৭হিঃ), হা/৪০৫, ৪১৭, ৫৩১, পৃঃ ৭১, ৭২, ৯০ ও ১৪৯, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৩, হা/৫৩২ ও ১২১৪; করাচী ছাপাঃ ক্বাদীমী কুতুবখানা, আছাহহুল মাত্বাবে’, ২য় প্রকাশঃ ১৩৮১হিঃ/১৯৬১খৃঃ), ১ম খণ্ড, ৫৮-৫৯, ৭৬ ও ১৬২ পৃঃ।

৩. ছহীহ বুখারী হা/৪১৩, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৬।

৪. মুসনাদে আহমাদ; মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খত্বীব আত-তিবরীযী, মিশকাতুল মাছাবীহ, তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৮৫/১৪০৫), হা/৮৫৬, পৃঃ ৮১, সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাতঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ‘জমী (ঢাকাঃ এমদাদিয়া পুস্তকালয়, বাংলা বাজার, নভেম্বর, ২০০১), ২/২৮৪ পৃঃ, হা/৭৯৬।

৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৪১৬; আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, ছহীহ মুসলিম (রিয়াযঃ দারুস সালাম, ২০০০/১৪২১), হা/১২৩০; দেওবন্দ ছাপাঃ আছাহহুল মাত্বাবে’, ১৯৮৬), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭, ‘মসজিদ ও ছালাতের জায়গা সমূহ’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৭১০, পৃঃ ৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ২/২১৯ পৃঃ, হা/৬৫৮; ‘মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ।

মুছল্লী ছালাতের মধ্যে সারাক্ষণই যে মুনাজাত করে এবং পুরো ছালাতটাই যে তার জন্য মুনাজাত তা উপরিউক্ত হাদীছগুলো থেকে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। এটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, মুছল্লী যখন ছালাত শেষ করে তখন তার মুনাজাতও শেষ হয়ে যায়। মুছল্লী ছালাতের মাঝে আল্লাহর সাথে কিভাবে মুনাজাত করে তাও হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِىْ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هٰذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ.

‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি ছালাতকে আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে দুই ভাগে ভাগ করেছি। আমার বান্দার জন্য সেই অংশ যা সে চাইবে। বান্দা যখন বলে, ‘আল-হামদুলিল্লা-হি রাব্বিল ‘আলামীন’ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক)। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। বান্দা যখন বলে, ‘আর-রহমা-নির রহীম’ (যিনি করুণাময় পরম দয়ালু)। তখন আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার গুণগান করল। বান্দা যখন বলে, ‘মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন’ (যিনি বিচার দিবসের মালিক) তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করল। বান্দা যখন বলে, ইয়্যা-কানা‘বুদু ওয়া ইয়্যা-কানাসতাঈন (আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি)। তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ (অর্থাৎ ইবাদত আমার জন্য আর প্রার্থনা তার জন্য) এবং আমার বান্দার জন্য সেই অংশ রয়েছে যা সে চাইবে। যখন বান্দা বলে, ‘ইহদিনাছ ছিরাত্বাল মুস্তাক্বীম, ছিরা-ত্বল্লাযীনা আন‘আমতা আলায়হিম গাইরিল মাগযূবি আলায়হিম ওয়ালায যা-ল্লীন (আপনি আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ যাদের উপর আপনি রহম করেছেন। তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্ট)। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যা চেয়েছে তা তার জন্য’।[৬] (আমীন)

অতএব, মুনাজাত বা আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে প্রার্থনা করার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হ’ল ছালাত *(বাক্বারাহ ৪৫)*। ছালাতের সালাম ফিরানোর পর মুনাজাতের অস্তিত্ব শরী‘আতে নেই। উপরিউক্ত ছহীহ হাদীছ দ্বারা তা-ই প্রমাণিত হয়।

---

৬. ছহীহ মুসলিম হা/৮৭৮, ১/১৬৯; মিশকাত হা/৮২৩, পৃঃ ৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ২/২৭২ পৃঃ, হা/৭৬৬।

ছালাতের মধ্যে মুনাজাত করার স্থান সমূহঃ

ছালাতের মধ্যে প্রায় সাতটি স্থানে দু'আ বা মুনাজাত করার কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হ'ল।[৭]

(এক) তাকবীরে তাহরীমার পর হ'তে রুকূর পূর্ব পর্যন্ত মুনাজাতঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জায়নামাযে দাঁড়িয়ে কোন দু'আ পড়তেন না এবং মুখে নিয়ত বলতেন না। তাই জায়নামাযের কথিত দু'আ পড়া এবং নিয়ত বলা বিদ'আত। রাসূল (ছাঃ) মনে মনে সংকল্প করে তাকবীরে তাহরীমা বলে দু'হাত বুকের উপর বেঁধে নিম্নের দু'আ পড়তেন।

(১) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার পর একটু চুপ থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি বলিঃ

١-اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা বা-'ইদ বায়নী ওয়া বায়না খত্ব-ইয়া-ইয়া কামা বা-'আত্তা বায়নাল মাশ্‌রিক্বি ওয়াল মাগরিব। আল্ল-হুম্মা নাক্বক্বিনী মিনাল খত্বা-ইয়া কামা ইয়ুনাক্বক্বাছ ছাওবুল আব্‌ইয়াযু মিনাদ দানাস। আল্ল-হুম্মাগ্‌সিল খত্বা-ইয়া-ইয়া বিলমা-য়ি ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারাদ।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমার ও আমার পাপ সমূহের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেরূপ আপনি দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পাপসমূহ হ'তে পরিচ্ছন্ন করুন, যেরূপ ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয় সাদা কাপড়কে। হে আল্লাহ! আপনি আমার পাপসমূহ ধোয়ে ফেলুন পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা'।[৮]

(২) রাসূল (ছাঃ) কখনো বলতেনঃ

٢-وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ

৭. *ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ, জাদুল মা'আদ ফী হাদীইয়ি খাইরিল ইবাদ (বৈরুতঃ মু'আসসাতুর রিসালাহ, ৩০তম প্রকাশঃ ১৯৯৭/১৪১৭), ১/২৪৮-৪৯।*

৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮১২, পৃঃ ৭৭, 'তাকবীরের পর কী বলবে' অনুচ্ছেদ।*

أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণঃ *ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হিই-য়া লিল্লাযী ফাত্বারস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীনা। ইন্না ছালা-তী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়া-য়া ওয়া মামা-তী লিল্লা-হি রব্বিল 'আলা-মীন। লা শারীকালাহূ, ওয়া বিযা-লিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্ল-হুম্মা আংতাল মালিকু লা ইলা-হা ইল্লা আংতা। আংতা রব্বী ওয়া আনা 'আব্‌দুকা যলামতু নাফ্‌সী ওয়া'তারফ্‌তু বিযাম্‌বী ফাগ্‌ফির্‌লী যুনূবী জামী'আ। ইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আংতা। ওয়াহ্‌দিনী লি আহসানিল আখলা-ক্ব, লা ইয়াহ্‌দী লিআহ্‌সানিহা ইল্লা আংতা। ওয়াছ্‌রিফ্‌ 'আন্নী সাইয়িআহা লা ইয়াছ্‌রিফু আন্নী সাইয়িআহা ইল্লা আংতা। লাব্বায়কা ওয়া সা'দায়কা ওয়াল খায়রু কুল্লুহূ বিইয়াদায়ক, ওয়াশ্‌শাররু লাইসা ইলায়কা আনা-বিকা ওয়া ইলায়কা, তাবা-রাক্‌তা ওয়া তা-'আলাইতা আস্‌তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা।*

অর্থঃ 'আমি আমার মুখমণ্ডল ফিরাচ্ছি তাঁর দিকে, যিনি আসমান ও যমীনসমূহ সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবই আল্লাহ্‌র জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আর এ জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! আপনিই বাদশাহ, আপনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আপনি আমার প্রভু, আর আমি আপনার বান্দা। আমি আমার উপর যুলুম করেছি। তাই আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত আর কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। আমাকে চালিত করুন উত্তম চরিত্রের পথে, আপনি ব্যতীত অন্য কেউ উত্তম চরিত্রের পথে চালিত করতে পারে না। আপনি আমার থেকে মন্দ কর্মকে দূরে রাখুন, আপনি ব্যতীত অন্য কেউ আমাকে উহা হ'তে দূরে রাখতে পারে না। হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত আছি আপনার নিকটে এবং প্রস্তুত আছি আপনার আদেশ পালনে। কল্যাণ সমস্তই আপনার হাতে এবং অকল্যাণ আপনার উপর বর্তায় না। আমি আপনার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং আপনার নিকটই প্রত্যাবর্তন করব। আপনি মঙ্গলময়, সুউচ্চ। আমি আপনার নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং আপনার দিকে ফিরে যাচ্ছি'।[৯]

৯. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮১৩, পৃঃ ৭৭।*

(৩) রাসূল (ছাঃ) রাতের ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর বলতেনঃ

٣–سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

উচ্চারণঃ *সুব্‌হা-নাকা আল্ল-হুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবা-রাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আ-লা জাদ্দুকা, লা ইলা-হা গইরুকা। আল্ল-হু আকবার কাবীরা। আউযুবিল্লাহিস সামীয়িল 'আলীম মিনাশ শায়ত্ব-নির রাজীম, মিন হামযিহী ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফছিহী।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! প্রশংসা সহকারে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নাম মঙ্গলময় হউক, আপনার নাম সুউচ্চ হউক। আপনি ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ মহান। আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হ'তে, তার কুমন্ত্রণা ও ফুঁক দেওয়া হ'তে পরিত্রাণ চাচ্ছি, যিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ'।[১০]

(৪) তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমার পর পড়তেনঃ

٤–اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা লাকাল হামদু, আংতা ক্বইয়িমুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি, ওয়ামাং ফীহিন্না। ওয়া লাকাল হাম্‌দু আংতা নূরুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি, ওয়ামাং ফীহিন্না। ওয়ালাকাল হাম্‌দু আংতা মালিকুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি, ওয়ামাং ফীহিন্না। ওয়ালাকাল হাম্‌দু আংতাল হাক্বকু, ওয়া ওয়া'দুকাল হাক্বকু ওয়া লিক্বা-উকা হাক্বকুন ওয়া ক্বাওলুকা হাক্বকুন, ওয়াল জান্নাতু হাক্বকুন, ওয়ান না-রু হাক্বকুন, ওয়ান নাবিয়্যূনা হাক্বকুন, ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্বকুন, ওয়াস সা-'আতু হাক্বকুন। আল্ল-হুম্মা লাকা আসলামতু ওয়াবিকা আ-মাংতু ওয়া 'আলায়কা তাওয়াককালতু, ওয়া ইলায়কা আ-নাবতু ওয়াবিকা খা-ছামতু ওয়া ইলায়কা হা-কামতু। ফাগফিরলী মা ক্বদ্দামতু ওয়ামা আখ্‌খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আ'লাংতু ওয়ামা আংতা আ'লামু বিহী মিন্নী। আংতাল মুক্বাদ্দিমু, ওয়া আংতাল মুআখখিরু, লা ইলা-হা ইল্লা আংতা ওয়া লা ইলা-হা গয়রুকা।*

১০. *মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছহীহ সুনানু আবুদাউদ (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৮/১৪১৯), ১/২২১, হা/৭৭৫, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১২২; তিরমিযী হা/২৪২; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১২১৭, পৃঃ ১০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ২/১১৫ পৃঃ, হা/১১৪৯।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আপনার জন্যই। আসমান, যমীন এবং এর মধ্যস্থিত যা কিছু আছে সবকিছুরই অধিকর্তা আপনি। প্রশংসা মাত্রই আপনার। আসমান, যমীন এবং এর মধ্যস্থিত যা কিছু আছে, আপনি সবকিছুর জ্যোতি। (হে আল্লাহ!) প্রশংসা মাত্রই আপনার জন্য। আসমান, যমীন এবং উভয়ের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে আপনি ঐ সবের প্রতিপালক। (হে আল্লাহ!) প্রশংসা মাত্রই আপনার। আসমান ও যমীনের রাজত্ব আপনার। সকল গুণাগুণ আপনার। আপনি সত্য, আপনার অঙ্গীকার সত্য, আপনার বাণী সত্য, আপনার সাক্ষাৎ লাভ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ (ছাঃ) সত্য এবং ক্বিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আপনার নিকটে আত্মসমর্পণ করলাম, আপনারই উপর নির্ভরশীল হ'লাম, আপনার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলাম, আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম, আপনারই সাহায্যের প্রত্যাশায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লাম এবং আপনাকেই বিচারক নির্ধারণ করলাম। অতএব আমার পূর্বের ও পরের গোপন এবং প্রকাশ্য পাপ সমূহ মাফ করে দিন। আপনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই'।[১১]

(৫) রাতের ছালাতে কখনো কখনো রাসূল (ছাঃ) নিম্নের দু'আটিও পড়তেন,

٥–اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা রব্বা জিবরীলা ওয়া মিকা-ঈলা ওয়া ইসরা-ফীলা ফা-ত্বিরাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি, 'আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ শাহা-দাতি। আংতা তাহকুমু বায়না ইবা-দিকা ফীমা কা-নূ ফীহি ইয়াখতালিফূনা। ইহদিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্বি বিইযনিকা। ইন্নাকা তাহদী মাং তাশা-উ ইলা ছিরা-ত্বিম মুস্তাক্বীম।*

অর্থঃ হে জিবরীল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের আল্লাহ! যিনি আসমান-যমীনের স্রষ্টা এবং দৃশ্য-অদৃশ্য সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। আপনার বান্দার মাঝে আপনি ফায়সালা করবেন, তারা যে বিষয়ে মতভেদ করছে। আপনার ইচ্ছায় আমাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করুন তারা যে বিষয়ে মতভেদ করছে সে সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আপনি যাকে ইচ্ছা সরল পথপ্রদর্শন করেন।[১২]

১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২১১, পৃঃ ১০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ২/১১২ পৃঃ, হা/১১৪৩।*
১২. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/১২১২, পৃঃ ১০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ২/১১৩ পৃঃ, হা/১১৪৪।*

(৬) অন্য হাদীছে এসেছে রাসূল (ছাঃ) রাত্রির ছালাতে বলতেন,

٦- لَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلي كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

উচ্চারণঃ *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বাদীর। ওয়া সুবহা-নাল্লাহি ওয়াল হাদুলিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।*

অর্থঃ নেই কোন ইলাহ আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। আল্লাহ পবিত্র এবং সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই, তিনি মহান। আল্লাহ ব্যতীত কোন ক্ষমতা নেই, কোন শক্তি নেই'।[১৩]

উক্ত দু'আ পড়ার পরে সূরা ফাতিহাসহ অন্য সূরা বা আয়াত পাঠ করবে।

(দুই) রুকূকালীন মুনাজাতঃ

রুকূ অবস্থায় মুছল্লী বেশী বেশী আল্লাহ্র মহত্ত্ব বর্ণনা করবে । রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ 'রুকূতে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা কর'।[১৪] উল্লেখ্য, রুকূ ও সিজদায় কুরআনের আয়াত পড়া নিষিদ্ধ।[১৫] রাসূল (ছাঃ) রুকূকালীন নিম্নের দু'আগুলো পড়তেন-

١. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْلِيْ.

(১) উচ্চারণঃ *সুবহা-নাকা আল্ল-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহাম্দিকা আল্ল-হুম্মাগ্ফিরলী।* অর্থঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!'[১৬]

٢- سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ .

(২) ***উচ্চারণঃ*** সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার-রূহ। *অর্থঃ* '(আল্লাহ) স্বীয় সত্তায় পবিত্র এবং গুণাবলীতেও পবিত্র, যিনি ফেরেশতাকুল এবং জিবরীল (আঃ)-এর প্রতিপালক'।[১৭]

---

১৩. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/১২১৩, পৃঃ ১০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৩/১১৩ পৃঃ, হা/১১৪৫।*
১৪. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ২/২৯০ পৃঃ, হা/৮১৩।*
১৫. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩।*
১৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৭১।*
১৭. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮২, হা/৮৭২।*

٣- اَللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَ مُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ.

(৩) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা লাকা রাকা'তু ওয়া বিকা আ-মাংতু ওয়া লাকা আসলামতু, খশা'আ লাকা সাম'ঈ ওয়া বাছারী ওয়া মুখখী ওয়া 'আযমী, ওয়া 'আছাবী।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যই রুকূ করছি, একমাত্র আপনার প্রতিই ঈমান এনেছি। একমাত্র আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি। আমার কর্ণ, চক্ষু, মস্তিষ্ক, হাড়, স্নায়ু আপনার ভয়ে শ্রদ্ধায় বিনয়াবনত'।[১৮]

٤- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ.

(৪) উচ্চারণঃ *সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম।* অর্থঃ 'মহা পবিত্র আমার প্রতিপালক, যিনি মহান'।[১৯] এটি কমপক্ষে তিনবার বলবে, যা হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে। বেশী বলার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই।[২০] উল্লেখ্য, তিনবার বলা সংক্রান্ত ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।[২১] এছাড়া দশবার তাসবীহ পড়া সংক্রান্ত যে বর্ণনা এসেছে সেটাও যঈফ।[২২]

٥- سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

(৫) উচ্চারণঃ *সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।* অর্থঃ 'মহা পবিত্র আল্লাহ তার প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি' । এটি কমপক্ষে তিনবার বলবে।[২৩]

٦- سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ.

(৬) ***উচ্চারণঃ*** *সুবহা-না যিল জাবারূতি ওয়াল মালাকূতি ওয়াল কিবরিইয়া-ই ওয়াল 'আযমাতি।* **অর্থঃ** 'তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি ক্ষমতা, রাজ্য, বড়ত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী'। উক্ত দু'আ সিজদাতেও বলা যাবে।[২৪]

---

১৮. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮১৩, পৃঃ ৭৭, 'তাকবীরে তাহরীমার পরে কী বলবে' অনুচ্ছেদ।*
১৯. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৮৮৩, আলবানী, ছহীহ সুনানু তিরমিযী (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তাবি), হা/২৬২, পৃঃ ৭৫; মিশকাত হা/৮৮১।*
২০. *আলবানী, ছহীহ সুনানু ইবনে মাজাহ (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯৭/১৪১৭), ১/২৬৮, হা/৮৮৮, 'রুকূ ও সিজদায় তাসবীহ পড়া' অনুচ্ছেদ; আলবানী, ছহীহ সুনানু নাসাঈ (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯৮/১৪১৯), ১/৩৬৭, হা/১১৩২, সনদ ছহীহ; মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীছি মানারিস সাবীল (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৫/১৪০৫), ২/৩৯, হা/৩৩৩।*
২১. *যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৮৯০; যঈফ তিরমিযী হা/২৬১; যঈফ আবুদাঊদ হা/৮৮৬।*
২২. *যঈফ আবুদাঊদ হা/৮৮৮; মিশকাত হা/৮৮৩।*
২৩. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৮৮৫।*
২৪. *ছহীহ নাসাঈ হা/১০৪৯ ও ১১৩২; মিশকাত হা/৮৮২, 'রুকূ' অনুচ্ছেদ।*

(তিন) রুকূ হ'তে উঠার পর মুনাজাতঃ

রুকূ হ'তে উঠে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে মুছল্লী আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রুকূর পর নিম্নের দু'আগুলো পড়তেনঃ

١. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه.

(১) *উচ্চারণঃ* *সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ।* অর্থঃ 'আল্লাহ শোনেন তার কথা, যে তাঁর প্রশংসা করে'।[২৫]

٢. اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(২) ***উচ্চারণঃ*** *আল্ল-হুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্দ।* অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা' । রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার এই কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের সকল পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন'।[২৬]

٣- رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ.

(৩) উচ্চারণঃ *রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দু, হামদান কাছীরান ত্বইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি। অর্থঃ* 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়'।[২৭]

٤- رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ يُحِبُّ رَبُّنَا يَرْضَى.

(৪) উচ্চারণঃ *রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দু হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি। ইউহিব্বু রব্বুনা ইয়ারযা। অর্থঃ* 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়, যা আমাদের রব সন্তুষ্টচিত্তে পসন্দ করেন'।[২৮]

٥- اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَواتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

(৫) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্দু, মিল্আস সামা-ওয়া-তি ওয়া মিল্আল আরযি ওয়া মিল্আ মা শি'তা মিং শাইয়িম বা'দু।* **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! আপনারই যাবতীয় প্রশংসা, যা আসমান-যমীন পরিপূর্ণ এবং আপনি যা চান তা পরিপূর্ণ'।[২৯]

---

২৫. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭০।*
২৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৭৪, ৭৫, ৭৬।*
২৭. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৮৭৭।*
২৮. *মালেক মুওয়াত্ত্বা, মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ) মিনাত তাকবীরি ইলাত তাসলীম কাআন্নাকা তারাহু (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯১/১৪১১), পৃঃ ১৩৮।*
২৯. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৫।*

٦-اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(৬) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্দু, মিল্আস সামা-ওয়া-তি ওয়া মিল্আল আরযি ওয়া মিল্আ মা শি'তা মিং শাইয়িম বা'দু। আহ্লাছ ছানা-য়ি ওয়াল মাজ্দি, আহাক্কু মা ক্ব-লাল 'আব্দু ওয়া কুল্লুনা লাকা 'আবদুন। আল্ল-হুম্মা লা মা-নি'আ লিমা আ'ত্বয়তা ওয়ালা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়াংফাউ যাল জাদ্দি মিংকাল জাদ্দু।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনার যাবতীয় প্রশংসা, যা আসমান-যমীন পরিপূর্ণ এবং আপনি যা চান তা পরিপূর্ণ। হে প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী! মানুষ যা বলে আপনি তার চেয়ে অধিক উপযোগী। আমরা সকলেই আপনার বান্দা। হে আল্লাহ! আপনি যা প্রদান করবেন, তাতে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। আর আপনি যাতে বাধা প্রদান করবেন, তা প্রদানের কেউ নেই। কোন সম্পদশালীর সম্পদ আপনার শাস্তি হ'তে রক্ষা করতে পারে না, যে সম্পদও আপনার নিকট থেকে প্রাপ্ত'।[৩০]

(চার) সিজদা অবস্থায় মুনাজাতঃ

আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করার সর্বোত্তম স্থান হ'ল সিজদা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَقْرَبُ مَايَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَّبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ 'বান্দা তখনই সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্র নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদা অবস্থায় থাকে। সুতরাং তোমরা সেখানে বেশী বেশী দু'আ কর'।[৩১] অন্য হাদীছে তিনি বলেন, وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِيْ الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ 'সিজদায় সাধ্যমত দু'আ করার চেষ্টা কর। আশা করা যায় তোমাদের দু'আ কবুল করা হবে'।[৩২] উল্লেখ্য, সিজদায় কুরআনের আয়াত ছাড়া হাদীছে বর্ণিত দু'আ সমূহ পাঠ করবে। কারণ সিজদায় কুরআন পাঠ করা নিষেধ।[৩৩] রাসূল (ছাঃ) সিজদায় যাওয়ার সময় আগে মাটিতে হাত রাখতেন অতঃপর দুই হাঁটু রাখতেন।[৩৪] আগে হাঁটু রাখার হাদীছটি যঈফ।[৩৫] সিজদা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নের দু'আগুলো পড়তেনঃ

---

৩০. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৬, 'রুকূ' অনুচ্ছেদ।*
৩১. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*
৩২. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩।*
৩৩. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩।*
৩৪. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৮৪০-৪১; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৬২৭; দারাকুৎনী, হাকেম, মিশকাত হা/৮৯৯; ফাৎহুল বারী ২/২৯১ পৃঃ।*
৩৫. *যঈফ আবুদাঊদ হা/৮৩৮-৩৯; মিশকাত হা/৮৯৮; আলবানী হাশিয়া মিশকাত ১/২৮২ পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল হা/৩৫৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯২৯।*

١. سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْلِىْ.

***(১) উচ্চারণঃ** সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহাম্‌দিকা আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী।* অর্থঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন![৩৬]

٢–سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلٰى.

***(২) উচ্চারণঃ** সুবহা-না রব্বিইয়াল আ'লা।* **অর্থঃ** 'মহা পবিত্র আমার প্রতিপালক, যিনি সর্বোচ্চ'। এটি কমপক্ষে তিনবার বলবে, যা হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে। বেশী বলার নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই।[৩৭] উল্লেখ্য, তিনবার বলা সংক্রান্ত ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।[৩৮] এছাড়া দশবার তাসবীহ পড়া সংক্রান্ত যে বর্ণনা এসেছে সেটা যঈফ।[৩৯]

٣–سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

***(৩) উচ্চারণঃ** সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।* অর্থঃ 'মহা পবিত্র আল্লাহ, তাঁর প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি'। এটি কমপক্ষে তিনবার বলবে।[৪০]

٤–اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّـــذِى خَلَقَـــهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

***(৪) উচ্চারণঃ** আল্ল-হুম্মা লাকা সাজাদ্‌তু ও বিকা আ-মাংতু ওয়া লাকা আস্‌লামতু। সাজাদা ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহূ ওয়া ছাওওয়ারাহূ ওয়া শাক্ক্বা সাম'আহু ওয়া বাছারাহূ, তাবা-রাকাল্ল-হু আহসানুল খ-লিক্বীন।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য সিজদা করছি, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনার জন্য নিজেকে সপে দিয়েছি। আমার মুখমণ্ডল সিজদায় অবনত হয়েছে সেই সত্তার জন্য, যিনি উহাকে সৃষ্টি করেছেন, উহার আকৃতি দান করেছেন এবং উহার কান ও চোখ খুলে দিয়েছেন। মঙ্গলময় আল্লাহ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা'।[৪১]

٥–اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِى كُلَّهُ دِقَّهُ وَجُلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَّتَهُ وَسِرَّهُ.

৩৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৭১।
৩৭. ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৮৮৮, 'রুকূ ও সিজদায় তাসবীহ পড়া' অনুচ্ছেদ; ইরওয়াউল গালীল হা/৩৩৩।
৩৮. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৮৯০; যঈফ তিরমিযী হা/২৬১; যঈফ আবুদাঊদ হা/৮৮৬।
৩৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/৮৮৮; মিশকাত হা/৮৮৩।
৪০. ছহীহ আবুদাঊদ হা/ ৮৮৫।
৪১. ছহীহ মুসলিম, *মিশকাত হা/৮১৩, পৃঃ ৭৭।*

***(৫) উচ্চারণঃ** আল্ল-হুম্মাগ্‌ফির্‌লী যাম্‌বী কুল্লাহূ দিক্বক্বাহূ ওয়া জুল্লাহূ ওয়া আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ ওয়া 'আলা-নিয়্যাতাহূ ওয়া সির্‌রাহূ।* **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! আপনি আমার ছোট-বড়, পূর্বের-পরের এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন'।[৪২]

٦–اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِـــكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

***(৬) উচ্চারণঃ** আল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিরিযা-কা মিন সাখাত্বিকা ওয়াবি মু'আ-ফাতিকা মিন 'উকূবাতিকা, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিংকা লা-উহ্‌ছী ছানা-আন 'আলায়কা, আংতা কামা আছ্‌নাইতা 'আলা নাফ্‌সিকা।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার অসন্তুষ্টি হ'তে পরিত্রাণ চাচ্ছি। আর আপনার শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাই। আপনার প্রশংসা করে শেষ করা যায় না। আপনি সেই প্রশংসার যোগ্য যেরূপ আপনি নিজেই করেছেন'।[৪৩]

٧– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ.

***উচ্চারণঃ** আল্ল-হুম্মাগফিরলী মা আসরারতু ওয়ামা আ'লাংতু।* **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন যা আমি গোপনে এবং প্রকাশ্যে করেছি'।[৪৪]

(পাঁচ) দুই সিজদার মধ্যকার মুনাজাতঃ

এই স্থানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্ততঃ ৬টি বিষয় আল্লাহ্‌র নিকট চাইতেন। দুঃখজনক হ'ল অধিকাংশ মানুষই নিম্নের দু'আটি পড়ে না।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ.

***উচ্চারণঃ** আল্ল-হুম্মাগফিরলী ওয়ার হামনী ওয়াজ্‌বুরনী ওয়াহদিনী ওয়া 'আ-ফিনী ওয়ার যুক্বনী।* **অর্থঃ** হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন এবং আমাকে রূযী দান করুন'।[৪৫] অন্য হাদীছে এসেছে তিনি বলতেন, رَبِّ اغْفِرْلِــىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ (রব্বিগফিরলী, রব্বিগফিরলী)। 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন' (দুইবার)।[৪৬]

৪২. ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯২, পৃঃ ৭৭।
৪৩. ছহীহ মুসলিম, *মিশকাত হা/৮৯৩, পৃঃ ৭৮।*
৪৪. ছহীহ নাসাঈ হা/১১২৪, সনদ ছহীহ।
৪৫. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৯০০; ছহীহ তিরমিযী হা/২৩৩।
৪৬. ছহীহ নাসাঈ হা/১০৬৯, সনদ ছহীহ; ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৯০১।

(ছয়) শেষ রাক‘আতে রুকূ হ’তে উঠার পর মুনাজাতঃ

বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফরয ছালাতের শেষ রাক‘আতে রুকূ হ’তে উঠার পর দুই হাত তুলে মুক্তাদীদের নিয়ে দু‘আ পড়তেন। তিনি কখনো পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই এই কুনূত পড়তেন।[৪৭] এই দু‘আকে হাদীছের পরিভাষায় ‘কুনূতে নাযেলা’ বলা হয়। মুসলিম উম্মাহ বিপদে আপতিত হ’লে কিংবা কাফেরদের পক্ষ থেকে আক্রান্ত হ’লে মুসলিম উম্মাহর জন্য রহমত আর অমুসলিম কাফের-মুশরিকদের উপর শাস্তি কামনা করে তিনি উক্ত দু‘আ করতেন। ছালাতের শেষ রাক‘আতে রুকূ থেকে উঠে ‘সামি‘আল্ল-হু লিমান হামিদাহ্’ বলার পর হাত তুলে কুনূতে নাযেলাহ পড়তে হবে। এ সময় মুক্তাদীগণ আমীন, আমীন বলবে।[৪৮] রাসূল (ছাঃ) কুনূতে নাযেলায় প্রেক্ষাপট অনুযায়ী দু‘আ করতেন। এজন্য নির্দিষ্ট কোন দু‘আ বর্ণিত হয়নি। তবে হাদীছের গ্রন্থসমূহে নিম্নের দু‘আ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

কুনূতে নাযেলাঃ

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ أَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ- اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ أَهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ- اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اللّٰهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِىْ رَبِيْعَةَ- اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىِّ يُوْسُفَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا.

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা মুংঝিলাল কিতা-বি, সারী‘আল হিসা-বি, আহ্ঝিমিল আহঝা-বা। আল্ল-হুম্মা আহ্ঝিম্-হুম ওয়া ঝাল-ঝিলহুম্। আল্ল-হুম্মা মুংঝিলালকিতা-বি, ওয়া মুজ্রিইয়াস সাহাবি, ওয়া হা-ঝিমিল-আহযা-ব, আহঝিমহুম ওয়াংছুরনা ‘আলায়হিম। আল্ল-হুম্মা আংজিল ওয়ালীদাব্নাল ওয়ালীদ, আল্ল-হুম্মা আংজি সালামাতাব্না হিশা-ম, আল্ল-হুম্মা আংজি ‘আইয়া-শাব্না আবী রবী‘আহ। আল্ল-হুম্মাশ্দুদ্ ওয়াত্বআতাকা ‘আলা মুযারা, ওয়াজ‘আলহা ‘আলায়হিম সিনীনা কা-সিনিয়ী ইউসুফ আল্লা-হুম্মাল‘আন ফুলানান ওয়া ফুলানা।*

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। আমাদের সাথে ষড়যন্ত্রকারী দলকে পরাস্ত করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের পরাস্ত করুন, তাদের ভীতি প্রদর্শন করুন। হে আল্লাহ! কিতাব অবতীর্ণকারী, বৃষ্টি বর্ষণকারী! ষড়যন্ত্রকারী দলকে পরাস্তকারী! আপনি তাদের পরাস্ত করুন, তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি ওয়ালীদ ইবনু ওয়ালীদকে মুক্ত করুন, সালামা ইবনে হিশামকে মুক্ত করুন, আইয়াশ ইবনু আবী রাবিয়াকে মুক্ত করুন। হে আল্লাহ! মুযার বংশের উপর আপনার শাস্তিকে কঠোর করুন। তাদের উপর দুর্ভিক্ষ

৪৭. *ছহীহ আবুদাউদ হা/১৪৪৩, সনদ হাসান, ‘ছালাত সমূহে কুনূত পড়া’ অনুচ্ছেদ, ‘ছালাত’ অধ্যায়; মিশকাত হা/১২৯০।*

৪৮. *আবুদাউদ, মিশকাত হা/১২৯০।*

চাপিয়ে দিন, যেমন ইউসুফ (আঃ)-এর যুগে চাপিয়েছিলেন। হে আল্লাহ! আপনি অমুক অমুকের উপর অভিসম্পাত করুন’।[৪৯]

ওমর (রাঃ) ফজরের ছালাতে পড়তেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ- اَللّٰهُمَّ الْعَنْ أَهْلَ كِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَاءَكَ- اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِىْ لاَ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ.

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মাগ্ফির্ লানা ওয়া লিল্-মু’মিনীনা ওয়াল মু’মিনা-ত, ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল-মুসলিমা-ত, ওয়া আল্লিফ বায়না কুলূবিহিম ওয়া আছলিহ যাতা বায়নিহিম। ওয়াংছুরহুম ‘আলা আদুববিকা ওয়া আদুববিহিম। আল্ল-হুম্মাল‘আন আহ্লা কিতা-বিল-লাযীনা ইয়াছুদ্দূনা ‘আন সাবীলিকা ওয়া ইউকাযযিবূনা রুসুলাক, ওয়া ইউক্বা-তিলূনা আওলিয়া-আক। আল্ল-হুম্মা খা-লিফ্ বায়না কালিমা-তিহিম্ ওয়া ঝাল-ঝিল আক্ব-দা-মাহুম, ওয়া আংঝিল বিহিম্ বা’সাকাল্লাযী লা-তারুদ্দূহূ ‘আনিল ক্বাওমিল মুজরিমীন।*

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন সকল মুমিন ও মুসলিম নর-নারীকে। হে আল্লাহ! আপনি মুসলিমদের অন্তরে ভ্রাতৃত্বভাব সৃষ্টি করে দিন এবং তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিন। হে আল্লাহ! আপনার শত্রু ও মুসলিমদের শত্রুর বিরুদ্ধে আপনি মুসলিমদেরকে সাহায্য করুন। ঐ সব আহলে কিতাবের উপর অভিশাপ করুন, যারা আপনার পথে বাধা প্রদান করে, আপনার রাসূলদেরকে অস্বীকার করে এবং আপনার ওলীদের সাথে যুদ্ধ করে। হে আল্লাহ! আপনি তাদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিন, তাদের পা কাঁপিয়ে তুলুন এবং তাদের উপর আপনার এমন শাস্তি বর্ষণ করুন, যা অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর অবতরণ করলে ফেরত নেন না’।[৫০] কখনো তিনি নিম্নের দু‘আটিও পড়েছেন-

اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ، اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْضَعُ لَكَ وَنَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ، اَللّٰهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ.

৪৯. *ছহীহ বুখারী হা/২৯৩২, ১/৪১১ ও হা/৩৯৮৯, ২/৫৬৯; মিশকাত হা/২৪২৬; বায়হাক্বী ২/২৯৮পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৯৬।*

৫০. *বায়হাক্বী ২/২১০-২১১ পৃঃ; সনদ হাসান, ইরওয়া ২/১৭০।*

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়ালাকা নুছল্লী ওয়া নাস্‌জুদ, ওয়া ইলায়কা নাস্‌আ' ওয়া নাহফিদু। নারজূ রহ্‌মাতাকা, ওয়া নাখশা-'আযা-বাকা, ইন্না-'আযা-বাকাল জিদ্দা বিল কাফিরী-না মুলহিক্ব। আল্ল-হুম্মা ইন্না নাস্তা'ঈনুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়ানাতাওয়াক্কালু 'আলাইকা, ওয়ানুছনী 'আলাইকাল খাইরা। ওয়ালা-নাক্‌ফুরুকা, ওয়া নাখযা'উ লাকা ওয়া নাখলা'উ মাই ইয়াকরুকা। আল্ল-হুম্মা আযযিব কাফারাতা আহলিল কিতা-বি, আল্লাযী-না ইয়াছুদ্দূনা 'আং সাবী-লিকা।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি, আপনার জন্যই ছালাত আদায় করি, আপনার জন্যই সিজদা করি এবং আপনার নিকট ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করি। আপনার রহমত প্রত্যাশা করি এবং আপনার শাস্তির ভয় করি। কাফেরদের উপর আপনার শাস্তি অর্পিত হোক। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা আপনার নিকট সাহায্য চাই। আপনার উপর বিশ্বাস রাখি, আপনার উপরই ভরসা করি। আপনার কল্যাণের প্রশংসা করি এবং আমরা আপনার কুফুরী করি না। আপনার উদ্দেশ্যে আমরা বিনয়াবনত এবং যে আপনার কুফুরী করে তার সাথে আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করি। হে আল্লাহ! আহলে কিতাবদেরকে শাস্তি দান করুন, যারা অস্বীকার করে এবং আপনার পথে বাধা সৃষ্টি করে'।[৫১]

উক্ত দু'আর ন্যায় বর্তমানেও নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করে দু'আ করা যাবে। মুসলিম উম্মাহর সার্বিক কল্যাণের জন্য এই স্থানে কুরআন-হাদীছে বর্ণিত অন্যান্য দু'আও পড়া যাবে।

কুনূতে রাতিবা বা বিতর-এর কুনূতঃ

কুনূতে বিতর মূলত বিতর ছালাতের জন্য। রুকূর আগে বা পরে দুই স্থানেই হাত তুলে পড়া যায়। বিতর ছালাত যখন জামা'আতের সাথে পড়বে যেমন রামাযান মাসে পড়া হয়, তখন ইমাম দু'আ পড়বেন আর মুক্তাদীগণ আমীম আমীন বলবেন। যেমন কনূতে নাযেলায় পড়া হয়।[৫২] রাসূল (ছাঃ) হাসান ইবনু আলী (রাঃ)-কে বিতরের নিম্নোক্ত দু'আ শিক্ষা দিয়েছিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ).

৫১. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২/২১৩ পৃঃ; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৮, ২/১৭১ পৃঃ; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৭৮।*

৫২. *ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১০৯৭; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৮০; ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৩৫০-৩৫১, ফৎওয়া নং-২৭৭।*

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মাহ্‌দিনী ফীমানহাদাইত, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফাইত, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমাং তাওয়াল্লাইত, ওয়া বা-রিকলী ফীমা আ'ত্বইত, ওয়াক্বিনী শার্‌রা মা ক্বাযাইত। ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়ালা ইউক্বযা 'আলাইক, ইন্নাহূ লা ইয়াযিল্লু মাওঁ ওালাইত, ওয়ালা ইয়া'ইঝঝুম মান 'আ-দায়ত, তাবা-রকতা রব্বানা ওয়াতা'আ-লায়ত (ওয়া ছাল্লাল্ল-হু 'আলান্নাবিইয়ি)।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হেদায়াত দান করুন, যাদের আপনি হেদায়াত করেছেন তাদের সাথে। আমাকে মাফ করে দিন, যাদের মাফ করেছেন তাদের সাথে। আমার অভিভাবক হন, যাদের অভিভাবক হয়েছেন তাদের সাথে। আপনি যা আমাকে দান করেছেন তাতে বরকত দিন। আর আমাকে ঐ অনিষ্ট হ'তে বাঁচান, যা আপনি নির্ধারণ করেছেন। আপনিই ফায়ছালা করে থাকেন, আপনার উপরে কেউ ফায়ছালা করতে পারে না। নিশ্চয়ই অপমান হয়না সেই ব্যক্তি, যাকে আপনি মিত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আপনি যার সাথে শত্রুতা রাখেন, সে সম্মান লাভ করতে পারে না। হে আমাদের রব! আপনি বরকতময়, আপনি সুউচ্চ'। (নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর রহমত অবতীর্ণ হউক)।[৫৩] উল্লেখ্য, কুনূতে বিতর পড়ার পর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ এবং বিশ্বের সকল মুসলিম ভাইয়ের জন্যও দু'আ করা যায়। বিশেষ করে যখন জামা'আতের সাথে পড়া হয়, যেমন রামাযান মাসে।[৫৪]

(সাত) শেষ তাশাহ্‌হুদে বসে সালাম ফিরানোর পূর্ব পর্যন্ত মুনাজাতঃ

উপরিউক্ত স্থান সমূহে মুনাজাত করার পর ছালাতের শেষ মুহূর্তে তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ার পরও মুনাজাত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বরং দু'আ করার জন্য জোর তাকীদ দেওয়া হয়েছে। এই স্থানে কুরআন-হাদীছে বর্ণিত যে -কোন দু'আ পড়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْــهِ فَيَــدْعُوْ অর্থাৎ 'তাশাহহুদে বসে মুছল্লী যেন তার যা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী দু'আ করে'।[৫৫] ইমাম বুখারী (রহঃ) এ মর্মে শিরোনাম দিয়েছেন যে, باب ما يتخير من الــدعاء بعــد التشهد وليس بواجب 'তাশাহহুদের পর যা ইচ্ছা দু'আ করা। তবে আবশ্যক নয়'। এছাড়া অন্য শিরোনামে এসেছে, الدعاء قبل السلام 'সালামের পূর্বে দু'আ'। উক্ত অনুচ্ছেদে মা আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে দু'আ করতেন। (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ فِى الصَّلَاةِ) অন্য হাদীছে এসেছে, ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ অর্থাৎ

৫৩. *ছহীহ আবুদাউদ হা/১৪২৫, সনদ ছহীহ; ছহীহ তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৭৩, পৃঃ ১১২, সনদ ছহীহ।*

৫৪. *আলবানী, ক্বিয়ামু রামাযান, পৃঃ ৩১।*

৫৫. ছহীহ বুখারী হা/৮৩৫, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫০, ১/১১৫ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/৮৯৭-৯০০, ১/১৭৩ পৃঃ।

'তাশাহহুদে বসে মুছল্লী যেন তার ইচ্ছানুযায়ী দু'আ করে'।[৫৬] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَحَمِدَ اللهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا الْمُصَلِّى اُدْعُ تُجَبْ.

ফাযালাহ ইবনু উবাইদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা (মসজিদে) বসেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করল এবং ছালাত আদায় করল। অতঃপর সে (দু'আয়) বলল, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে মুছল্লী! তুমি দু'আয় তাড়াহুড়া করলে। যখন তুমি ছালাত শেষে বসবে তখন আগে আল্লাহর প্রশংসা করবে যেমন তিনি যোগ্য। অতঃপর আমার প্রতি দরূদ পড়বে, তারপর দু'আ করবে। ফাযালাহ বলেন, এরপর আরেক ব্যক্তি ছালাত পড়ল। সে আল্লাহর প্রশংসা করল এবং রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পড়ল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে মুছল্লী! তুমি আল্লাহর কাছে চাও তোমার দু'আ কবুল করা হবে'।[৫৭] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُوْ فِيْ صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللهَ تَعَالَى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَّلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَا فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ.

রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী ফাযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা এক ব্যক্তিকে ছালাতের মাঝে দু'আ করতে শুনলেন। সে আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা করেনি এবং নবীর প্রতি দরূদও পড়েনি। তখন তিনি বললেন, এই ব্যক্তি তাড়াহুড়া করল। অতঃপর তাকে বা অন্য কাউকে ডেকে বললেন, 'যখন তোমাদের কেউ ছালাত পড়বে তখন যেন সে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তার গুণ বর্ণনা করে। অতঃপর নবীর উপর দরূদ পড়ে। তারপর সে যেন তার ইচ্ছানুযায়ী দু'আ করে'।[৫৮]

৫৬. *ছহীহ বুখারী হা/৬২৩০, 'অনুমতি' অধ্যায়, ২/৯২০ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/৮৯৭-৯০০, ১/১৭১ পৃঃ।*
৫৭. *সনদ ছহীহ, ছহীহ তিরমিযী হা/৩৪৭৬, ২/১৮৬; 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬৫; ছহীহ নাসাঈ হা/১২৮২; মিশকাত হা/৯৩০, পৃঃ ৮৬।*
৫৮. *ছহীহ তিরমিযী হা/৩৪৭৭, ২/১৮৬ পৃঃ, সনদ ছহীহ; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৪৮১।*

অতএব ছালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ার পর নিজের যা প্রয়োজন তা আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে চাইবে। নিম্নে তাশাহহুদ ও দরূদসহ দু'আয়ে মাছূরা হিসাবে আরো কতিপয় দু'আ পেশ করা হ'ল। মুছল্লী যখন যেটা প্রয়োজন অনুভব করবে তখন সেটা দ্বারা দু'আ করবে।

তাশাহ্হুদঃ

١-اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

(১) উচ্চারণঃ *আত্তাহিইয়া-তু লিল্লা-হি ওয়াছ ছালাওয়া-ত, ওয়াত্ব-ত্বাইয়িবা-তু। আস-সালা-মু 'আলায়কা আইয়্যুহান নাবিইয়ু ওয়া রহমাতুল্ল-হি ওয়া বারাকা-তুহ। আস্সালা-মু 'আলায়না ওয়া 'আলা 'ইবা-দিল্লা-হিছ ছ-লিহীন। আশ্হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রসূলুহু।*

অর্থঃ 'মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্ত ইবাদত আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হউক। আমাদের উপর এবং নেক বান্দাদের উপরও শান্তি অবতীর্ণ হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল'।[৫৯]

দরূদঃ

٢-اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

(২) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ছল্লি 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা ছল্লায়তা 'আলা ইব্র-হীম, ওয়া 'আলা আ-লি ইব্র-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্ল-হুম্মা বা-রিক 'আলা মুহাম্মদ, ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদ কামা বা-রকতা 'আলা ইব্র-হীমা, ওয়া 'আলা আ-লি ইব্র-হীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেভাবে রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহা সম্মানিত। হে আল্লাহ! বরকত অবতীর্ণ করুন মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যেভাবে আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি মহা প্রশংসিত ও সম্মানিত'।[৬০]

৫৯. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৯০৯, পৃঃ ৮৫।*
৬০. *ছহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯১৯, পৃঃ ৮৬।*

দু'আয়ে মাছুরা বা সাধারণ দু'আসমূহঃ

শেষ তাশাহহুদে বসে রাসূল (ছাঃ) যে দু'আগুলো পড়েছেন এবং যা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো উল্লেখ করা হ'ল-

٣-اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ.

(৩) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বি জাহান্নাম, ওয়া আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বিল কৃবরি, ওয়া আ'উযুবিকা মিং ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজজা-ল, ওয়া আ'উযুবিকা মিং ফিত্নাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামা-ত। আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল্ মা'ছামি ওয়া মিনাল মাগ্রম।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জাহান্নামের আযাব হ'তে পরিত্রাণ চাচ্ছি, পরিত্রাণ চাচ্ছি কবরের আযাব হ'তে, কানা দাজ্জালের ফেৎনা হ'তে। আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হ'তে এবং পাপ ও ঋণের বোঝা হ'তে'।[৬১]

٤-اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

(৪) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাছীরা, ওয়ালা ইয়াগ্ফিরুয যুনূবা ইল্লা আংতা ফাগ্ফির্লী মাগ্ফিরাতাম মিন্ 'ইন্দিকা ওয়ার্হামনী ইন্নাকা আংতাল গফূরুর রহীম।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আমার উপর চরম অন্যায় করেছি এবং আপনি ব্যতীত পাপ ক্ষমা করার কেউ নেই। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ক্ষমা একমাত্র আপনার পক্ষ থেকেই হয় । আমার প্রতি রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু'।[৬২]

٥- رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(৫) উচ্চারণঃ *রাব্বানা আ-তিনা ফীদ্ দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা'আযা-বান না-র।*

৬১. *ছহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯৩৯, পৃঃ ৮৭।*
৬২. *ছহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪২, পৃঃ ৮৭।*

অর্থঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি দান করুন'।[৬৩] রাসূল (ছাঃ) উক্ত আয়াত সালাম ফিরানোর পূর্বেই পড়তেন।[৬৪]

٦-اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

(৬) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মাগ্ফির্লী মা ক্বদ্দামতু, ওয়ামা আখখারতু ওয়ামা আস্রর্তু, ওয়ামা আ'লাংতু ওয়ামা আংতা আ'লামু বিহী মিন্নী। আংতাল মুক্বদ্দিমু ওয়া আংতাল মুওয়াখখিরু, লা ইলা-হা ইল্লা আংতা।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি যে সমস্ত পাপ ইতিপূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, আপনি আমাকে সব মাফ করে দিন। মাফ করে দিন সেই পাপ, যা আমি গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি। মাফ করুন আমার অবাধ্যজনিত পাপ সমূহ এবং সেই সব পাপ, যে সম্বন্ধে আপনি আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। আপনি আদি, আপনি অনন্ত। আপনি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই'।[৬৫]

٧- رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّآتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَاوَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَاتُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

(৭) উচ্চারণঃ *রাব্বানা ফাগফিরলানা যুনূবানা ওয়া কাফফির 'আন্না সাইয়েআ-তিনা ওয়া তাওয়াফ্ফানা মা'আল আবরা-র। রব্বানা মা ওয়া 'আত্তানা 'আলা রুসুলিকা ওয়ালা তুখযিনা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ।*

অর্থঃ 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদের সকল পাপ ক্ষমা করে দিন। আমাদের সকল মন্দ কর্ম দূর করে দিন। আর নেক লোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দিন' *(আলে ইমরান ১৯১-১৯৩)*। এই আয়াতটিও রাসূল (ছাঃ) সালামের আগে পড়তেন।[৬৬]

٨-اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

(৮) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা বিআন্নী আশ্হাদু আন্নাকা আংতাল্ল-হু লা ইলা-হা ইল্লা আংতাল আহাদুছ্ ছামাদুল লাযী লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইউলাদ্ ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ।*

৬৩. *বাক্বারাহ ২০১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫১৯; মিশকাত হা/২৪৮৭ ও ২৫০২।*
৬৪. তাবরাণী, আওসাত্ব ও কবীর; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১৪৩ পৃঃ।
৬৫. *ছহীহ মুসলিম ২/৩৪৯; মিশকাত হা/৮১৩, 'তাকবীর দেওয়ার পর কী বলবে' অনুচ্ছেদ।*
৬৬. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১৪৩ পৃঃ, উল্লেখ্য, মুহাদ্দিছ হায়ছামী এ হাদীছ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি।*

অর্থঃ হে আল্লহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আপনিই আল্লাহ। আপনি ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই। আপনি একক অমুখাপেক্ষী। যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি। তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই'।[৬৭]

٩– اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

(৯) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিং শার্রি মা 'আমিলতু, ওয়া মিং শার্রি মা লাম আ'লাম।* **অর্থঃ** হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সেই অনিষ্টতা থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছি যা আমি করেছি এবং সেই অনিষ্টতা থেকে যা আমি করিনি।[৬৮]

١٠–اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلى الْخَلْقِ أَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتُ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ إِذَا عَلِمْتُ الْوَفَاةَ خيرًا لِىْ اَللّٰهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ وَالْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ وَالْفَقْرَ وَالْغِنى وَأَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ وَأسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إلى وَجْهِكَ وَالشَّوْقِ إلى لِقَائِكَ فِىْ غَيْرِ ضَرَّاءِ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ.

(১০) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা বিইলমিকাল গাইবা ওয়া কুদরাতিকা 'আলাল খালক্বি, আহঈনী মা আমিলতুল হায়া-তা খায়রাল্লী ওয়া তাওয়াফফানী ইযা আলিমতুল ওফাতা খায়রাল্লী। আল্ল-হুম্মা ওয়া আসআলুকা খশইয়াতাকা, ওয়াল গাইবা ওয়াশ শাহা-দাতা, ওয়াল ফাক্বরা ওয়াল গিনা, ওয়া আসআলুকা নাঈমান লা ইয়ানফাদু ওয়া আসআলুকা কুররাতা আইনিন লা তাংক্বাতিউ, ওয়া আসআলুকার রিযা বা'দাল ক্বাযায়ি, ওয়া আসআলুকা বারদাল আইশি বা'দাল মাওউতি। ওয়া আসআলুকা লাযযাতান নাযরি ইলা ওয়াজহিকা, ওয়াশ শাওক্বি ইলা লিক্বা-য়িকা ফী গাইরি যাররায়ি মুযিররাতিন, ওয়ালা ফিতনাতিম মুযিল্লাতিন। আল্ল-হুম্মা যায়ইয়ান্না বিযীনাতিল ঈমানি ওয়াজ'আলনা হুদা-তাম মুহতাদীন।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ আপনি অদৃশ্য জ্ঞানের মালিক এবং সৃষ্টির উপর ক্ষমতাশালী। আমাকে জীবিত রাখুন যতদিন আমার আয়ু আমার জন্য কল্যাণকর জানব এবং আমাকে মৃত্যু দান করুন যখন আমি তাকে আমার জন্য মঙ্গলময় জানব।

৬৭. *হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম, ব্যাখ্যা ও তাহক্বীক্বঃ শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, ইতহাফুল কিরাম (রিয়াযঃ মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯৪), পৃঃ ৪৫৬, হা/১৫৬১; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫৭।*

৬৮. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৬২; ছহীহ নাসাঈ হা/১৩০৭; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৮৩৯।*

হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত-অনুপস্থিত এবং সচ্ছল-অসচ্ছল সর্বাবস্থায় আপনার ভীতি প্রার্থনা করছি। আপনার কাছে এমন নে'মত চাই যা শেষ হবে না । আপনার কাছে চক্ষুর প্রশান্তি চাই, যা বিচ্ছিন্ন হবে না। মৃত্যুর পর আপনার সন্তুষ্টি চাই এবং আরামদায়ক জীবন চাই। আপনার সন্মুখপানে দৃষ্টির প্রশান্তি এবং আপনার সাক্ষাতের আকাংখা চাই কোন প্রকার ক্ষতি ছাড়াই এবং পথভ্রষ্টকারী ফেৎনা ছাড়াই। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্য দ্বারা সজ্জিত করুন এবং হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন'।[৬৯]

١١– اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ بِإِنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلهَ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ.

(১১) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নাকা লাকাল হামদু লা ইলা-হা, আংতাল মান্নানু বাদীউস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি, ইয়া যাল জালজালা-লি ওয়াল ইকরা-ম। ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়ূমু ইন্নী আসআলুকা।*

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনার নিকটে (ক্ষমা ও রহমত) চাচ্ছি। কেননা সকল প্রশংসা আপনার জন্যই। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আপনি পরম দয়ালু, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। হে মহত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী, হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছুর ধারক! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি'।[৭০]

(١٢) اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ.

(১২) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আ'উযুবিকা মিনান না-র।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছেই জাহান্নাম থেকে পানাহ চাচ্ছি'।[৭১] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তিনবার জান্নাত চায়, জান্নাত আল্লাহর কাছে বলে, হে আল্লাহ! আপনি তাকে জান্নাতে দাখিল করান। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চায়, জাহান্নাম তার জন্য আল্লাহর কাছে বলে, হে আল্লাহ! আপনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন'।[৭২]

জ্ঞাতব্যঃ ছালাতের মধ্যে সালাম ফিরানোর পূর্বে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে যে কোন দু'আ পাঠ করা যায়।[৭৩] তবে আপন আপন ভাষায় দু'আ করা

৬৯. *ছহীহ নাসাঈ হা/১৩০৫, সনদ ছহীহ।*

৭০. *ছহীহ নাসাঈ হা/১৩০০, সনদ ছহীহ।*

৭১. *ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৯২, 'ছালাত হালকা করা' অনুচ্ছেদ; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৯১০ 'তাশাহহুদ ও দরূদের পর কী বলবে' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।*

৭২. *তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৭৮, 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়, 'ইস্ত'আযাহ' অনুচ্ছেদ; ছহীহ তিরমিযী হা/২৫৭২, সনদ ছহীহ।*

৭৩. *ছহীহ বুখারী, হা/ ৬৩২৮, 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়।*

যাবে না। এমনকি আরবীতেও নিজের বা কারো বানানো দু'আ পাঠ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে মানুষের ভাষা বলতে নিষেধ করেছেন,

إِنَّ هذه الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَائَةُ الْقُرْآنِ.

'নিশ্চয়ই ছালাত মানুষের কথা-বার্তা বলার ক্ষেত্র নয়। এটা কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্যই সুনির্দিষ্ট'।[৭৪]

কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত অন্যান্য সাধারণ দু'আসমূহঃ

١٣-رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْلَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَسِرِيْنَ.

(১৩) উচ্চারণঃ *রাব্বানা যালামনা আংফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তারহামনা লানাকূনান্না মিনাল খ-সিরীন।* **অর্থঃ** 'হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তাহ'লে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(আ'রাফ ২৩)*।

١٤-رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَنِيْ صَغِيْرًا.

(১৪) উচ্চারণঃ *রব্বির হাম্‌হুমা কামা রাব্বাইয়া-নী ছগীরা।* **অর্থঃ** 'হে আমার প্রভু! তাদের (পিতা-মাত) উভয়ের প্রতি আপনি রহমত বর্ষণ করুন, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন' *(বণী ইসরাঈল ২৪)*।

١٥-رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلَوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَـــاءِ رَبَّنَـــا اغْفِرْلِـــي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

(১৫) উচ্চারণঃ *রব্বিজ'আলনী মুক্বীমাছ ছালা-তি ওয়া মিন্ যুররিইয়াতী, রব্বানা ওয়া তাক্বাব্বাল্ দু'আ। রাব্বানাগফিরলী ওয়ালিওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া লিলমুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াক্বুমুল্ হিসা-ব।*

অর্থঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ছালাত কায়েমকারী করুন এবং আমদের সন্তান-সন্ততিকেও। হে আমাদের প্রভু! আমাদের দু'আ কবুল করুন। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব কায়েম হবে' *(ইবরাহীম ৪০-৪১)*।

---

৭৪. *ছহীহ মুসলিম হা/৫৩৭, 'ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ; আবুদাঊদ হা/৭৯৫; নাসাঈ হা/১২০৩; আহমাদ হা/২২৬৪৪; দারেমী হা/১৪৬৪; বুলূগুল মারাম হা/২১৭।*

١٦-رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا.

(১৬) উচ্চারণঃ *রাব্বি যিদনী 'ইল্‌মা।* **অর্থঃ** 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন' *(ত্বা-হা ১১৪)*।

١٧- رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْلِي أَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُـــوْا قَوْلِيْ.

(১৭) উচ্চারণঃ *রব্বিশ্‌রাহলী ছদ্‌রী, ওয়া ইয়াসসিরলী আমরী, ওয়াহলুল্ 'উক্বদাতাম্ মিল্লিসা-নী, ইয়াফক্বাহূ ক্বওলী।*

অর্থঃ 'হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার করণীয় কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে' *(ত্বা-হা ২৫-২৮)*।

١٨-رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(১৮) উচ্চারণঃ *রাব্বানা ইন্নানা আ-মান্না ফাগফিরলানা যুনূবানা ওয়া ক্বিনা 'আযা-বা ন্না-র।* **অর্থঃ** 'হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিন। আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন' *(আলে ইমরান ১৬)*।

١٩-رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً- إِنَّـــكَ أَنْـــتَ الْوَهَّابُ.

(১৯) উচ্চারণঃ *রাব্বানা লা-তুঝিগ্ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্ হাদায়তানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুংকা রহমাতান, ইন্নাকা আংতাল ওয়াহহা-ব।*

অর্থঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ দেখানোর পর আপনি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করবেন না। আপনার নিকট থেকে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর দাতা' *(আলে ইমরান ৮)*।

٢٠-رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَ بِالْإِيْمَانِ وَلَاتَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

(২০) উচ্চারণঃ *রাব্বানাগফির লানা ওয়া লিইখওয়া নিনাল্লাযীনা সাবাকুনা বিল ঈমা-নি ওয়ালা তাজ'আল ফী কুলূবিনা গিল্লাল লিল্লাযীনা আ-মানূ। রাবাবানা ইন্নাকা রাউফুর রাহীম্।*

অর্থঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের আগে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ক্ষমা করুন। ঈমানদানদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। হে প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি দয়ালু পরম করুণাময়' *(হাশ ১০)*।

٢١–رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلى الْقَــوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

(২১) উচ্চারণঃ *রাব্বানাগফির লানা যুনূবানা ওয়া ইসরা-ফানা ফী আমরিনা ওয়া ছাব্বিত আক্বদা-মানা। ওয়াংছুরনা আলাল ক্বওমিল কা-ফিরীন।*

অর্থঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দিন। আর আমাদের কাজে যতটুকু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তাও মোচন করে দিন। আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন এবং কাফেরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন' *(আলে ইমরান ১৪৭)*।

٢٢–اَللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاء وَتُعِــزُّ مَنْ تَشَاء وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ– تُولِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّــتَ مِــنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

(২২) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা মা-লিকাল্ মুলকি তু'তিল্ মুলকা মাং তাশা-উ, ওয়া তানঝি'উল মুলকা মিম্মাং তাশা-উ, ওয়া তু'ইঝ্ঝু মাং তাশা-উ ওয়া তুযিললু মাং তাশা-উ, বি ইয়াদিকাল খাইর। ইন্নাকা 'আলা-কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর। তূলিজুল্ লাইলা ফিন্নাহা-রি ওয়া তূলিজুন নাহ-রি ফিল লাইলি, ওয়া তুখরিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি ওয়া তুখরিজু মাইয়্যিতা মিনাল হাইয়্যি। ওয়া তারঝুক্বু মাং তাশা-উ বিগাইরি হিসা-ব।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি সর্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন, যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নেন। আর যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, যাকে ইচ্ছা অপমান করেন। আপনার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশক্তিমান। আপনি রাতকে দিনের ভিতর প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের ভিতর প্রবেশ করান। আর আপনি জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করেন এবং মৃত্যুকে জীবিতের ভিতর থেকে বের করেন। আপনি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন' *(আলে ইমরান ২৬-২৭)*।

٢٣–رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْــفُ عَنَّــا، وَاغْفِرْلَنَــا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

(২৩) উচ্চারণঃ *রাব্বানা লা-তুআ-খিযনা ইন্নাসীনা আও আখত্বা'না। রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল 'আলায়না ইছরাং কামা হামালতাহূ 'আলাল্লাযীনা মিং ক্বাবলিনা। রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা ত্ব-ক্বাতালানা বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না, ওয়াগফির লানা ওয়ারহামনা আংতা মাওলা-না। ফাংছুরনা 'আলাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন।*

অর্থঃ 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের পাকড়াও করবেন না যদি আমরা ভুল করি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছিলেন। হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর এমন কঠিন দায়িত্ব দিবেন না যা সম্পাদন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ ক্ষমা করুন, আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন'। *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

٢٤–رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ.

(২৪) উচ্চারণঃ *রাব্বি হাবলী মিল্লাদুংকা যুররিইয়্যাতান ত্বাইয়েবাহ। ইন্নাকা সামী'উদ দু'আ-ই।* **অর্থঃ** 'হে আমাদের প্রভু! আপনার পক্ষ থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা কবুলকারী' *(আলে ইমরান ৩৮)*।

٢٥–رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ... وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّــوَّابُ الرَّحِيْمُ.

(২৫) উচ্চারণঃ *রাব্বানা তাক্বাবাবাল মিন্না ইন্নাকা আংতাস্ সামী'উল 'আলীম। ওয়াতুব 'আলায়না, ইন্নাকা আংতাত্ তাউয়াবুর রাহীম।* **অর্থঃ** 'হে আমদের প্রতিপালক! আমাদের নিকট থেকে এই কাজ কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।... আপনি আমদের ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু' *(বাক্বারাহ ১২৭-১২৮)*।

٢٦–رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

(২৬) উচ্চারণঃ *রাব্বানা আ-মান্না ফাগফির্ লানা ওয়ারহামানা ওয়া আংতা খাইরুর রা-হিমীন।* **অর্থঃ** 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। সুতরাং

আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি রহম করুন। আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু' *(মু'মিনূন ১০৯)*।

২৭-رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا.

(২৭) উচ্চারণঃ *রাব্বানা হাবলানা মিন আঝওয়া-জিনা ওয়া যুররিইয়া-তিনা ক্বুররাতা আ'ইউন। ওয়াজ 'আলনা লিলমুত্তাক্বীনা ইমা-মা।* **অর্থঃ** 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ করুন' *(ফুরক্বান ৭৪)*।

২৮- اَللَّهُمَّ أَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ.

(২৮) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা আজিরনী মিনান্ না-রি।* **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন'। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তিনবার জান্নাত চায়, সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত আল্লাহর কাছে বলে 'হে আল্লাহ! তাকে জান্নাত দান করুন। অনুরূপ কেউ তিনবার জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাইলে জাহান্নাম আল্লাহর কাছে বলে, হে আল্লাহ! তাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দান করুন।[৭৫]

২৯- اَللَّهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

(২৯) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মাকফিনী বেহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগনিনী বিফাযলিকা 'আম্মান সিওয়া-কা।* **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের হ'তে মুখাপেক্ষীহীন করুন'। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাহাড় সমপরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন।[৭৬]

৩০- اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَامِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ كَمَا يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

৭৫. *আহমাদ, নাসাঈ; ছহীহ তিরমিযী হা/২৫৭২, 'জান্নাতী নহরের বিবরণ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৪৭৮।*

৭৬. *ছহীহ তিরমিযী হা/৩৫৬৩, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২৪৪৯।*

(৩০) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল কাসালি, ওয়াল হারামি ওয়াল মাগরামি, ওয়াল মা'ছামি। আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন 'আযাবিন না-র, ওয়া ফিতনাতিন না-র, ওয়া ফিতনাতিল ক্বাবর, ওয়া 'আযাবিল ক্বাবরি, ওয়া মিং শাররি ফিতনাতিল গিনা, ওয়া শাররি ফিতনাতিল ফাক্বরি, ওয়া মিং শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জা-লি। আল্ল-হুম্মাগসিল খত্বা-ইয়া-ইয়া বিমা-ইছ ছালজি ওয়াল বারাদিওয়া নাক্কি ক্বালবী কামা ইউনাক্কছ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ দানাস। ওয়া বা-'ইদ বায়নী ওয়া বায়না খত্বা-ইয়াইয়া কামা বা'আদতা বায়নাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনার কাছে পরিত্রাণ চাচ্ছি অলসতা, বার্ধক্য, ঋণ ও পাপ হ'তে। আমি পরিত্রাণ চাচ্ছি জাহান্নামের শাস্তি ও পরীক্ষা হ'তে, কবরের পরীক্ষা ও শাস্তি হ'তে এবং সচ্ছলতার পরীক্ষা ও দারিদ্র্যের পরীক্ষা হ'তে এবং কানা দাজ্জালের ফেৎনা হ'তে। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোনাহ সমূহ পরিষ্কার করুন যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা হ'তে পরিষ্কার করা হয় এবং ব্যবধান করুন আমার ও আমার গোনাহের মধ্যে যেমন ব্যবধান করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে'।[৭৭]

৩১- أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لَاشِفَاءَ إِلَّا شِفَائُكَ شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقَمًا.

(৩১) উচ্চারণঃ *আযহিবিল বা'সা রাব্বাননা-সি, ওয়াশফি আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা-ইউগা-দিরু সাক্বামা।* **অর্থঃ** 'হে মানুষের প্রতিপালক! আপনি এ রোগ দূর করুন, আরোগ্য দান করুন, আপনিই আরোগ্যদানকারী। আপনার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য, যা বাকী রাখে না কোন রোগকে।[৭৮]

৩২- اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.

(৩২) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিং ঝাওয়া-লি নি'মাতিকা ওয়া তাহাওউলি 'আ-ফিয়াতিকা ওয়া ফুজা-আতি নিক্বমাতিকা ওয়া জামীঈ সাখাত্বিকা।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রদত্ত নিয়ামতের হ্রাসপ্রাপ্ত, শান্তির বিবর্তন, শাস্তির হঠাৎ আক্রমণ এবং আপনার সমস্ত অসন্তোষ হ'তে পরিত্রাণ চাই'।[৭৯]

৭৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৫৯; বঙ্গানুবাদ ৫/১৫৪, হা/২৩৪৬।*

৭৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৫৬৭৫; মিশকাত হা/১৫৩০।*

৭৯. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাতয হা/২৪৬১।*

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর করণীয়

সালাম ফিরানোর পর যিকির না দু'আ?

ফরয ছালাতের পর যিকির, তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, দরূদ এবং সবশেষে সাধারণ দু'আও করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَّعَلَى جُنُوْبِكُمْ 'যখন তোমরা ছালাত শেষ করবে তখন আল্লাহর যিকির করো, দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে' *(সূরা নিসা ১০৭)*। রাসূল (ছাঃ)ও একাধিক হাদীছে ছালাতের সালাম ফিরানোর পর যিকির, তাসবীহ, তাহলীল করার কথা বলেছেন, যা আমরা সামনে উল্লেখ করব। আর মুনাজাত বা বিশেষ দু'আর সময় ছিল সালামের পূর্ব পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে, 'দুবুরুছ ছালাত' বা ছালাতের পর দু'আ করা বলতে মূলতঃ তাশাহহুদে বসে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত দু'আ করাকে বুঝায়। যেমন একদা রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল,

أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ.

'কোন দু'আ সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য? তিনি বললেন, 'রাতের শেষাংশে এবং ফরয ছালাত সমূহের পরে'।[১] 'দুবুরুছ ছালাত' বা ছালাতের পিছে বলতে দু'টি অর্থ বুঝায়। যে হাদীছে দুবুরুছ ছালাত বলে দু'আর কথা এসেছে তার অর্থ ছালাতের শেষে সালাম ফিরানোর আগে। আর যে হাদীছে যিকিরের কথা এসেছে তার অর্থ সালামের পর। 'দুবুরুছ ছালাত' বলতে কী বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে শায়খ বিন বায (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন,

دُبُرُ الصَّلَاةِ يُطْلَقُ عَلَى آخِرِهَا قَبْلَ السَّلَامِ وَيُطْلَقُ عَلَى مَا بَعْدَ السَّلَامِ مُبَاشَرَةً وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ بِذٰلِكَ وَأَكْثَرُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ آخِرُهَا قَبْلَ السَّلَامِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالدُّعَاءِ.

'ছালাতের পরে বলতে ছালাতের শেষে সালামের পূর্বে বুঝায় এবং প্রত্যক্ষভাবে সালামের পরেও বুঝায়। এ বিষয়ে অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে বেশীর ভাগ যা প্রমাণ করে তা হ'ল- ছালাতের শেষ বলতে সালামের আগে, যে হাদীছগুলো দু'আর সাথে সম্পৃক্ত'। অতঃপর তিনি বলেন,

১. ছহীহ তিরমিযী হা/৬৪৯৯, ১/১৮৭ পৃঃ, 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৯, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৯৬৮, পৃঃ ৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৩/৫ পৃঃ, হা/৯০৬।

أَمَّا الْأَذْكَارُ الْوَارِدَةُ فِيْ ذَلِكَ فَقَدْ دَلَّتْ الْأَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ عَلَى أَنَّ ذٰلِكَ فِيْ دُبُرِ الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَامِ.

'আর বর্ণিত যিকির সমূহ বলতে অনেক ছহীহ হাদীছ দ্বারা যা প্রমাণিত হয়েছে, তা ছালাতের পিছনে বলতে সালামের পর বুঝানো হয়েছে'।[২]

অন্যত্র মাননীয় শায়খ বলেন, সালামের পর যিকির, তাসবীহ, তাহলীল করার পর দু'আও করা যায়। কারণ সাধারণ দু'আ করার কথাও প্রমাণিত।[৩] তাছাড়া তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, যিকিরকেও ব্যাপকতার দৃষ্টিতে দু'আ বলা হয়।[৪] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ)ও দুবুরুছ ছালাত বলতে উপরোক্ত দু'টি অর্থই নিয়েছেন।[৫] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) আরো বলেন,

وَإِنَّمَا الْمَسْنُوْنُ عَقِبَ الصَّلَاةِ هٰذَا الذِّكْرُ الْمَأْثُوْرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَقِبَ الصَّلَاةِ.

'ছালাতের পর সুন্নাত হ'ল- হাদীছে বর্ণিত যিকির, তাকবীর, তাহলীল করা যা রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। ছালাতের পর তিনিও যেগুলো বলতেন'।[৬] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

وَعَامَّةُ الْأَدْعِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالصَّلَاةِ إِنَّمَا فَعَلَهَا فِيْهَا وَأُمِرَبِهَا فِيْهَا وَهٰذَا هُوَ اللَّائِقُ بِحَالِ الْمُصَلِّى فَإِنَّهُ مُقْبِلٌ عَلى رَبِّهٖ يُنَاجِيْهِ مَادَامَ فِى الصَّلَاةِ فَإِذَا سَلَّمَ مِنْهَا انْقَطَعَتْ تِلْكَ الْمُنَاجَاةُ وَزَالَ ذٰلِكَ الْمَوْقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْقُرْبُ مِنْهُ.

'মূলতঃ সাধারণ দু'আ সমূহ ছালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা সে ছালাতের মধ্যেই করেছে। আর ছালাতের মধ্যে দু'আ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। মুছল্লী হিসাবে এটাই যথোপযুক্ত। কেননা সে যতক্ষণ ছালাতের মধ্যে থাকে ততক্ষণ সে তার রবের সম্মুখে থেকে তাঁর সঙ্গে মুনাজাত করে। যখনই সে সালাম ফিরায় তখনই মুনাজাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উক্ত অবস্থাই হ'ল রবের সামনে দাঁড়ানো ও নিকটবর্তী হওয়ার জন্য উপযোগী'।

২. *শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূউ ফাতাওয়া ১১/১৯৪ পৃঃ, 'দুবুরুছ ছালাত বলতে উদ্দেশ্য কি' আলোচনা দ্রঃ।*
৩. মাজমূউ ফাতাওয়া ১১/১৯৮ পৃঃ।
৪. *ছহীহ বুখারী হা/৬৩২৯।*
৫. *মাজমূউ ফাতাওয়া, ২২/৫১৬-১৭ পৃঃ।*
৬. *মাজমূউ ফাতাওয়া ২২/৫১৯ পৃঃ।*

আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন,

وَأَمَّا أَنَّ الذِّكْرَ بَعْدَ السَّلَامِ فَلِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِكُمْ ، وَعَلَى هذَا فَيَكُوْنُ مَا بَعْدَ السَّلَامِ ذِكْرًا وَيَكُوْنُ مَاقَبْلَ السَّلَامِ دُعَاءً هذَا مَايَقْتَضِيْهِ الْحَدِيْثَ، وَمَا يَقْتَضِيْهِ الْقُرْآنَ، وَكَذلِكَ الْمَعْنَى يَقْتَضِيْهِ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَادَامَ فِى صَلَاته فَإِنَّهُ يُنَاجِىْ رَبَّهُ كَمَا أَخْبَرَ بِذلِكَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا انْصَرَفَ وَسَلَّم انْصَرَفَ مِنْ ذلِكَ فَكَيْفَ نَقُوْلُ أَجَلَ الدُّعَاءِ حَتّى تَنْصَرِفُ مِنْ مُنَاجَاةِ اللهِ، اَلْمَعْقُوْلُ يَقْتَضِىْ أَنْ يَّكُوْنَ الدُّعَاءُ قَبْلَ أَنْ تُسَلَّمَ مَادُمْتَ تُنَاجِىْ رَبَّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالى، وَعَلى هذَا فَيَكُوْنُ مَاذَهَبَ إِلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَتِلْمِيْذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ، هُوَ الصَّوَابُ الذِىْ دَلَّ عَلَيْهِ الْمَنْقُوْلُ وَالْمَعْقُوْلُ،

‘যিকির করতে হবে সালামের পর। যেমন আল্লাহর বাণী, ‘তোমরা যখন ছালাত সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহর যিকির কর- দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে’ *(নিসা ১০৭)*। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে যিকির হ’ল সালামের পরে আর দু‘আ হ’ল সালামের আগে যা হাদীছ-কুরআন উভয় দ্বারাই প্রমাণিত। এর অর্থও তাই, কেননা মুছল্লী ততক্ষণ আল্লাহর সামনে অবস্থান করে যতক্ষণ সে ছালাতে রত থাকে। তখন মুছল্লী তার রবের সাথে মুনাজাত করে। যেমনটি রাসূল (ছাঃ) বলেছেন। আর যখন সে সালাম ফিরায় তখন উক্ত মুনাজাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং তুমি যখন আল্লাহর সাথে মুনাজাত করা থেকে ফিরে গেলে তখন আমরা কিভাবে দু‘আর কথা বলতে পারি? জ্ঞান সম্পন্ন কথা এটাই প্রমাণ করে যে, সালামের পূর্বেই তুমি দু‘আ করবে যতক্ষণ তুমি তোমার রবের সাথে মুনাজাত করো। আর এ কথাই বলেছেন ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ এবং তাঁর ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)। আর সেটাই সঠিক, যা দলীল এবং জ্ঞান উভয় দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে’।[৭]

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে মুনাজাত কী, কখন করতে হবে, কতক্ষণ করতে হবে, কিভাবে করতে হবে এবং মুনাজাতের স্থান সমূহ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এক্ষণে প্রশ্ন হ’ল, ছালাতের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু‘আ করাকে কিসের ভিত্তিতে মুনাজাত বলা হয়? এই পদ্ধতিকে মুনাজাত বলার কোন দলীল আছে কি? হাদীছের ইমামগণ ছালাতের পরের স্থানকে মুনাজাতের স্থান বলে কোন হাদীছ বর্ণনা করেছেন কি? এক বাক্যে এর উত্তর হ’ল, ইসলামী শরী‘আতে ছালাতের পরে মুনাজাতের কোন

৭. *শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন, মাজমূঊ ফাতাওয়া ১৩/২৪৬ পৃঃ।*

স্থান নেই। ছহীহ বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ এবং মিশকাতে শিরোনাম করা হয়েছে ‘ছালাতের পর যিকির’ (الذكر بعد الصلاة) মর্মে।[৮] ইমাম নাসাঈ (রহঃ) সালামের পর যিকির, ইস্তিগফার, তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, তা‘আব্বুয উল্লেখ করেছেন। অতঃপর দুই স্থানে যিকিরের পর দু‘আর কথাও উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ‘সালামের পর মুছল্লী কী বলবে’ (باب مايقول الرجل إذا سلم) মর্মে অধ্যায় রচনা করেছেন। কিন্তু ‘সালামের পরে দু‘আ’ মর্মে তারা কোন অধ্যায় উল্লেখ করেননি। বরং তারা ‘সালামের আগে তাশাহহুদের পরে দু‘আ’ মর্মে অধ্যায় রচনা করেছেন, যা আমরা প্রথম অধ্যায়ে তাশাহহুদের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। আর সালামের পর যিকির, মর্মে অধ্যায় রচনা করেছেন। সুতরাং সালামের পরে যিকির করাই সুন্নাত। অতঃপর কেউ চাইলে দরূদ ও সাধারণ দু‘আ পড়তে পারে, যা দ্বিতীয় ইবাদত বলে গণ্য হবে। বলা বাহুল্য যে, হাদীছের সকল কিতাবেই ‘ছালাতের পর যিকির’ শিরোনামে অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। কিন্তু কোন মুহাদ্দিছ উক্ত পদ্ধতিতে দু‘আ করার প্রমাণে একটি হাদীছও উল্লেখ করেননি। যদি রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে মুনাজাত করতেন, তাহ’লে ছাহাবীদের থেকে বর্ণিত হ’ত এবং হাদীছের ইমামগণও স্ব স্ব কিতাবে বর্ণনা করতেন *(দ্রষ্টব্যঃ হাদীছের সকল কিতাব)*।

ছালাতের সালাম ফিরানোর পর পঠিতব্য যিকির সমূহঃ

রাসূল (ছাঃ) ছালাতের সালাম ফিরানোর পর যে সমস্ত যিকির করতেন সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল। এ সময় তিনি সরবে পড়তেন, উচ্চৈঃস্বরে নয়।[৯]

(১) اَللّٰهُ أَكْبَرُ

(১) উচ্চারণঃ *‘আল্ল-হু আকবার’* (একবার)। **অর্থঃ** আল্লাহ সবচাইতে বড়।

(২)أَسْتَغْفِرُ اللهَ, أَسْتَغْفِرُ اللهَ, أَسْتَغْفِرُ اللهَ.

(২) উচ্চারণঃ *‘আস্তাগফিরুল্ল-হা’ ‘আস্তাগফিরুল্ল-হা’ ‘আস্তাগফিরুল্ল-হা’* (তিনবার)। **অর্থঃ** আমি আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[১০]

(৩) اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ, تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

(৩) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা আংতাস্ সালা-মু ওয়া মিংকাস্ সালা-মু, তাবা-রাক্তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম*। **অর্থঃ** ‘হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি আসে। বরকতময় আপনি হে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী’।[১১]

৮. *ছহীহ বুখারী হা/৮৩৫, ১/১১৫ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/১৩১৬, ১/২১৭।*
৯. *তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৯৫৯-এর টীকা দ্রঃ।*
১০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৫৯; ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬১।*
১১. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬০।*

(٤) لَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلي كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ, اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(৪) উচ্চারণঃ *লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়াহুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বাদীর। আল্ল-হুম্মা লা মা-নে'আ লিমা আ'ত্বায়তা ওয়ালা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়াংফা'উ যাল জাদ্দি মিংকাল জাদ্দু।*

অর্থঃ 'নেই কোন মা'বূদ আল্লাহ ছাড়া, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। হে আল্লাহ! আপনি যা দিতে চান, তা রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন, তা দেওয়ার কেউ নেই। আপনি ছাড়া কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ তার কোন উপকার করতে পারে না'।[১২]

(٥) اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

(৫) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি 'ইবা-দাতিকা।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনাকে স্মরণ করা, আপনার শুকরিয়া আদায় করা এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন'।[১৩]

(٦) اَللهُ لَآ إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ, لَا تَأْخُذُه سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ, لَه مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ, مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَه إِلَّا بِإِذْنِه, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِه إِلَّا بِمَا شَاءَ, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وَلَا يَئُوْدُه حِفْظُهُمَا, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

(৬) *আয়াতুল কুরসীঃ* *আল্ল-হু লা-ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম। লা তা'খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাউম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা ফিল আরযি। মাং যাল্লাযী ইয়াশ্‌ফা'উ 'ইংদাহূ ইল্লা বিইয়্‌নিহী, ইয়া'লামু মা বায়না আইদীহিম ওয়া মা খালফাহুম ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম্ মিন 'ইলমিহী ইল্লা বিমা শা-আ। ওয়াসি'আ কুরসিইয়ুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরয। ওয়ালা ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা, ওয়া হুওয়াল 'আলিইয়ুল 'আযীম (বাক্বারাহ ২৫৫)।*

১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৬২।*
১৩. *আহমাদ, ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫২২, সনদ ছহীহ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৪৯।*

অর্থঃ 'আল্লাহ তিনি যিনি ব্যতীত (প্রকৃত) কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। কোনরূপ তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হ'তে তারা কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না, কেবল যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান'।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত'।[১৪] শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকেন। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে'।[১৫]

(৭) উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লা-হ (৩৩বার)। আল-হামদুলিল্লা-হি (৩৩বার)। আল্ল-হু আকবার (৩৩বার)। অতঃপর

لَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلي كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বাদীর। (১বার)

অর্থঃ পবিত্রময় আল্লাহ, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ সবচাইতে বড়। নেই কোন মা'বূদ একক আল্লাহ ব্যতীত; তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল বিষয়ের উপরে ক্ষমতাশালী'। অথবা একবার বলবে 'আল্ল-হু আকবার' (৩৪বার)।[১৬]

(৮) ফরয ছালাতের পর রাসূল (ছাঃ) কখনো, 'সুবহা-নাল্লা-হ' দশবার, 'আল-হামদুলিল্লাহ' দশবার এবং 'আল্ল-হু আকবার' দশবার বলতেন।[১৭]

(٩) وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ لَانَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ.

(৯) উচ্চারণঃ *ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু লা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন নি'মাতু।* **অর্থঃ** 'আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই। তিনি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। সকল নে'মত তাঁরই'।[১৮]

১৪. *নাসাঈ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২।*
১৫. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/২১২২-২৩।*
১৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৬, ৯৬৭।*
১৭. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৯৬৫; ছহীহ তিরমিযী হা/৩৪২০।*
১৮. *ছহীহ মুসলিম, ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫০৭।*

(١٠) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

(১০) *উচ্চারণঃ* *লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়াহুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর। লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি। লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফায্‌লু ওয়া লাহুছ ছানাউল হাসানু। লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু মুখ্‌লিছীনা লাহুদ দীন, ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন।*

অর্থঃ 'আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর, প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। নে'মত তাঁর, তাঁরই অনুগ্রহ এবং তাঁরই উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। দ্বীনকে আমরা একমাত্র তাঁরই জন্য মনে করি, যদিও কাফেররা অপসন্দ করে'।[১৯]

(١١) اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

(১১) *উচ্চারণঃ* *আল্ল-হুম্মাগফিরলী মা ক্বদ্দামতু ওয়ামা আখখারতু ওয়ামা আসররতু ওয়ামা আ'লাংতু ওয়ামা আংতা আ'লামু বিহী মিন্নী। আংতাল মুক্বদ্দিমু ওয়া আংতাল মুওয়াখখিরু লা-ইলা-হা ইল্লা আংতা।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি যে সমস্ত পাপ পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি আপনি সব ক্ষমা করে দিন। মাফ করে দিন সেই পাপসমূহ, যা আমি গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি। মাফ করুন আমার অবাধ্যজনিত পাপ সমূহ এবং সেই সব পাপ, যে পাপ সম্বন্ধে আপনি আমার অপেক্ষা অধিক জানেন। আপনি আদি, আপনি অন্ত। আপনি ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই'।[২০]

(١٢) اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

১৯. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৩, পৃঃ ৮৮।*
২০. *ছহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৫০৯; মিশকাত হা/৮৩১।*

(১২) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল জুব্‌নি ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল বুখ্‌লি ওয়া আ'উযুবিকা মিন আরযালিল 'উমুরে ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ ফিৎনাতিদ দুন্‌ইয়া ওয়া 'আযা-বিল ক্বাবরে।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ আমি আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা, কৃপণতা, অতি বার্ধক্যে পৌঁছা হ'তে। আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিৎনা হ'তে এবং কবরের শাস্তি হ'তে।[২১]

(١٣) رَبِّ أَعِنِّيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْلِيْ وَلَاتَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرْ هُدَاىَ إِلَيَّ وَانْصُرْنِيْ عَلى مَنْ بَغَى عَلَيَّ اَللهُمَّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوْ مُنِيْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ.

(১৩) উচ্চারণঃ *রব্বি আ'ইন্নী ওয়ালা তু'ইন 'আলাইয়া, ওয়াংছুরনী ওয়ালা তাংছুর 'আলাইয়া। ওয়ামকারলী ওয়ালা তামকার 'আলাইয়া, ওয়াহদিনী ওয়া ইয়াসসির হুদাইয়া ইলাইয়া, ওয়াংছুরনী 'আলা মান বাগা 'আলাইয়া। আল্ল-হুম্মাজ'আলনী লাকা শাকেরান, লাকা যাকেরান, লাকা রাহেবান, লাকা মিত্বওয়া-'আন, ইলায়কা মুখবিছান আও মুনীবান। রব্বি তাক্বব্বাল তাওবাতী, ওয়াগসিল্ হাওবাতী, ওয়া আজিব্ দা'ওয়াতী, ওয়া ছাব্বিত হুজ্জাতী, ওয়াহদি ক্বালবী, ওয়া সাদ্দিদ লিসা-নী, ওয়াসলুল সাখীমাতি ক্বালবী।*

অর্থঃ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সহযোগিতা করুন, বিরুদ্ধে নয়। আপনি আমাকে সাহায্য করুন, বিরুদ্ধে নয়। আমার পক্ষে উপায় সৃষ্টি করুন, আমার বিরুদ্ধে নয়। আমাকে পথ দেখান, আমার জন্য পথ সহজ করুন এবং যে আমার প্রতি জবরদস্তি করে তার উপর আমাকে জয়ী করুন। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনারই কৃতজ্ঞ করুন, আপনারই স্মরণকারী করুন, আপনারই ভয়ে ভীত করুন, আপনারই অনুগত করুন, আপনারই কাছে বিনম্র করুন, আপনার নিকট দুঃখ প্রকাশ করতে শিখান এবং আপনার দিকে রুজু করুন। হে আমার রব! আমার তওবাহ কবুল করুন, আমার পাপ মোচন করুন, আমার দু'আ কবুল করুন, আমার প্রমাণ দৃঢ় করুন, আমার অন্তরকে হেদায়াত করুন, আমার জবান ঠিক রাখুন এবং আমার অন্তরের কলুষতা দূর করুন'।[২২]

২১. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৯৬৪।*
২২. *ছহীহ আবুদাউদ হা/১৫১০, সনদ ছহীহ, 'মুছল্লী যখন সালাম ফিরাবে তখন কী বলবে' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২৪৮৮; বঙ্গানুবাদ ৫/১৬৪, হা/২৩৭৪।*

(١٤) اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَـــصَرِىْ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

(১৪) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ‘আ-ফিনী ফী বাদানী, আল্ল-হুম্মা ‘আ-ফিনী ফী সামঈ, আল্ল-হুম্মা ‘আ-ফিনী ফী বাছারী। আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাখরি, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিন ‘আযাবিল ক্বরি।* **অর্থঃ** ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার শরীর কর্ণ, চক্ষু সুস্থ রাখুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কুফরী ও পরমুখাপেক্ষ হ'তে পরিত্রাণ প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে কবরের শাস্তি হ'তেও পানাহ চাচ্ছি’।[২৩]

(١٥) اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

(১৫) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ‘ইলমান নাফি‘আন ওয়া রিযক্বাং ত্বইয়িবান ওয়া ‘আমালান মুতাক্বব্বালান।* **অর্থঃ** ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান চাচ্ছি, পবিত্র রূযী এবং গ্রহণীয় আমল প্রার্থনা করছি’। রাসূল (ছাঃ) বিশেষ করে ফজর ছালাতের পর এই দু‘আ পড়তেন।[২৪]

(১৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতে শেষে সূরায়ে ‘ফালাক্ব’ ও ‘নাস’ পড়ার নির্দেশ দিতেন।[২৫] ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর পঠিতব্য আরো কতিপয় দু‘আ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সনদগত ত্রুটি থাকায় সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হ'ল না।

সকাল-সন্ধ্যা বা ফজর ও মাগরিব ছালাতের পর পঠিতব্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দু‘আ সমূহঃ

(١٧) اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لَآإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَــا عَلَــى عَهْـــدِكَ وَوَعْدِكَ مَاسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَــىَّ وَأَبُــوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِى فَإِنَّه لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ.

(১৭) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা আংতা রাব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আংতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা ‘আবদুকা ওয়া আনা ‘আলা ‘আহদিকা ওয়া ওয়া‘দিকা মাসতাত্বা‘তু, আ‘উযুবিকা মিন শাররি মা ছানা‘তু আবূউলাকা বিনি‘মাতিকা ‘আলাইয়্যা ওয়া আবূউ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা-ইয়াগফিরুয্যুনূবা ইল্লা আংতা।*

২৩. *ছহীহ আবুদাউদ হা/৫০৯০, সনদ হাসান; আস-সাইয়েদ সাবেক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রোঃ দারুল ফাৎহু লিল ই‘লামিল আরাবী, ১৯৯২/১৪১২), ১/১৩৫; ছহীহ নাসাঈ হা/১৩৪৭ ও ৫৪৬৫; মিশকাত হা/২৪৮০ ও ২৪১৩; বঙ্গানুবাদ হা/২৩০১ ও ২৩৬৭।*
২৪. *আহমাদ, তাবরাণী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৪৯৮।*
২৫. *আহমাদ, ছহীহ আবুদাউদ হ/১৫২৩, সনদ ছহীহ; নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৬৯।*

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতিপালক, আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি আমার সাধ্যমত আপনার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমার পাপও স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত কেউ ক্ষমাকারী নেই’।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিবিষ্ট মনে উক্ত দু‘আ দিনে পাঠ করবে এবং সন্ধ্যার পূর্বে মারা যাবে সে ব্যক্তি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি ইয়াক্বীনের সাথে উক্ত দু‘আ রাতে পাঠ করবে এবং সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে, সেও জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে’।[২৬]

(١٨) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِه سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ.

(১৮) উচ্চারণঃ *সুব্হা-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্‌দিহী সুব্হানাল্লা-হিল ‘আযীম*। অথবা সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে শুধু ‘সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্‌দিহী’ পড়বে। **অর্থঃ** পবিত্রতাময় ও প্রশংসাময় আল্লাহ, তিনি মহান’। এই দু‘আ পাঠের ফলে তার সকল গোনাহ ঝরে যাবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়। এই দু‘আ মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে বেশী ভারী হবে’।[২৭]

(١٩) أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

(১৯) উচ্চারণঃ *আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ূল ক্বাইয়ূম ওয়া আতূবু ইলাইহি’*।

অর্থঃ ‘আমি আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি’। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই দু‘আ পড়লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন, যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলাতক আসামি হয়’।[২৮] রাসূল (ছাঃ) দৈনিক ১০০ বার তওবা করতেন।[২৯]

(٢٠) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِه عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَا نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

(২০) উচ্চারণঃ *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বেহাম্‌দিহী ‘আদাদা খাল্‌ক্বিহী ওয়া রিযা নাফ্‌সিহী ওয়া যিনাতা ‘আর্‌শিহী ওয়া মিদা-দা কালেমা-তিহী।* **অর্থঃ** ‘আমি আল্লাহর মহত্ত্ব ও প্রশংসা জ্ঞাপন করছি তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সত্তার সন্তুষ্টির সমতুল্য এবং তাঁর আরশের ওযন ও কালেমা সমূহের ব্যপ্তি সমপরিমাণ’।[৩০]

২৬. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫ ‘তওবা ও ইস্তিগফার’ অনুচ্ছেদ ।*
২৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৬-৯৮।*
২৮. *ছহীহ আবুদাউদ হা/১৫১৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৩৫৩।*
২৯. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫; ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৩১; মিশকাত হা/৩৫৫৩; ছহীহ আবুদাউদ হা/২৩৪৩।*
৩০. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০১।*

(২১) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰه.

(২১) উচ্চারণঃ *লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।*

অর্থঃ নেই কোন ক্ষমতা নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত।[৩১]

(২২) أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰه وَالْحَمْدُ لِلّٰه لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِه اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا, اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ, رَبِّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِىْ النَّارِ وَعَذَابٍ فِىْ الْقَبْرِ.

(২২) উচ্চারণঃ *আমসাইনা ওয়া আম্‌সাল্‌ মুল্‌কু লিল্লা-হি ওয়াল-হামদু লিল্লা-হি। লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর। আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন খায়রি হা-যিহিল লাইলাতি ওয়া খইরি মা-ফীহা ওয়া আ'উযুবিকা মিন শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা ফীহা। আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল কাসালি ওয়াল হারামি ওয়া সূইল কিবার। রব্বি ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বিং ফিন্‌না-রি ওয়া 'আযা-বিং ফিল ক্বব্‌র।*

অর্থঃ 'আমরা এবং সমগ্র জগৎ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় প্রবেশ করলাম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশালী। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এ রাতের মঙ্গল চাই এবং এ রাতে যা আছে, তার মঙ্গল কামনা করি। আশ্রয় চাই এ রাতের অমঙ্গল হ'তে এবং এ রাতে যে অমঙ্গল রয়েছে তা হ'তে। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা, বার্ধক্য ও বার্ধক্যের অপকারিতা হ'তে। হে আল্লাহ! আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব ও কবরের শাস্তি হ'তে'।[৩২]

(২৩) اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ لَاإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ.

(২৪) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী বাদানী, আল্ল-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী সাম্‌ঈ, আল্ল-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী বাছারী। লা-ইলা-হা ইল্লা আংতা।* **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! আপনি আমার শরীরে নিরাপত্তা দান করুন, আমার শ্রবণ শক্তিকে নিরাপত্তা দান করুন এবং আমর দৃষ্টিশক্তিতে নিরাপত্ত দান করুন'। উক্ত দু'আটি তিনবার বলবে।[৩৩]

৩১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৩।*
৩২. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৮১ 'সকাল-সন্ধ্যায় ও নিদ্রা যাওয়ার সময় কী বলবে' অনুচ্ছেদ।*
৩৩. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫০৯০, সনদ হাসান; মিশকাত হা/২৪১৩।*

(২৫) اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَه- أَشْهَدُ أَن لَّاإِلٰهَ إِلاَّأَنْتَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه.

(২৫) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা 'আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ্‌ শাহা-দাতি ফা-ত্বিরাস্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি, রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহূ। আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা আংতা আ'উযুবিকা মিং শার্‌রি নাফ্‌সী ওয়া মিং শাররিশ শাইত্বা-নি ওয়া শিরকিহী।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আল্লাহ তিনিই যিনি অদৃশ্য-দৃশ্য সকল বিষয়ে অবগত, আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার মনের অনিষ্ট হ'তে, শয়তানের অনিষ্ট ও তার শিরক হ'তে'। এ দু'আটি সকাল-সন্ধ্যা এবং ঘুমানোর সময়ও বলবে।[৩৪]

(২৬) بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لاَيَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلاَفِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

(২৬) উচ্চারণঃ *বিসমিল্লা-হিল্লা-যী লা-ইয়াযুররু মা'আসমিহী শাইয়ুং ফীল আরযি ওয়া লা-ফীস সামা-য়ি ওয়া হুয়াস সামী'উল 'আলীম।*

অর্থঃ 'আমি ঐ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি, যার নামে আরম্ভ করলে আসমান ও যমীনের কোন কিছুই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। যিনি শুনেন এবং দেখেন'। উক্ত দু'আ পড়লে কোন বালা-মুছীবত স্পর্শ করবে না।[৩৫]

(২৭) اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْئَلُكَ العَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِىْ وَمَالِى، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِى وَآمِنْ رَوْعَاتِى، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِى مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَّمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِى وَمِنْ فَوْقِى وَأَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ.

(২৭) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল্‌ 'আ-ফিইয়াতা ফীদ্‌ দুনইয়া ওয়াল্‌ আ-খিরতি। আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল্‌ 'আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিইয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুন্‌ইয়া-ইয়া ওয়া আহলী ওয়া মা-লী। আল্ল-হুম্মাস্তুর 'আওরা-তী ওয়া আ-মিন রাও'আতী। আল্ল-হুম্মাহ্‌ ফাযনী মিম বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী, ওয়া 'আন ইয়ামীনী ওয়া 'আন শিমা-লী, ওয়া মিং ফাওক্বী ওয়া আ'উযু বি'আযমাতিকা আন্‌ উগতা-লা মিং তাহ্‌তী।*

৩৪. *আবুদাউদ, সনদ ছহীহ, ইবনু মাজাহ হা/৩৬৩২; মিশকাত হা/২৩৯০, 'সকাল-সন্ধ্যায় কী বলবে' অনুচ্ছেদ।*
৩৫. *তিরমিযী, ছহীহ আবুদাউদ হা/৫০৮৮, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৯১।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আপনি আমার দোষ সমূহ ঢেকে রাখুন এবং ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ নিরাপদে রাখুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হেফাযত করুন আমার সন্মুখ হ'তে, ডাকদিক হ'তে, বাম দিক হ'তে এবং আমার উপর দিক হ'তে। হে আল্লাহ! আমি আপনার মর্যাদার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি মাটিতে ধ্বসে যাওয়া হ'তে'।[৩৬]

(২৭) রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়বে তার যে কোন সমস্যা দূর হয়ে যাবে'।[৩৭]

(২৮) أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ.

***(২৮) উচ্চারণঃ** আ'উযুবিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিং শাররি মা খালাক্ব।*
অর্থঃ 'আমি আল্লাহ্র পূর্ণ নামের সাহায্যে তাঁর সকল সৃষ্টির অনিষ্ট হ'তে পরিত্রাণ চাচ্ছি'।[৩৮]

(২৯) رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا.

***(২৯) উচ্চারণঃ** রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বাঁও ওয়া বিল ইসলা–মি দীনাঁও ওয়া বিমুহাম্মাদিন্ নাবিইয়া।*

অর্থঃ 'প্রতিপালক হিসাবে আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, দ্বীন হিসাবে ইসলামের উপরে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে সন্তুষ্ট নবী হিসাবে'। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি উক্ত দু'আ পড়বে তার প্রতি জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে'।[৩৯] উল্লেখ্য যে, সকাল-সন্ধায় উক্ত দু'আটি তিনবার বলা সংক্রান্ত হাদীছটি যঈফ। যা তিরমিযী এবং মিশকাতে বর্ণিত হয়েছে।[৪০]

(৩০) سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبَحَمْدِهِ.

***(৩০) উচ্চারণঃ** সুবহা-নাল্ল-হিল 'আযীম ওয়া বিহামদিহি।* **অর্থঃ** 'আমি উচ্চ মর্যাদাশীল আল্লাহর প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকালে একশ' বার এবং বিকালে একশ' বার বলবে তাকে এমন মর্যাদা দেওয়া হবে, যে মর্যাদা সৃষ্টিকুলের মধ্যে আর কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হবে না'।[৪১]

---

৩৬. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৮৭১; মিশকাত হা/২৩৯৭; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১৩৫, সনদ ছহীহ।*
৩৭. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫০৮২; ছহীহ তিরমিযী হা/৩৮২৮, সনদ হাসান।*
৩৮. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২২।*
৩৯. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫২৯, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৬১।*
৪০. *আহমাদ, যঈফ তিরমিযী হা/৩৩৮৯; সিলসিলা যঈফা হা/৫০২০, মিশকাত হা/২৩৯৯, পৃঃ ২১০।*
৪১. *তিরমিযী, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫০৯১; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৩০৪, 'তাসবীহ ও তাহলীলের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*

কেউ দু'আ চাইলে করণীয়ঃ

অনেক মসজিদে ফরয ছালাত কিংবা জুম'আর ছালাতের পর কেউ কেউ পিতা-মাতা বা নিজের রোগমুক্তির জন্য সবার কাছে দু'আ চায়। অনেকে ইমামের নিকট পত্র লিখে দু'আ চায়। প্রচলিত মুনাজাত চালু আছে বলেই দু'আ চাওয়ার এই পদ্ধতি চালু আছে। ছালাতের পরে মুনাজাতের যেহেতু ভিত্তি নেই সেহেতু দু'আ চাওয়ার এই পদ্ধতিও ঠিক নয়। রাসূল (ছাঃ)ও ছাহাবীদের থেকে উক্ত পদ্ধতিতে দু'আ চাওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দু'আ চাওয়ার নিয়ম হ'ল- কোন সমস্যায় পড়লে বা রোগাক্রান্ত হ'লে এলাকার পরহেযগার, দ্বীনদার, হকপন্থী আলেমের কাছে গিয়ে দু'আ চাইবে। তখন তিনি প্রয়োজনে ওযূ করে ক্বিবলামুখী হয়ে হাত তুলে তার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। ছাহাবায়ে কেরাম উক্ত পদ্ধতিতে দু'আ চাইতেন।[৪২]
দ্বিতীয়তঃ সবার কাছে দু'আ চাইতে পারে। তবে সকলে নিজ নিজ দু'আ করবে। তা ছালাতের মধ্যে হোক বা ছালাতের বাইরে হোক। ইমামও কারো পক্ষে থেকে সবার নিকট দু'আ চাইতে পারেন যাতে সকলে নিজ নিজ তার জন্য দু'আ করে। ইমাম জুম'আর দিন তার জন্য খুৎবায় দু'আ করবে আর বাকীরা আমীন আমীন বলবে।[৪৩]

---

৪২. *ছীহ বুখারী হা/৪৩২৩, ২৮৮৪,৬৩৮৩, ২/৯৪৪ পৃঃ।*
৪৩. ফাতাওয়া লাজনা ৮/২৩০-৩১ ও ৩০২ পৃঃ; আল্লামা উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৩৯২।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রচলিত মুনাজাতের পক্ষে পেশকৃত বর্ণনাগুলোর পর্যালোচনা

(১) নির্দিষ্টভাবে ফরয ছালাতের পর দলবদ্ধভাবে হাত তুলার পক্ষে পেশকৃত বর্ণনা সমূহঃ

ফরয ছালাতের পর ইমাম হাত তুলে দু'আ করবেন আর মুক্তাদীগণ সম্মিলিতভাবে হাত তুলে আমীন আমীন করবে এই প্রচলিত প্রথাকে জায়েয করার জন্য কতিপয় বর্ণনা পেশ করা হয়। যদিও সেগুলোর দ্বারাও প্রচলিত মুনাজাত প্রমাণিত হয় না। তাছাড়াও সেগুলো সবই জাল, যঈফ ও ভুয়া। নিম্নে সেই বর্ণনাগুলো পর্যালোচনা করা হ'লঃ

(١) عنْ أَنَسِ بْنِ مَالك عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ بَسَطَ كَفَّيْه فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاة ثُمَّ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِلهِيْ وَإِلهَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَإِلهَ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِيْ فَإِنِّيْ مُضْطَرٌّ وَتَعْصِمُنِيْ فِيْ دِيْنِيْ فَإِنَّ مُبْتَلى وَتَنَالُنِيْ بِرَحْمَتِكَ فَإِنِّيْ مُذْنِبٌ وَتُنْفِيْ عَنِّيْ الْفَقْرَ فَإِنِّيْ مُتَمَسِّكُنَّ إِلّا كَانَ حَقًّا عَلى اللهِ عَزَّ وَجَلّ أَنْ لَّايَرُدَّ يَدَيْهِ خَائِبِيْنَ.

(১) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন বান্দা যখন প্রত্যেক ছালাতের পর স্বীয় দু'হাত প্রসারিত করে বলে, হে আমার আল্লাহ! ইবরাহীম, ইসহাক্ব, ইয়াকুবের আল্লাহ এবং জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কামনা করছি যে, আপনি আমার দু'আ কবুল করুন। কারণ আমি বিপদগ্রস্ত। আমাকে আমার দ্বীনের উপর অটল রাখুন। কারণ আমি দুর্দশা কবলিত। আমার প্রতি রহম করুন, আমি পাপী। আমার দারিদ্র্যতা দূর করুন, নিশ্চয়ই আমি ধৈর্যধারণকারী। তখন তার দু'হাত নিরাশ করে ফিরিয়ে না দেওয়া আল্লাহর জন্য বিশেষ কর্তব্য হয়ে যায়'।[১]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি নিতান্তই দুর্বল, বরং বলা চলে জাল পর্যায়ের। কারণ এটি বিভিন্ন দোষে দুষ্ট। (ক) এর সনদে দুইজন রাবীর নাম ভুল রয়েছে। আবদুল আযীয ইবনু আবদুর রহমান আল-ক্বারশী। অথচ রিজালশাস্ত্রে এ নামের কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যায় না। মূল নাম হবে আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুর রহমান আল-বালেসী।[২]

১. *হাফেয আবুবকর ইবনুস সুন্নী (মৃঃ ৩৬৪হিঃ), আমালুল ইয়াওমা ওয়াল লাইলাহ হা/১৩৫, পৃঃ ৪৯; মু'জামু ইবনুল আরাবী, ১১৭৩।*

২. *আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ফী নাক্বদির রিজাল (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, ১৯৬৩খৃঃ/১৩৮২হিঃ), ২/৬৩১ পৃঃ, রাবী নং-৫১১২।*

(খ) আবু ইয়াকূব ইসহাক্ব ইবনু খালিদ ইবনু ইয়াযীদ আল-বালেসী নামক রাবীও দুর্বল। তার সম্পর্কে জগদ্বিখ্যাত রিজালশাস্ত্রবিদ আল্লামা যাহাবী বলেন, 'সে যে হাদীছ বর্ণনা করেছে তা মুনকার নয় যঈফ'।[৩] মুহাদ্দিছ ইবনু আদী বলেন, 'তার হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে আমি কোন মতামত পাইনি'।[৪] (গ) আব্দুল আযীয নামক বর্ণনাকারীও ত্রুটিপূর্ণ। ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২) বলেন, 'আবদুল আযীয তার (খুছাইফ) থেকে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছে'।[৫] তার সম্পর্কে মুহাদ্দিছ ইবনু হিব্বান বলেন, 'আমরা তার বর্ণিত প্রায় ১০০ টি হাদীছ পেয়েছি। কিন্তু কোনটিরই ভিত্তি নেই।[৬] সুতরাং 'এমন পরিস্থিতে তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়'।[৭] আল্লামা ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন, 'ইমাম আহমাদ (রহঃ) তাকে দোষারোপ করেছেন'।[৮] ইমাম নাসাঈসহ অন্যান্যরাও বলেন, 'সে শক্তিশালী নয়'।[৯]

(ঘ) খুছাইফ নামক ব্যক্তিও নানা অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম ইবনু খুযায়মাহ (২২৩-৩১১ হিঃ) বলেন, 'তার হাদীছ দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা হয় না'।[১০] ইমাম হাকিম (৩২০-৪০৫হিঃ) বলেন, 'সে শক্তিশালী নয়'।[১১] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল'। শেষ জীবনে তার বর্ণনাগুলো এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল এবং তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করা স্থগিত সাব্যস্ত হয়েছিল'।[১২] ইমাম আহমাদ (১৬৪-২৪১) বলেন, 'সে দলীলের যোগ্য নয় এবং হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে সে শক্তিশালী নয়'।[১৩] ইমাম ইবনু মাঈন বলেন, 'আমরা তার হাদীছ থেকে খুবই সতর্ক থাকতাম'।[১৪] ইয়াহইয়া ইবনু ক্বাত্তানও অনুরূপ কথা বলেছেন।[১৫] এছাড়া খুছাইফ-এর সাথে আনাস (রাঃ)-এর আদৌ কোনদিন সাক্ষাৎ হয়নি।

৩. روى غير حديث منكر يدل على ضعفه *-মীযানুল ই'তিদাল ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯০।*

৪. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯০।*

৫. قد حدث عبد العزيز عنه عن أنس بحديث منكر *-আহমাদ ইবনু আলী ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১৫/১৯৯৪), ৩/১৩০পৃঃ, রাবী নং ১৭৯৫ -এর আলোচনা।*

৬. ما لا أصل له *-মীযানুল ই'তেদাল, ২/৬৩১ পৃঃ।*

৭. لايحل الاحتجاج به بحال *-মীযানুল ই'তেদাল, ২/৬৩১ পৃঃ, রাবী নং ৫১১২।*

৮. اتهمه الإمام أحمد *–মীযানুল ই'তেদাল, ২/৬৩১ পৃঃ।*

৯. ليس بثقة *– আলোচনা দ্রঃ মীযানুল ই'তেদাল, ২/৬৩১ পৃঃ, রাবী নং ৫১১২।*

১০. لا يحتج بحديثه *-তাহযীবুত তাহযীব, ৩/১৩০।*

১১. ليس بالقوى *- তাহযীবুত তাহযীব, ৩/১৩০ পৃঃ রাবী নং ১৭৯৫।*

১২. *হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাক্বরীবুত তাহযীব (সিরিয়াঃ দারুর রশীদ, ১৪০৮/১৯৮৮), পৃঃ ১৯৩, রাবী নং ১৭১৮।*

১৩. ليس بحجة ولا قوى فى الحديث *-তাহযীবুত তাহযীব, ৩/১৩০ পৃঃ; মীযানুল ই'তেদাল ১/৬৫৪।*

১৪. إنا كنا نجتنب حديثه *-মীযানুল ই'তেদাল, ৩/১৩০।*

১৫. *মীযানুল ই'তেদাল, ১/৬৫৩-৫৪।*

যেমন ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, 'আনাস (রাঃ) থেকে সে কিছু শুনেছে মর্মে প্রমাণিত হয়নি'।[১৬] 'কানযুল উম্মাল' প্রণেতা বলেন, 'এ হাদীছটি অতীব জঘন্য'।[১৭] উল্লেখ্য, উক্ত রাবীদের অভিযোগের ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিছ একমত।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত বর্ণনাতে একক ব্যক্তির দু'আ করার কথা বলা হয়েছে। ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

অনুধাবনযোগ্যঃ যে হাদীছের সনদ সম্পর্কে বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিছগণের মন্তব্য এরূপ সে হাদীছ কি কখনো গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে?[১৮]

(٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَ مَاسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ خَلِّصِ الْوَلِيْدَ بنَ الْوَلِيْدِ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِىْ رَبِيْعَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَضَعْفَةَ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَلَايَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا مِنْ أَيْدِى الْكُفَّارِ.

(২) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ) সালাম ফিরানোর পর ক্বিবলাহমুখী হয়ে বসা অবস্থায় তাঁর হাত তুললেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ! কাফেরদের হাত থেকে রক্ষা করুন ওয়ালীদ ইবনু ওয়ালীদকে, আইয়াশ ইবনু আবী রাবী'আহ, সালামাহ ইবনু হেশামকে ও অসহায় দুর্বল মুসলিমদেরকে, যারা কোন কৌশল গ্রহণের ক্ষমতা রাখে না এবং কোন পথ চিনে না।[১৯]

তাহক্বীক্বঃ উপরিউক্ত হাদীছের ন্যায় এ হাদীছটিও বিভিন্ন দোষে আক্রান্ত বা অত্যন্ত দুর্বল। (ক) বর্ণনাটি মুনকার বা ছহীহ হাদীছের সরাসরি বিরোধী। কারণ ছহীহ বুখারীতে এর বিরোধী হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-বদর যুদ্ধের সময় রাসূল (ছাঃ) কাফেরদের বিরুদ্ধে 'কুনূতে নাযেলার' মাধ্যমে বদ দু'আ করেছিলেন। আর কুনূতে নাযেলা ছালাতের মধ্যে শেষ রাক'আতে রুকূ থেকে উঠার পর পড়তে হয়, ছালাতের সালাম ফিরানোর পরে নয়, যা সবারই জানা। অথচ উক্ত বর্ণনায় সালাম ফিরানোর পরের কথা রয়েছে। ছহীহ বুখারীতে ঐ একই রাবী থেকে বর্ণিত হাদীছটি নিম্নরূপ-

১৬. لا يعرف له سماع من أنس-তাহযীবুত তাহযীব, ৩/১৩০ পৃঃ -এর শেষাংশ আলোচনা দ্রঃ।

১৭. وهو واه -কানুযুল উম্মাল হা/৩৪৮৪, ১/১৮৩ পৃঃ -গৃহীতঃ আযীযুর রহমান সালাফী, দু'আকে আদব ওয়া আহকাম (বেনারসঃ ইদারাতুল বহূছ আল-ইসলামিয়াহ, জামি'আ সালাফিয়াহ, ১৯৯৩ খৃঃ), পৃঃ ৮৫।

১৮. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৭০১, ১২তম খণ্ড, ১ম অংশ, পৃঃ ৪৫০-৪৫৫।

১৯. ইবনু আবী হাতিম (২৪০-৩২৭হিঃ)-এর বরাতে হাফেয ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, ১৪০৯/১৯৮৯), ১/৫৫৫ পৃঃ, সূরা নিসা ৯৭-৯৮ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه فِى الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَنَتَ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ رَبِيْعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدَ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِىِّ يُوْسُفَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এশার ছালাতের শেষ রাক'আতে যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন তখন তিনি এভাবে কুনূত পড়তেন যে, হে আল্লাহ! আপনি আইয়াশ ইবনু রাবী'আহকে মুক্তি দান করুন। হে আল্লাহ! ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদকে মুক্তি দান করুন। হে আল্লাহ! সালামা ইবনু হেশামকে মুক্তি দান করুন। হে আল্লাহ! অসহায় মুমিনদেরকে মুক্তি দান করুন। হে আল্লাহ! মুযারা গোত্রের উপর আপনার প্রবল শাস্তি আরো কঠোর করুন এবং তার উপর ইউসুফ (আঃ)-এর বছরের মত দুর্ভিক্ষের বছর করে দিন'।[২০]

ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) 'তাফসীর' অধ্যায়ে সূরা নিসার ৯৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যাতেও এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[২১] অনুরূপ ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ)ও উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন। সুতরাং স্পষ্ট হ'ল যে, বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ বুখারীর বিরোধী বা মুনকার, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

(খ) আলী ইবনু যায়েদ ইবনু জুদ'আন নামক একজন রাবী রয়েছে সে একেবারেই বাজে। যেমন আহমাদ আল-আজলী (রহঃ) বলেন, 'সে শী'আ মতাবলম্বী ছিল। সে নির্ভরযোগ্য নয়'।[২২] মুহাদ্দিছ ইয়াযীদ ইবনু যুরাই বলেন, 'আলী ইবনু যায়েদকে আমি দেখেছি কিন্তু তার থেকে কিছু গ্রহণ করিনি। কারণ সে রাফেযী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল'।[২৩] ইমাম বুখারী ও আবু হাতিম (রহঃ) বলেন, 'তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না'।[২৪] ইবনু খুযায়মাহ বলেন, 'তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে আমি তার বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করিনি'।[২৫] মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ (১৬৮-২৩০) বলেন, 'সে প্রচুর হাদীছ বর্ণনা করেছে কিন্তু তাতে দুর্বলতা থাকার কারণে তা দালীলযোগ্য নয়'।[২৬]

২০. ছহীহ বুখারী ২/৯৬৪ পৃঃ, হা/৬৩৯৩, 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়, 'মুশরিকদের উপর বদ দু'আ করা' অনুচ্ছেদ-৬০; ১/৪১০ পৃঃ হা/২৯৩২ 'জিহাদ' অধ্যায় অনুচ্ছেদ-৯৮।

২১. ঐ, ২/৬৬১ পৃঃ, হা/৪৫৯৮, 'তাফসীর' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২১।

২২. كان يتشيع وليس بالقوى -মীযানুল ই'তেদাল ৩/১২৮ পৃঃ, রাবী-৫৮৪৪।

২৩. رايته و لم أحمل عنه لأنه كان رافضيا -তাহযীবুত তাহযীব ৭/২৭৫ পৃঃ; রাবী-৪৯০৫ ও মীযানুল ই'তেদাল ৩/১২৭।

২৪. لا يحتج به -মীযানুল ই'তেদাল ৩/১২৮ পৃঃ।

২৫. لا أحتج به لسوء حفظه-তাহযীবুত তাহযীব ৭/২৭৫।

২৬. كان كثير الحديث وفيه ضعف لا يحتج به– প্রাগুক্ত, ৭/২৭৪।

ইমাম যাহাবী বলেন, সে মুনকার।[২৭] ইবনু হাজার আসক্বালানীও যঈফ বলেছেন।[২৮] তার বিরুদ্ধে আরো শত অভিযোগ রয়েছে।[২৯] মুহাদ্দিছ আব্দুর রাযযাক আল-মাহদীও তাফসীরে ইবনু কাছীরের তাহক্বীক্ব করতে গিয়ে উক্ত সনদকে যঈফ বলেছেন।[৩০]

(গ) হাদীছটিতে বলা হয়েছে যে, সালাম ফিরানোর পর ক্বিবলামুখী হয়ে রাসূল (ছাঃ) হাত তুলে দু'আ করলেন। এটাও ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কারণ তাঁর চিরন্তন নীতি ছিল যে, সালাম ফিরানোর পর তিনি ডানে বা বামে ফিরে সরাসরি মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে বসতেন, যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।[৩১]

অনুধাবনযোগ্যঃ আলোচনায় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ ধরণের বর্ণনা কোন ইবাদতের জন্য গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে না। তবুও এর দ্বারা দলবদ্ধভাবে হাত তুলার কথা প্রমাণিত হয় না।

(٣) اَلْأَسْوَدُ الْعَامِرِىْ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ الْفَجْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ اِنْحَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا.

(৩) আসওয়াদ আল-আমেরী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একদা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর তিনি সালাম ফিরায়ে ঘুরে বসলেন এবং তাঁর দু'হাত উঠালেন ও দু'আ করলেন।[৩২]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি জাল। সনদগত ত্রুটি হ'ল- বলা হয়ে থাকে আসওয়াদ আল-আমেরী। অথচ মূল নাম হ'ল জাবির ইবনু ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আস-সাওয়াঈ।[৩৩] উপনাম হিসাবে আল-আমেরী উল্লেখ করা হয় সেটাও ভুল। মূলত এই লক্বব হবে তার পূর্বের রাবীর নামের সাথে। অর্থাৎ ইয়া'লা ইবনু আত্বা আল-আমেরী।[৩৪]

২৭. *মীযানুল ই'তেদাল ৩/১২৮ পৃঃ।*
২৮. *তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৪০১, রাবী ৪৭৩৪।*
২৯. *বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ তাহযীবুত তাহযীব ৭/২৭৪-২৭৬ পৃঃ; মীযানুল ই'তিদাল ৩/১২৭-২৯ পৃঃ।*
৩০. *ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, তাহক্বীক্বঃ আব্দুর রাযযাক আল-মাহদী (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৫/১৪২৬), ২/৩৫৬ পৃঃ, হা/২২১৮, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।*
৩১. *ছহীহ বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, মিশকাত পৃঃ ৮৭-৮৮; দ্রষ্টব্যঃ আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৯৪৪, ৯৪৫, ৯৪৭ ও হা/৯৪৬সহ টীকা; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/৮৮৩-৮৮৬ 'ছালাত' অধ্যায়, 'তাশাহ্হুদ বৈঠকে দু'আ করা' অনুচ্ছেদ।*
৩২. *শায়খুল কুল ফিল কুল সাইয়িদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৮০৫-১৯০২), ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ (দিল্লীঃ ইদারাহ নূরুল ঈমান, ৩য় প্রকাশঃ ১৪০৯/১৯৮৮), ২/৫৬৫ পৃঃ; আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১০/১৯৯০), ২/১৭১ পৃঃ, হা/২৯৯ এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'সালামের পর কি বলা হয়' অনুচ্ছেদ।*
৩৩. *তাহযীবুত তাহযীব ২/৪২ পৃঃ, রাবী- ৯৩০।*
৩৪. *তাহযীবুত তাহযীব, ১১/৩৫১ পৃঃ, রাবী- ৮১৬৬।*

দ্বিতীয়তঃ সবচেয়ে মারাত্মক যে বিভ্রান্তি তা হ'ল, মূল হাদীছের সাথে অন্য কারো অতিরিক্ত কথা যোগ করা । উক্ত হাদীছের শেষের অংশ (ورفـــع يديـــه ودعـــا) 'অতঃপর তিনি দু'হাত তুললেন এবং দু'আ করলেন' মূল কিতাবে নেই। হাদীছটি নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) তাঁর 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াতে' উল্লেখ করেছেন এভাবেই। অতঃপর আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১৮৬৫-১৯৩৫ খৃঃ)ও তাঁর গ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযীতে' হুবহু ঐভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁরা উভয়েই মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বার বরাত দিয়েছেন। কিন্তু মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ মূল কিতাবে শেষের ঐ অংশটুকু নেই।[৩৫]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এতে মিথ্যা ও ত্রুটি উভয়ই সংযুক্ত হয়েছে।[৩৬] অতঃপর তিনি বলেন, মিথ্যা হওয়ার কারণ হ'ল, উক্ত বাড়তি অংশ। আর মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে এই অতিরিক্ত অংশের অস্তিত্ব নেই। অন্য কারো নিকটেও উক্ত অংশ নেই, যারা এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এটা মূলতঃ প্রবৃত্তির তাড়নায় কেউ সংযোগ করেছে। এর থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ চাচ্ছি![৩৭]

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, এই অতিরিক্ত অংশটুকু তাঁরা কিভাবে স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করলেন? বলা যায়, তারা মূল কিতাব না দেখেই উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) যে মূল গ্রন্থ না দেখেই উল্লেখ করেছেন, তা তিনি নিজেই পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। তিনি উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, 'এভাবেই কিছু ওলামায়ে কেরাম হাদীছটি সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন এবং মুছান্নাফ ইবনে শায়বার দিকে সম্বোন্ধিত করেছেন। আমি এর সনদ সম্পর্কে অবগত নই' (كذا ذكر بعض الأعلام هذا الحديث بغير سند المصنف و لم أقف على سنده)[৩৮]

অনুরূপ নযীর হুসাইন দেহলভীও মূল কিতাব না দেখেই উদ্ধৃত করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ ফাতাওয়া নাযীরিয়াতে এ সংক্রান্ত ৪টি প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। চারটিতেই উক্ত হাদীছ একইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৯] যদি মূল কিতাব দেখা হ'ত তাহ'লে সনদগত ও মতনগত এত ভুল নিশ্চয়ই হ'ত না। আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, তার পূর্বে শায়খ মহিউদ্দীন (রহঃ) 'আল-বালাগুল মুবীন' গ্রন্থে এবং আল্লামা মুহাম্মাদ ছাদেক শিয়ালকোটী 'ছালাতুর রাসূল'-এ

৩৫. *দেখুনঃ হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ (বৈরুত ছাপাঃ দারুল ফিকর, প্রথম প্রকাশঃ ১৪০৯ হিঃ/১৯৮৯ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭।*
৩৬. وفيه كذب وخطا -*সিলসিলা যঈফাহ ১২/৪৫৩ পৃঃ।*
৩৭. أما الكذب فقوله ورفع يديه ودعا فإن هذه الزيادة لاأصل لها فى المصنف لا عند غيره ممن أخـــرج الحديث وإنما هى مما أملاه عليه هواه والعياذ بالله تعالى- -*সিলসিলা যঈফাহ ১২/৪৫৩ পৃঃ।*
৩৮. *তুহফাতুল আহওয়াযী শরহে তিরমিযী, ২/১৭১ পৃঃ, উক্ত হাদীছের শেষ আলোচনা দ্রঃ।*
৩৯. *দেখুনঃ ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ, ২/৫৬০-৫৭০ পৃঃ।*

ঐ একইভাবে উল্লেখ করেছেন'।[৪০] হয়ত তাঁরাও মূল কিতাব না দেখেই উল্লেখ করেছেন।

বর্ধিত অংশ (رفع يديه ودعـــا) যে আসলেই উক্ত হাদীছের অংশ নয়, তার আরো বাস্তব প্রমাণ হ'ল- এ হাদীছটি একই রাবী থেকে সুনানে আবুদাঊদ[৪১], নাসাঈ[৪২] ও বায়হাক্বী সুনানুল কুবরা[৪৩] ইত্যাদি গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও উক্ত বর্ধিত অংশ নেই। কেবল انحرف পর্যন্ত আছে। যেমন- عن يزيد بن الأسود أنــه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صـــلى انحــرف- এছাড়া একই রাবী থেকে মুসনাদে আহমাদ[৪৪], তিরমিযী[৪৫], আবুদাঊদ[৪৬], নাসাঈ[৪৭], মুস্তাদরাকে হাকিম, বায়হাক্বী প্রভৃতিতেও একই মর্মে লম্বা হাদীছ এসেছে, কিন্তু ঐ বর্ধিত অংশটুকু নেই।

উল্লেখ্য, ফাতাওয়া নাযীরিয়াতে ছালাতের পর হাত তুলার ব্যাপারে মোট ৪টি বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। উল্লিখিত ফাতাওয়ার মধ্যে লেখক একবারও ইমাম-মুক্তাদী মিলে জামা'আত বদ্ধভাবে দু'আ করার কথা বলেননি। সেই সাথে হাদীছগুলো যে যঈফ তা প্রত্যেক ফাতাওয়াতেই উল্লেখ করেছেন।[৪৮] এছাড়া দু'আ করার পক্ষে যে হাদীছগুলো তিনি পেশ করেছেন সেগুলো সম্পর্কে তিনি একটি ফাতাওয়ার শুরুতে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, 'ফরয নামায পর দু'হাত তুলার বিষয়টি কতিপয় যঈফ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত' *رفع اليدين بعد نماز فريضة بعض أحاديث ضـــعيفه سی ثابت هی*।[৪৯]

অনুধাবনযোগ্যঃ বিজ্ঞ মহলের জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, যেকোন হাদীছ মূল গ্রন্থে না দেখে এবং যথাযথ তদন্ত ছাড়াই সমাজে প্রচার করা কত বড় বিভ্রান্তি। বিশেষ করে লিখিতভাবে প্রচার করা। এখনো যদি মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ স্বচক্ষে দেখা হ'ত, তাহ'লে এ বিষয়ে এত বিভ্রান্তি ছড়াত না। অথচ উক্ত বিকৃত হাদীছ এবং আর এই ফাতাওয়া নাযীরিয়াকেই প্রচলিত মুনাজাত করার বড় হাতিয়ার

৪০. *বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মাসিক মুহাদ্দিছ (বোনারসঃ জুন ১৯৮২), পৃঃ ২৫-২৮ ও ১৯।*
৪১. *আবুদাঊদ (মূল উপমহাদেশীয় ছাপা), পৃঃ ৯০; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৬১৪, 'ছালাত' অধ্যায়, 'সালামের পর ইমামের ঘুরে বসা' অনুচ্ছেদ-৭২।*
৪২. *নাসাঈ ১/১৪৯ পৃঃ; ছহীহ নাসাঈ হা/১৩৩৩।*
৪৩. *আস-সুনানুল কুবরা, ২/২৫৮ পৃঃ, হা/২৯৯৯, 'ছালাত' অধ্যায় 'সালামের পর ইমামের ঘুরে বসা' অনুচ্ছেদ-২৭৫।*
৪৪. *মুসনাদে আহমাদ, ৪/১৬১ পৃঃ।*
৪৫. *তিরমিযী 'ছালাত' অধ্যায় অনুচ্ছেদ-১৬৩।*
৪৬. *আবুদাঊদ ৮৫ পৃঃ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫৭৫ 'ছালাত' অধ্যায়।*
৪৭. *নাসাঈ ১/৯৮ পৃঃ; ছহীহ নাসাঈ হা/৮৫৭ 'ইমামতি' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৪।*
৪৮. *দেখুনঃ ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ, ২/৫৬৪-৫৭০।*
৪৯. *ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ, ২/৫৬৫ পৃঃ।*

মনে করা হয়। এছাড়া উক্ত বর্ণনাগুলো যে যঈফ তা ফাতাওয়া নাযীরিয়ার লেখক নিজেই বলে দিয়েছেন। অথচ সে দিকে কেউ লক্ষ্য করে না। এরপরও সেখানে সম্মিলিতভাবে দু'আ করার কথা উল্লেখ নেই।

উল্লেখ্য, উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ তিন মনীষী বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব মুহাদ্দিছ নাযীর হুসাইন দেহলভী, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী ও শেরে পাঞ্জাব ফাতেহে ক্বাদিয়ান আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮ খৃঃ)[৫০] মুনাজাতের পক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে এর প্রমাণে যে দলীলগুলো পেশ করেছেন সেগুলো ত্রুটিপূর্ণ। অবশ্য তারা নিজেরাই উক্ত ত্রুটি উল্লেখ করেছেন। আর বিশেষ দলীল হিসাবে আসওয়াদ আমেরীর উক্ত ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। **দ্বিতীয়তঃ** পরবর্তী দুই বিদ্বান মূলতঃ নাযীর হুসাইন দেহলভীর অনুসরণ করেছেন মাত্র। সুতরাং বাস্তব বিষয়টি যথাযথভাবে উপলব্ধি করে মহাসত্যের ঝাণ্ডাবাহী হিসাবে নিরপেক্ষ হৃদয়ে এই বিতর্ক শেষ করা একান্ত কর্তব্য। যেমনটি করেছেন ঐ তিন পণ্ডিতের প্রকৃত উত্তরসূরী জগদ্বিখ্যাত মনীষী আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী এবং 'আর-রাহীকুল মাখতূম' প্রণেতা আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)। তারা এক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের দিকে না যেয়ে প্রচলিত মুনাজাতের কোন ভিত্তি নেই বলে সমাধান দিয়েছেন। কারণ চার খলীফা সহ অন্যান্য ছাহাবী ও সালাফী মনীষীদেরও যেহেতু ভুল হয়েছে তাই কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নন।

(٤) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يـــدعو فى دبـــر صلاة الظهر اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة وضعفة المسلمين من أيدى المشركين الذين لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا.

(৪) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যোহর ছালাতের পর এমর্মে দু'আ করতেন যে, 'হে আল্লাহ! আপনি ওয়ালীদ, সালামাহ ইবনু হেশাম, আইয়াশ ইবনু আবী রাবী'আহ এবং অসহায় দুর্বল মুসলিমদেরকে মুশরিকদের হাত থেকে রক্ষা করুন, যারা কলা-কৌশল গ্রহণের সামর্থ্য রাখে না এবং কোন পথও চিনে না'।[৫১]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি অত্যন্ত দুর্বল। ছহীহ বুখারীর হাদীছের বিরোধী। কারণ এই হাদীছে 'কুনূতে নাযেলা' সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। যা ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূ থেকে উঠার পর পড়তে হয়। এর সনদেও আলী ইবনু যায়েদ ইবনু জুদ'আন রয়েছে। যার সম্পর্কে ২নং হাদীছে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আরো দু'জন

৫০. *ফাতাওয়া ছানাইয়াহ (দিল্লীঃ মাকতাবাহ তরজুমান, আহলেহাদীছ মঞ্জিল, ২০০২), ১/৫০০-৫০৭ পৃঃ।*
৫১. *আহমাদ ২/৪০৭ পৃঃ; আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত-তাবারী (মৃঃ ৩১০), তাফসীরুত তাবারী- জামেউল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন, তাহক্বীক্বঃ হানী আল-হাজ্জ, ইমাদ ও খায়রী সাঈদ (কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুত তাওফীক্বিয়াহ, তাবি), ৫/২৭৭ পৃঃ, হা/১০৯৪; ইবনু কাছীর ১/৫৫৫ পৃঃ, সূরা নিসা ৯৭-৯৮ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।*

ভুয়া রাবী রয়েছে। তার একজনের নাম হাম্মাদ। মূল নাম হাম্মাদ বিন আবদুর রহমান। ইমাম যাহাবী বলেন, সে অপরিচিত।[৫২] আবু যুর'আহ (রহঃ) বলেন, 'সে অনেক মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছে'।[৫৩] আবু হাতিম বলেন, 'সে অপরিচিত ব্যক্তি। মুনকার ও যঈফ হাদীছ বর্ণনাকারী'।[৫৪] দ্বিতীয় জন ইবরাহীম ইবনু আবদুল্লাহ আল-ক্বারশী। রিজালশাস্ত্রে এ রাবীর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।[৫৫] ইবনু কাছীরও যঈফ সাব্যস্ত করেছেন।[৫৬] তাফসীরে ইবনু জারীরের মুহাক্বিক্বৃন্দও উক্ত বর্ণনাকে যঈফ বলেছেন।[৫৭]

(৫) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَسْلَمِيْ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرَ وَرَأَى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ .

(৫) মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া আল-আসলামী বলেন, একদা আমি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ)-কে দেখলাম যে, তিনি এক ব্যক্তিকে ছালাত শেষ করার পূর্বেই দু'হাত তুলে দু'আ করতে দেখলেন। অতঃপর সে যখন ছালাত শেষ করল তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই রাসূল (ছাঃ) ছালাত শেষ করার পূর্বে হাত উঠাতেন না'।[৫৮]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি যঈফ। হায়ছামী (রহঃ) উক্ত বর্ণনার রাবীদের সম্পর্কে 'নির্ভরযোগ্য' বলে মন্তব্য করলেও তিনি পূর্ণাঙ্গ সনদ উল্লেখ করেননি। এর সনদে ফুযাইল ইবনু সুলাইমান নামে দুর্বল রাবী আছে। ইবনু মাঈন, আবু হাতেম, আবু যুর'আহ, ইবনু আদী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছগণ তাকে দুর্বল বলেছেন।[৫৯] **দ্বিতীয়তঃ** হাদীছটি মুনকার। কারণ রাসূল (ছাঃ) যে ছালাতের পর হাত তুলে দু'আ করেননি তা অন্যান্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। **তৃতীয়তঃ** এটি সুন্নাত ছালাত সংক্রান্ত এবং একাকী দু'আ করার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে।[৬০]

---

৫২. *মীযানুল ই'তিদাল ১/৫৯৭ পৃঃ, রাবী ২২৫৭।*
৫৩. يروى أحاديث مناكير *-তাহযীবুত তাহযীব ৩/১৬ পৃঃ রাবী-১৫৭৭।*
৫৪. شيخ مجهول منكر الحديث ضعيف الحديث *– প্রাগুক্ত, ৩/১৬ পৃঃ।*
৫৫. *দ্রষ্টব্যঃ মীযানুল ই'তিদাল, তাক্বরীবুত তাহযীব, তাহযীবুত তাহযীব প্রভৃতি।*
৫৬. *ইবনু কাছীর, ১/৫৫৫ পৃঃ।*
৫৭. *ঐ, ৫/২৭৭ পৃঃ, হা/১০৯৪; তাহক্বীক্ব ইবনে কাছীর ২/৩৫৬ পৃঃ, হা/২২১৯৮।*
৫৮. *তাবরাণী, আল-মু'জামুল কবীর হা/১৩৭৩৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১৬৯ পৃঃ; আল্লামা সুয়ূত্বী, ফাযযুল বি'আ হা/৪২।*
৫৯. قال أبو حاتم ليس بالقوى قال ابن معين ليس بثقة وقال أبوزرعة لين *-মীযানুল ই'তেদাল ৩/৩৬১ পৃঃ, রাবী নং-৬৭৬৭।*
৬০. *মাওলানা আযীযুর রহমান সালাফী, দু'আ কে আদব ওয়া আহকাম, পৃঃ ১০০।*

(٦) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهُّدٌ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشَّعٌ وَتَضَرُّعٌ وَتَمَسْكُنٌ ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُوْلُ يَارَبِّ يَارَبِّ! وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَفِىْ رِوَايَةٍ فَهُوَ خِدَاجٌ.

(৬) ফযল ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাত দুই দুই রাক'আত করে। প্রত্যেক দু'রাক'আতেই তাশাহহুদ থাকবে এবং ভীতিপূর্ণ, বিনয়সম্পন্ন এবং অসহায়ের ছাপ থাকবে। অতঃপর তুমি তোমার দু'হাত প্রসারিত করবে'। রাবী বলেন, তোমার দু'হাত তোমার প্রতিপালকের দিকে উঠাবে এবং দু'হাতের পেটের দিক তোমার মুখমণ্ডলের সামনে রেখে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক (এভাবে দু'আ করবে)। আর যে এরূপ করবে না সে অনুরূপ, অনুরূপ। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার ছালাত অসম্পূর্ণ।[৬১]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ। এর সনদে আব্দুল্লাহ বিন নাফে ইবনুল আসইয়া নামক একজন বাজে রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেন, 'তার হাদীছ ছহীহ নয়'।[৬২] আল্লামা যাহাবী ইমাম বুখারীর উক্তি পেশ করে উদাহরণ হিসাবে আলোচ্য হাদীছটিই উল্লেখ করেছেন।[৬৩] ইমাম বুখারীর শিক্ষক আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) তাকে অপরিচিত বলেছেন।[৬৪] ইবনু হাজার আসক্বালানীও তাকে অপরিচিত বলেছেন।[৬৫] শায়খ আলবানী (রহঃ)ও তাঁর তাহক্বীক্ব কৃত সুনানের প্রতিটি গ্রন্থেই যঈফ বলেছেন।[৬৬]

অনুধাবনযোগ্যঃ যার বর্ণিত হাদীছকে 'আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ' ইমাম বুখারী (রহঃ) সহ প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন তার হাদীছ নিয়ে টানা-হেঁচড়া করা কতটুকু যুক্তি সঙ্গত? তাও আবার এটা সুন্নাত ছালাত সংক্রান্ত এবং স্ব স্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রচলিত মুনাজাতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

---

৬১. *তিরমিযী, ১/৮৭ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'ছালাতে ভীত হওয়া' অনুচ্ছেদ; আবুদাঊদ, পৃঃ ১৮৩, 'ছালাত' অধ্যায়, 'দিনের ছালাত' অনুচ্ছেদ; ইবনু মাজাহ, পৃঃ ৯৩-৯৪; মিশকাত, পৃঃ ৭৭; আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/২৫৩ পৃঃ, হা/৮০৫; বঙ্গানুবাদ ২য় খণ্ড, হা/৭৪৯, 'ছালাত' অধ্যায়, 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।*
৬২. لا يصح حديثه *-তাহযীবুত তাহযীব ৬/৪৮ পৃঃ; মীযানুল ই'তেদাল ২/৫১২ পৃঃ।*
৬৩. *দ্রঃ মীযানুল ই'তিদাল ২/৫১২ পৃঃ, রাবী-৪৬৪৪।*
৬৪. *তাহযীবুত তাহযীব ৬/৪৭-৪৮ পৃঃ, রাবী-৩৭৮২।*
৬৫. *তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৩২৬, রাবী-৩৬৫৮।*
৬৬. *যঈফ তিরমিযী, পৃঃ ৪২, হা/৬০; যঈফ আবুদাঊদ, পৃঃ ১০, হা/১২৯৬; যঈফ ইবনু মাজাহ, পৃঃ ৯৯, হা/২৪৬; যঈফুল জামে' আছ-ছগীর, হা/৩৫১২।*

(٧) عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام الإمام فى محرابه وتواترت الصفوف نزلت الرحمة فأول ذلك تصيب الإمام ثم من عن يمينه ثم من عن يساره ثم تتفرق الرحمة على الجماعة ثم ينادى ملـــك ربـــح فـــلان وخسر فلان فالرابح من يرفع يديه بالدعاء إلى الله تعالى إذا فرغ من صـــلوته المكتوبة والخاسر هو الذى خرج من المسجد بلا دعاء فإذا خرج بـــلا دعـــاء قالت الملائكة يا فلان أنت تغنيت عن الله تعالى ما لك عند الله حاجة.

(৭) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন ইমাম মিহরাবে দাঁড়ায় এবং কাতারবন্দী হয় তখন রহমত অবতীর্ণ হয়। প্রথম হয় ইমামের প্রতি, অতঃপর তার ডান পার্শ্বে যে ব্যক্তি থাকে তার প্রতি। তারপর তার বাম পার্শ্বে যে থাকে তার প্রতি। অতঃপর জামা'আতের উপর রহমত ভাগ হয়ে যায়। এরপর এক ফেরেশতা বলেন, অমুক লাভবান হ'ল, আর অমুক ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। লাভবান হ'ল সেই ব্যক্তি যে ফরয ছালাতের পর দু'হাত তুলে আল্লাহর নিকট দু'আ করল। আর ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল সেই ব্যক্তি যে দু'আ না করেই মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল। যখন সে মসজিদ থেকে দু'আ না করেই বেরিয়ে আসে তখন ফেরেশতামণ্ডলী বলেন, হে অমুক! আল্লাহর নিকট তোমার যা কিছু পাওয়ার ছিল তা হ'তে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে।[৬৭]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। গুনইয়াতুত তালেবীনে উল্লেখ করা হলেও সেখানে কোন সনদ নেই। হাদীছের কোন্ গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে তাও নেই। হাদীছের গ্রন্থসমূহে অনুসন্ধান চালিয়েও এর ভিত্তি পাওয়া যায়নি। অথচ এ সমস্ত হাদীছ দ্বারা চটি চটি বই লিখে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে প্রতিনিয়ত। **দ্বিতীয়তঃ** হাদীছে মিহরাব সহ এমন কিছু বক্তব্য উল্লেখিত হয়েছে যার দ্বারা ভিত্তিহীনই প্রমাণিত হয়। আমরা ১৪ নং হাদীছেও এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

(٨) ونودى بصلاة الصبح حين طلع الفجر فصلى بالناس فلما قضى الـــصلوة جثـــى علـــى ركبتين وجثى الناس ونصب فى الدعاء ورفع يديه وفعل الناس مثله حتى طلعت الشمس.

(৮) 'ফজরের ছালাতের সময় হ'লে (আলাউল হাযরামীর নির্দেশে) আযান দেওয়া হ'ল। তারপর লোকদের নিয়ে তিনি ছালাত আদায় করলেন। তিনি যখন ছালাত সমাপ্ত করলেন তখন দুই হাঁটু গেড়ে বসলেন। লোকেরাও অনুরূপভাবে বসল। তারপর তিনি দু'আয় মনোনিবেশ করলেন এবং দু'হাত তুললেন। লোকেরাও অনুরূপ করল। তিনি সূর্য উঠা পর্যন্ত এভাবে দু'আ করতে থাকলেন'।[৬৮]

৬৭. *আব্দুল কাদের জীলানী, গুনইয়াতুত ত্বালেবীন (লাহোরঃ ছিদ্দীক্বী প্রেস, তাবি), পৃঃ ৫৮৭-৮৮, 'ফরয ছালাতের পরে যে সমস্ত দু'আ করা হয়' অধ্যায়।*

৬৮. *আবুল ফেদা ইমামুদ্দীন ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (কায়রোঃ দারুর রাইয়ান, ১৯৯৮/১৪০৮), ৬ খণ্ড, পৃঃ ৩৭০, 'বাহরাইনের যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ।*

তাহক্বীক্বঃ এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, যা সনদ বিহীন বর্ণিত হয়েছে। আর ঐতিহাসিক ও সনদ বিহীন কোন বক্তব্যকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।[৬৯] সনদ থাকার পরও দুর্বলতার কারণে যেখানে হাদীছ গ্রহণযোগ্য হয় না, সেখানে উক্ত ঘটনা কিভাবে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে?

দ্বিতীয়তঃ এই দু'আর বিষয়টি ছিল মূলতঃ ইস্তিস্কা বা পানি চাওয়ার জন্য। আর পানি প্রার্থনার জন্য উক্তভাবে দু'আ করার ছহীহ হাদীছ রয়েছে। মূল ঘটনাটি হ'ল, বাহরাইনের যুদ্ধের প্রাককালে মুসলিম সৈনাবাহিনী এমন এক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে যেখানে পানি সংকটের কারণে জনগণের থাকা কষ্টকর হচ্ছিল। এমনকি তাদের উটগুলো তাদের খাদ্য সামগ্রী, পানীয় ও বস্ত্র সমূহ পিঠে করে নিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের সাথে তাদের পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। জনগণ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। অতঃপর ছাহাবী আলাউল হাযরামী (রাঃ) লোকদের ডেকে নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু'আ করতে থাকেন। এদিকে লোকেরাও সূর্যকিরণের দিকে একের পর এক দেখতে থাকে। আর তিনি দু'আ করায় মশগুল থাকলেন। তিনি যখন দু'আর তৃতীয় পর্যায়ে পৌঁছলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য তাদের পাশে একটি শীতল পানির পুকুর তৈরী করে দিলেন। অতঃপর তিনি সহ জনগণ সেখানে গেল এবং পানি পান করল ও গোসল করল। দিনের বিকাশ হ'তে না হ'তেই তাদের উটগুলো পিঠের বুঝা সহ বিভিন্ন দিক থেকে ফিরে আসল। কিন্তু জনগণ তাদের আসবাবপত্রের একটিও হারায়নি। অতঃপর তারা তাদের উটগুলোকে উদর পূর্তি করে পানি পান করালো।[৭০]

অতএব স্পষ্ট যে, উক্ত দু'আর বিষয়টি ছিল পানি প্রার্থনা সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন রাসূল (ছাঃ) জুম'আর দিন মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে সকল মুছল্লীকে নিয়ে হাত তুলে দু'আ করেছিলেন।[৭১] প্রচলিত মুনাজাতের সাথে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই।

দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দু'আ করার অন্যান্য বর্ণনা সমূহ, যেখানে নির্দিষ্ট কোন স্থানের কথা উল্লেখ নেইঃ

নিম্নে অনুরূপ কতিপয় ভিত্তিহীন বর্ণনা পেশ করা হ'ল যেগুলোতে ফরয ছালাতের পরে হাত তুলার কথা নেই। এরপরও সবই জাল ও যঈফ। এগুলো প্রচলিত

৬৯. *ইমাম সুয়ূত্বী, আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন (দিল্লীঃ কুতুব খানা ইশ'আতুল ইসলাম, তাবি), ২/২২৭-২২৮ পৃঃ।*

৭০. (جعل الناس ينظرون إلى سراب الشمس يلمع مرة بعد أخرى وهو يجتهد فى الدعاء فلما بلغ الثالثة إذا قد خلق الله إلى جانبهم غديرا عظيما من الماء القراح فمشى ومشى الناس إليه فشربوا واغتسلوا فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل من كل فج بما عليها لم يفقد الناس من أمتعتهم ســلكا فــسقوا الإبل علا بعــد نهــل) *-আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ ৬/৩৩২-৩৩৩ পৃঃ, 'বাহরাইনের অধিবাসীদের মুরতাদ হওয়া এবং পুনরায় ইসলামের দিকে ফিরে আসার বর্ণনা'।*

৭১. *ছহীহ বুখারী হা/১০৯২, 'ইস্তিস্কা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২১।*

মুনাজাতের পক্ষে পেশ করা এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নাম দিয়ে বর্ণনা করা মানে তাঁর সুন্নাতের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা।

(৯) عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفع قوم أكفهم إلى الله عز وجل يسئلون شيئا إلا كان حقا على الله أن يضع فى أيديهم الذى سألوا.

(৯) সালমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন সম্প্রদায় আল্লাহর নিকটে হাত তুলে কিছু চাইলে তা দেওয়া আল্লাহর প্রতি অপরিহার্য হয়ে যায়'।[৭২]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি যঈফ।[৭৩]

(১০) عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع ثلاثة بدعوة قط إلا كان حقا على الله أن لايرد أيديهم صفرا.

(১১) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনজন ব্যক্তিও যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কখনো দু'আ করে তাহ'লে আল্লাহর উপর অপরিহার্য হয়ে যায় তাদের খালি হাত ফিরে না দেওয়া'।

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি ইমাম বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমানের উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু চটি বই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মূল কিতাবে অনুসন্ধান করে পাওয়া যায়নি। সুতরাং এ সম্পর্কে মন্তব্যের কোন প্রয়োজন নেই। তবে হাদীছের ভিত্তি না জেনে এধরণের বর্ণনা রাসূলের নামে প্রচার করা গর্হিত অন্যায়। এটি যে ফরয ছালাতের পরের প্রচলিত দু'আর সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তা স্পষ্ট।

(১১) عن أبى حذيفة إسحاق بن بشر عمن ذكره قال بعث أبو بكر سعيد بن عامر بن حذيم وأمره أن يسير حتى يلحق بيزيد بن أبى سفيان فقال أبو بكر عبادد الله ادعوا الله أن يصحب صاحبكم وإخوانكم معه ويسلمهم فارفعوا أيديكم رحمكم الله أجمعين فرفع القوم أيديهم وهم أكثر من خمسين وقال على مارفع عدة من المسلمين أيديهم إلى ربهم يسئلون شيئا إلا استجاب لهم مالم يكن معصية أو قطيعة رحم.

৭২. *তাবরাণী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯।*

৭৩. *আলবানী, যঈফুল জামে' আছ-ছাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, তাবি), ৫/৯৫ পৃঃ, হা/৫০৭০।*

(১১) আবু হুযায়ফ ইসহাক্ব ইবনু বিশর ঐ ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যিনি তার কাছে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা আবুবকর (রাঃ) সাঈদ ইবনু আমের ইবনু হুযাইমকে পাঠালেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন সফর করে ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করে। অতঃপর (তাকে পাঠানোর পর) আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আল্লাহর নিকটে দু'আ করো যেন তোমাদের সাথী ভাই তোমাদের সাথে একত্রিত হয় এবং তারা যেন তাকে নিরাপত্তা দান করে। সুতরাং তোমরা সকলে তোমাদের হাত তুলো। তোমাদের প্রতি আল্লাহ রহম করবেন। অতঃপর লোকেরা তাদের হাত তুলল। সেখানে তারা ৫০-এর অধিক লোক ছিল। আলী (রাঃ) বলেন, কতিপয় মুসলিম ব্যক্তি তাদের প্রভুর নিকট হাত তুলে কিছু চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ কবুল করেন। যদি তাদের মধ্যে কোন অবাধ্য ও আত্মীয়তা ছিন্নকারী না থাকে।[৭৪]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা। এর পূর্ণাঙ্গ সনদ নেই। এর মধ্যে হুযায়ফাহ ইসহাক্ব ইবনু বিশর নামে একজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে। সে হাদীছ জাল করত। মুহাদ্দিছগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও দারাকুৎনী তাকে মিথ্যুক ও পরিত্যক্ত বলেছেন।[৭৫] তাছাড়া এটা একজন ছাহাবীর বক্তব্য মাত্র।

বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ উপরিউক্ত ঐতিহাসিক বর্ণনার ন্যায় ইবনু সা'দ, উসদুল গাবাহ, তারীখে তাবারী প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন ছাহাবী, তাবেঈ ও পরবর্তী বিদ্বানগণের পক্ষ হ'তে ফরয ছালাতের পর ছাড়া অন্যান্য স্থানে দলবদ্ধ দু'আর কতিপয় বর্ণনা পেশ করা হয়। সেগুলোর ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। অনেক বর্ণনার সনদও নেই। সুতরাং রাসূল (ছাঃ) যে আমলের অনুমোদন দেননি সে আমল যেই চালু করুক না কেন তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। যতক্ষণ তা ছহীহ সনদ দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর আমল হিসাবে প্রমাণিত না হবে। মুসলিম জন সাধারণকে এবিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

প্রচলিত মুনাজাতের পক্ষে পেশকৃত আরো অন্যান্য বর্ণনাঃ

নিম্নে এমন কিছু বর্ণনা উল্লেখ করা হ'ল যেগুলো দ্বারা ছালাতের পর ও ছালাতের মধ্যে শুধু দু'আ করার কথা প্রমাণিত হয়। কিন্তু হাত তুলার কথা নেই। তবুও মূর্খের মত প্রচলিত মুনাজাতের পক্ষে জোরপূর্বক পেশ করা হয়। তাছাড়া সেগুলো কোনটি জাল আবার কোনটি যঈফ।

৭৪. *ইবনু আসাকির, আল্লামা সুয়ূত্বী, ফায়যুল বি'আ ফী আহাদীছি রাফইল ইয়াদায়েন ফিদ্দু'আ, হা/১৩।*

৭৫. تركواه وكذبه على بن المدينى وقفال الدارقطنى كذاب متروك -*মীযানুল ই'তেদাল ফী নাক্বদির রিজাল (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তাবি), ১২৮৪ পৃঃ, রাবী নং ৭৩৯।*

(١٢) عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحـــد أن يفعلهن لا يؤمن رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل ذلك فقد خانهم ولا ينظر فى قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل ذلك فقد خانهم ولا يصل وهو حقن حتى يتخفف.

(১২) ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনটি কাজ কারো জন্য হালাল নয়। (ক) কোন ব্যক্তি ছালাতের ইমামতি করবে অথচ মুক্তাদীদের বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য দু'আ করবে। যদি কেউ এরূপ করে তাহ'লে সে তাদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করবে। (খ) যে অন্যের বাড়ীর ভিতরে অনুমতি ছাড়াই উঁকি মারে। যদি কেউ এরূপ করে তাহ'লে তাদের সাথে সে বিশ্বাস ঘাতকতা করল। (গ) যে প্রস্রাব-পায়খানার চাপ সহ ছালাত আদায় করে, যতক্ষণ না সে তা থেকে মুক্ত হয়।[৭৬]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি অত্যন্ত দুর্বল; বরং দু'আ সংক্রান্ত অংশটুকু জাল। ইবনু খুযায়মাহ (২২৩-৩১১) বলেন, 'এর প্রথম অংশটুকু জাল'।[৭৭] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, 'এ হাদীছের সূত্রে বিশৃংখলা ও বর্বরতা রয়েছে। ইবনু তায়মিয়াহ এবং ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) যঈফ হওয়ার পক্ষে কঠোরতা ব্যক্ত করেছেন'।[৭৮] এতদ্ব্যতীত তিনি যঈফ আবুদাঊদ ও যঈফ তিরমিযীতেও বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।[৭৯]

অনুধাবনযোগ্যঃ একদিকে জাল বর্ণনা অন্যদিকে এটা ছালাতের মাঝের ঘটনা। এখানে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দু'আ করার কথাও বলা হয়নি। তাহলে এধরনের বর্ণনা প্রচলিত মুনাজাতের পক্ষে পেশ করার উদ্দেশ্য কী? সাধারণ মানুষ কেন ধোঁকায় পড়বে না?

(١٣) عن أبى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة فليدع بها فى دبر صلاة مفروضة.

৭৬. *আবুদাঊদ, পৃঃ ১২, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'প্রস্রাব-পায়খানার চাপসহ ছালাত আদায় করতে পারে কি?' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী, পৃঃ ৮২, 'ছালাত' অধ্যায়; মিশকাত, পৃঃ ৯৬, 'ছালাত' অধ্যায়, 'জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ ৩য় খণ্ড, হা/১০০৩।*

৭৭. في الطرف الأول منه إنه موضـــوع-*আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত (বৈরুতঃ ১৪০৫/১৯৮৫), ১/৩৩৬ পৃঃ, হা/১০৭০ এর টীকা দ্রঃ।*

৭৮. وفى إسناده اضطراب وجهالة وقد جزم بضعفه ابن تيمية وابن القيم - *প্রাগুক্ত, ১/৩৩৬ পৃঃ টীকা নং ২।*

৭৯. *যঈফ আবুদাঊদ, পৃঃ ১৭-১৮, হা/৯০-৯১; যঈফ তিরমিযী, পৃঃ ৩৮, হা/ ৫৫; যঈফুল জামে' হা/২৫৬৫।*

(১৩) আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন প্রয়োজন পূরণ করতে চায় সে যেন ঐ বিষয়ে ফরয ছালাতের পর দু'আ করে'।[৮০]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি যঈফ। এর সনদে আহমাদ ইবনু আবদুল জাব্বার ও ইয়াসির নামক দু'জন ত্রুটিপূর্ণ রাবী রয়েছে। আহমাদ ইবনু আবদুল জাব্বার সম্পর্কে ইবনু মুত্বীল (রহঃ) বলেন, 'সে মিথ্যা হাদীছ রচনা করত'।[৮১] আবু হাতেম বলেন, 'সে শক্তিশালী নয়'।[৮২] ইবনু আদী বলেন, 'আমি তাদের (মুহাদ্দিছগণের) প্রত্যেককেই দেখেছি তারা তাকে যঈফ সাব্যস্ত করতেন'।[৮৩] ইবনু হাজার আসক্বালানী তাকে যঈফ বলেছেন।[৮৪] এর সম্পর্কে আল্লামা যাহাবী বলেন, 'সে এককভাবে হাদীছ বর্ণনা করত'।[৮৫] ইবনু হাজার আসক্বালানী অন্যত্র বলেছেন, 'সে অপরিচিত'।[৮৬]

(١٤) عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمـــام فى موضعه ثم سوى صفا نزل الرحمة قال الملائكة أفلح فلان وأخسر فلان من دعا بعد صلوة المكتوبة أفلح ومن لايدعو ثم خرج من المسجد أخسر.

(১৪) আনাস (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম যখন তার স্থানে দাঁড়ায় অতঃপর কাতার সোজা করা হয় তখন রহমত নাযিল হয়। ফেরেশতাগণ বলেন, অমুক সফলকাম হ'ল আর অমুক ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। যে ব্যক্তি ফরয ছালাত পর দু'আ করল সে সফলকাম হ'ল। আর যে ব্যক্তি দু'আ না করে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল সে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল'।

তাহক্বীক্বঃ উক্ত বর্ণনা ভিত্তিহীন। এটি কোন্ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং তার সনদইবা কি তা জানা যায় না। তবে গুনিয়াতুত ত্বালেবীনে এধরনের একটি আংশিক বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তারও সনদ নেই। যা ৬নং হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ বর্ণনা সম্পূর্ণ অজানা। বিভিন্ন চটি বইয়ে এগুলো পাওয়া যায়। কিন্তু হাদীছের গ্রন্থ সমূহে অনুসন্ধান করে এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

৮০. *ইবনু আসাকির (৪৯৯-৫১৭), তারীখে দিমাস্ক-এর বরাতে হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, ৯/১২৩ পৃঃ, 'হাজ্জাজ বিন ইউসুফ- এর জীবনী' অধ্যায়।*

৮১. كان يكذب -*মীযানুল ই'তিদাল ১/১১২ পৃঃ, রাবী-৪৪৩।*

৮২. ليس بالقوى -*তাক্বরীবুত তাহযীব, ১/৪৭ পৃঃ, রাবী -৭২।*

৮৩. رائتهم على مجمعين على ضعفه -*মীযানুল ই'তিদাল ১/১১২ পৃঃ।*

৮৪. *তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৮১, রাবী নং-৬৪।*

৮৫. *মীযানুল ই'তিদাল, ৪/৪৪৪ পৃঃ।*

৮৬. إنه مجهول -*তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৬০৭।*

(١٥) قال رسول الله عليه وسلم إذا صليتم الصبح افزعوا إلى الدعاء.

(১৫) রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমরা ফজরের ছালাত আদায় করবে তখন দু'আয় মনোনিবেশ কর'।[৮৭]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি জাল। এর সনদে আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনু ই'ছাম নামক রাবী রয়েছে সে হাদীছ জাল করত। আব্দুর রহমান আল-আনমাত্বী বলেন, 'সে মিথ্যুক'।[৮৮] রিজালশাস্ত্রে এর পরিচয় পাওয়া যায় না।[৮৯]

(١٦) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سلوا الله حوائجكم البتة فى صلاة الصبح.

(১৬) 'রাফে' থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আল্লাহর কাছে ফজর ছালাতে চাও'।[৯০]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে খালেদ ইবনু ইয়াযীদ এবং মু'আবিয়াহ ইবনু ছালেহ দুইজন বর্ণনাকারী অপরিচিত।[৯১]

(١٧) عن أبي هريرة عن حبيب بن مسلمة الفهرى وكان مستجابا إنه قال للناس سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول لايجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله.

(১৭) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হাবীব বিন মাসলামা আল-ফিহরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যার দু'আ কবুল করা হ'ত। তিনি একদা লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কিছু লোক একত্রিত হয়ে তার মধ্যে কেউ কেউ দু'আ করলে আর কেউ কেউ আমীন আমীন বললে আল্লাহ তাদের দু'আ কবুল করেন'।[৯২]

৮৭. *খত্বীব আল-বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩), তারীখে বাগদাদ, ১২/১৫৫ পৃঃ।*

৮৮. هو كاذب *-আল-মুগনী ১/৪২৯ পৃঃ।*

৮৯. *আলবানী, সিলসিলাহ যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪০৮/১৯৮৮), ৪/৩৮০ পৃঃ হা/১৯০৮।*

৯০. *রূইয়ানী, মুসনাদ ২/১৪২ পৃঃ।*

৯১. *বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ, সিলসিলাহ যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ৪/৩৮০ পৃঃ, হা/১৯০৮।*

৯২. *তাবরাণী কবীর, ইমাম হাফেয আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকেম নীশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহায়েন, তাহক্বীক্বঃ মুছত্বফা আব্দুল ক্বাদের আত্বা (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯০/১৪১১), ৩/৩৯০ পৃঃ, হা/৫৪৭৮; হাফেয ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী শরহে ছহীহিল বুখারী, তাহক্বীক্বঃ আব্দুল আযীয বিন বায ও ফুয়াদ আব্দুল বাক্বী (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৮৯/১৪১০), ১১/২৩৯ পৃঃ, হা/৬৪০২-এর আলোচনা দ্রঃ, 'দুআ সমূহ' অধ্যায়, 'আমীন বলা' অনুচ্ছেদ; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০/১৬৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮০৪।*

তাহক্বীক্বঃ উক্ত বর্ণনার সনদে ইবনু লাহী'আহ নামক রাবী থাকার কারণে বর্ণনাটি যঈফ।[৯৩] উল্লেখ্য যে, ইবনু লাহইয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণের বক্তব্য হ'ল, ইবনু লাহইয়া যখন খালেদ ইবনু ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করবেন এবং তার থেকে ঐ বর্ণনা যখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব, ইবনুল মুবারক, আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ আল-মুক্বাররী এবং আব্দুল্লাহ বিন মাসলামাহ আল-কা'নাবী চারজনের কেউ বর্ণনা করবেন তখন তা ছহীহ হবে। এছাড়া ইবনু লাহইয়ার অন্য সকল বর্ণনা যঈফ।[৯৪] আর উক্ত বর্ণনা এই শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়।

(١٨) عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا رَفَعَ رَاحَتَيْهِ إِلَى وَجْهِهِ.

(১৮) খাল্লাদ ইবনু সায়েব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাঃ) যখন দু'আ করতেন তখন দু'হাত মুখ বরাবর উঠাতেন।[৯৫]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি যঈফ। মুহাদ্দিছ হায়ছামী বলেন, এর সনদে হাফছ ইবনু হাশেম বিন উতবাহ নামক রাবী অপরিচিত বা যঈফ।[৯৬]

(١٩) عن أبي نعيم قال رأيت ابن عمر وابن الزُّبَيْرِ يدعوان يديران بالراحتين على الوجه.

(১৯) আবু নুঈম (রাঃ) বলেন, আমি ওমর ও ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-কে তাদের দু'হাতের তালু মুখের সামনে করে দু'আ করতে দেখেছি।[৯৭]

তাহক্বীক্বঃ সনদ যঈফ। মুহাম্মাদ ও কুলাইহ নামক দুই জন রাবী দুর্বল।[৯৮]

(٢٠) عن جابر بن عبد الله أن الطفيل بن عمرو قال لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَّكَ فِىْ حِصْنٍ وَمَنْعَةٍ حِصْنِ دَوْسٍ قَالَ فَأبى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ ذَخَرَ اللهُ لِلْأَنْصَارِ فَهَاجَرَ الطُّفَيْلُ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَمَرِضَ الرَّجُلُ فَضَجَرَ فَحَبَا إِلَى قَرْنٍ فَأَخَذَ مِشْقَصًا فَقَطَعَ وَدَجَيْهِ فَمَاتَ فَرَاهُ الطُّفَيْلُ فِى الْمَنَامِ قَالَ مَا فُعِلَ بِكَ قَالَ غُفِرَ لِي بِهِجْرَتِىْ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا شَانُ يَدَيْكَ؟ قَالَ فَقِيْلٍ أَنَا لَاُنُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ مِنْ يَدَيْكَ قَالَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ وَرَفَعَ يَدَيْهِ.

৯৩. *হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, তালখীছুল হাবীর ২/১৫৫; হাকেম হা/৫৪৭৮।*

৯৪. *বিস্তারিত দ্রঃ তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৩১৯, রাবী নং-৩৫৬৩; তাহযীবুত তাহযীব ৫/৩৩৪ পৃঃ; মীযানুল ই'তেদাল ২/৪৮২ ও ৪৭৭ পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল ৩/১০৭-১০৮ পৃঃ, হা/৬৩৯।*

৯৫. *তাবরাণী, মাজমাউয যাওয়য়েদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৯।*

৯৬. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৯; তাক্বরীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৯।*

৯৭. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬০৯, পৃঃ ২০৮, 'দু'আয় হাত তুলা' অনুচ্ছেদ।*

৯৮. *তাহক্বীক্ব আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬০৯।*

(২০) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, তুফায়েল ইবনু আমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, আপনার কি দুর্গের প্রয়োজন আছে এবং দাওসের দুর্গের ন্যায় সাহাফের প্রয়োজন আছে? রাবী বলেন, তিনি তা অস্বীকার করলেন। কারণ আল্লাহ আনছারদের জন্য তা গচ্ছিত রেখেছেন। অতঃপর তুফাইল (রাঃ) হিজরত করলেন এবং তার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তার সাথে হিজরত করল অতঃপর অসুস্থ হ'লে চিন্তিত হয়ে পড়ল। এক পর্যায়ে সে তার কাঁধের রগ কেটে ফেলে এবং মৃত্যুবরণ করে। তুফায়েল (রাঃ) একদা স্বপ্নে তাকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বলল, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট হিজরত করার কারণে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুফায়েল (রাঃ) বললেন, আপনার দু'হাতের খবর কী? তিনি বললেন, আমাকে বলা হয়েছে, তুমি যে অংশ নিজে নষ্ট করেছ তা আমি কখনো ঠিক করব না। এ স্বপ্ন তুফায়েল (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি তার জন্য দু'হাত তুলে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[৯৯]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটির সনদ যঈফ।[১০০]

(২১) عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة.

(২১) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দু'আ হ'ল ইবাদতের মগজ।[১০১]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি যঈফ।[১০২]

(২২) عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتستروا الجدر من نظر فى كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر فى النار سلوا الله ببطون أكفكم ولاتسئلوا بظهورها فإذا فرغتم فامسوبها وجوهكم.

(২২) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমরা দেওয়ালকে পর্দা দ্বারা আবৃত কর না। যে ব্যক্তি অনুমতি ব্যতীত তার ভাইয়ের চিঠির প্রতি লক্ষ্য করবে সে (জাহান্নামের) আগুনের দিকে লক্ষ্য করবে। তোমরা তোমাদের হাতের পেট দ্বারা আল্লাহর কাছে চাও, পিঠ দ্বারা চেও না। আর যখন দু'আ শেষ করবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল মাসাহ করবে'।[১০৩]

---

৯৯. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬১৪, পৃঃ ২১০; 'দু'আয় হাত তুলা' অনুচ্ছেদ।*
১০০. *দ্রঃ তাহক্বীক্ব আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬১৪, পৃঃ ২১০।*
১০১. *তিরমিযী ২/১৭৫ পৃঃ, হা/৩৬১১, 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়।*
১০২. *যঈফ তিরমিযী হা/৬৬৯; মিশকাত হা/৬৯৩; যঈফুল জামে' হা/৩০০৩।*
১০৩. *আবুদাঊদ, পৃঃ ২০৯, হা/১৪৮৫; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ২/১৮০, হা/৪৩৪; মিশকাত হা/২২৪৩, পৃঃ ১৯৫ (আংশিক)।*

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে বেশ কয়েকজন দুর্বল রাবী রয়েছে।[১০৪] স্বয়ং ইমাম আবুদাঊদ উক্ত হাদীছ উল্লেখ করে মন্তব্য করেন, 'এই হাদীছ অন্য সূত্রেও মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর প্রত্যেক সূত্রই দুর্বল। এটিও সেগুলোর মত। তাই এটাও যঈফ'।[১০৫]

(২৩) عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه.

(২৩) সায়েব ইবনু ইয়াযীদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) যখন দু'আ করতেন তখন দু'হাত তুলতেন এবং দু'হাত মুখে মাসাহ করতেন।[১০৬]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে কয়েকজন দুর্বল ও মুনকার রাবী আছে।[১০৭]

(২৪) عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوت الله فارغ بباطن كفيك ولاتدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بها وجهك.

(২৪) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছন, যখন তুমি আল্লাহর নিকটে দু'আ করবে তখন তোমার দু'হাতের পেট দ্বারা করবে। পিঠ দ্বারা দু'আ কর না। আর যখন দু'আ শেষ করবে তখন হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাসাহ করবে।[১০৮]

তাহক্বীক্বঃ এর সনদ যঈফ।[১০৯]

(২৫) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه فى الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه.

(২৫) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন দু'আতে দু'হাত তুলতেন তখন দু'হাত মুখে মাসাহ না করা পর্যন্ত তিনি নামাতেন না'।[১১০]

---

১০৪. *যঈফ আবুদাঊদ, পৃঃ ১১২, হা/১৪৮৫।*
১০৫. روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق أمثالها وهو ضعيف أيضا *-আবুদাঊদ হা/১৪৮৫, পৃঃ ২০৯।*
১০৬. *আবুদাঊদ হা/১৪৯২, পৃঃ ২০৯।*
১০৭. *যঈফ আবুদাঊদ, পৃঃ ১১২, হা/১৪৯২; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২২৫৫, টীকা-৪।*
১০৮. *ইবনু মাজাহ, পৃঃ ৮৩, হা/১১৯৩ ও ৩৯৩৫; তাবরাণী, হাকেম ১/৫৩৬।*
১০৯. *যঈফ ইবনে মাজাহ, পৃঃ ৯১, হা/২২২ ও ৭৭৮, 'দু'আ' অধ্যায়; ইরওয়াউল গালীল হা/৪৩৪, ২/১৭৯ পৃঃ।*
১১০. *তিরমিযী, পৃঃ ১৯৩, হা/৩৬২৬।*

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে এমন একজন রাবী আছে যে হাদীছ জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত।[১১১]

(٢٦) عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة, قال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكـــان أبـــو بكر وعمر يقومان فى الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى نبى الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل كانفتال أبى رمثة– يعنى نفسه– فقام الرجل الذى أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبيه, فهزه, ثم قال اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل فرفـــع الـــنبى صلى الله عليه وسلم بصره, فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب!

(২৬) আযরাক্ব ইবনু ক্বায়স তাবেঈ বলেন, আমাদের এক ইমাম ছিল যার উপনাম আবু রেমছাহ। একদিন তিনি আমাদের ছালাত পড়ালেন। অতঃপর বললেন, একদা আমি এই ছালাত অথবা এর ন্যায় এক ছালাত নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে পড়লাম। অতঃপর তিনি (আবু রেমছাহ) বললেন, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) প্রথম কাতারে রাসূল (ছাঃ)-এর ডান দিকে দাঁড়াতেন। (সেই ছালাতেও তাঁরা ডান দিকে ছিলেন)। ছালাতে অপর এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল, যে প্রথম রাক'আতে শামিল হয়েছিল। নবী করীম (ছাঃ) আমাদের ছালাত পড়ালেন এবং নিজের ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরালেন, যাতে আমরা তাঁর মুখমণ্ডলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) আবু রেমছার ন্যায় অর্থাৎ, আমার ন্যায় একদিকে সরে বসলেন। এ সময় সেই ব্যক্তি, যে প্রথম রাক'আতও পেয়েছিল, সে তাড়াতাড়ি সুন্নাত পড়ার জন্য দাঁড়াল। তা দেখে ওমর (রাঃ) ঝট করে দাঁড়ালেন এবং তার বাহুমূলে নাড়া দিয়ে বললেন, বস! আহলে কিতাবগণ এ জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের ফরয ছালাতের ও সুন্নাত ছালাতের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তা দেখে নবী করীম (ছাঃ) মাথা উঠালেন এবং বললেন, হে খাত্ত্বাবের পুত্র! আল্লাহ তোমাকে সদা সত্যের সন্ধান দান করুন।[১১২]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটির সনদ যঈফ।[১১৩]

১১১. *যঈফ তিরমিযী, পৃঃ ৪৪২, হা/৬৭১; মিশকাত হা/২২৪৫; যঈফুল জামে' হা/৪৪১২; ইরওয়া হা/৪৩৩।*
১১২. *আবুদাউদ হা/১০০৭, পৃঃ ১৪৪।*
১১৩. *যঈফ আবুদাউদ হা/১০০৭, পৃঃ ১৪৪; মিশকাত হা/৯৭২, পৃঃ ৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৩য় খণ্ড, হা/৯১০।*

দু'আর পরে মুখে হাত মাসাহ করা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেইঃ

দু'হাত তুলে দু'আ করার পর মুখে হাত মাসাহ করা সম্পর্কে যে হাদীছগুলো বর্ণিত হয়েছে তা সবই যঈফ। কুনূতে নাযেলা ও কুনূতে বিতরের পর মুখমণ্ডল মাসাহ করা সম্পর্কে যে কয়েকটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেগুলোও যঈফ। ইমাম মালেক (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি একে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, আমি এ সম্পর্কে কিছু জানি না। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, সুফিয়ান (রহঃ) থেকেও অনুরূপ বক্তব্য এসেছে।

ইমাম আবুদাঊদ মুখে হাত মাসাহ করা সংক্রান্ত হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, 'এই হাদীছ অন্য সূত্রেও মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব থেকেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটিই সীমাহীন দুর্বল। এই সূত্রও সেগুলোর মত। তাই এটাও যঈফ'।[১১৪] অন্যত্র তিনি বলেন, আমি ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর নিকট শুনেছি যখন তাকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে ব্যক্তি বিতরের দু'আ শেষ করে মুখে দু'হাত মাসাহ করে। তখন তিনি বলেছিলেন, এ ব্যাপারে আমি কিছু শুনিনি।[১১৫] ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেন, 'এটা এমন একটি আমল যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়; আছার দ্বারাও সাব্যস্ত হয়নি এবং ক্বিয়াস দ্বারাও প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং উত্তম হল, এটা না করা'।[১১৬] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

وأما رفع النبى صلى الله عليه وسلم يديه فى الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لايقـــوم بها حجة.

'দু'আয় রাসূল (ছাঃ) দুই হাত তুলেছেন মর্মে অনেক ছহীহ হাদীছ এসেছে। কিন্তু তিনি দুই হাত দ্বারা তার মুখ মাসাহ করেছেন মর্মে একটি বা দু'টি হাদীছ ছাড়া কোন বর্ণনা নেই। যার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যায় না'।[১১৭] শায়খ আলবানী (রহঃ) এ সংক্রান্ত হাদীছগুলো পর্যালোচনা শেষে বলেন, 'দু'আর পর মুখে দু'হাত মাসাহ করা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই'।[১১৮]

১১৪. روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق أمثالها وهو ضعيف أيضا -*আবুদাউদ হা/১৪৮৫, পৃঃ ২০৯।*
১১৫. سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ فى الوتر؟ فقا لم أسمع فيه شئ *আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/১৭৯-৮২।*
১১৬. فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولاأثر ثابت ولاقياس فـــالأولى أن لايفعلـــه *আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/১৭৯-৮২, হা/৪৩৪-এর আলোচনা দ্রঃ।*
১১৭. *মাজমূউ ফাতাওয়া ২২ খণ্ড, পৃঃ ৫১৯।*
১১৮. ولايصح حديث فى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء- *আলবানী, মিশকাত হা/২২৫৫ -এর টীকা দ্রঃ, 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়।*

প্রচলিত মুনাজাতকে জায়েয করার জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ‘অতঃপর আপনি যখন অবসর পান সাধনা করুন এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন’ *(সূরা নাশরাহ ৭-৮)*।

উক্ত আয়াত দ্বারা অনেকে ফরয ছালাতের পর প্রচলিত প্রথায় মুনাজাত করা প্রমাণ করতে চান। অথচ এর সাথে মুনাজাতের কোন সম্পর্ক নেই। উক্ত আয়াতের অর্থ হ’ল, আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে বলেছেন, দুনিয়াবী কাজকর্ম ও যাবতীয় ব্যস্ততা থেকে আপনি যখন অবসর গ্রহণ করবেন তখন সাধারণ ইবাদত বা রাতের ইবাদত ও যিকিরের দিকে মনোনিবেশ করুন। ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত অর্থ নিয়েছেন।[১১৯] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘আপনি যখন যুদ্ধ, জিহাদ ও সংগ্রাম থেকে অবসর হবেন তখন ইবাদতে মনোনিবেশ করুন।[১২০] ইবনু মাস‘ঊদ, মুজাহিদ, সুফিয়ান ছাওরী, ইবনু আয়ায, যায়েদ ইবনু আসলাম, যাহহাক, ইবনু কাছীর প্রমুখ মুফাসসিরও এ কথা বলেন[১২১] ইমাম শাওকানী (রহঃ)ও ঐ একই অর্থ করেছেন।[১২২] আব্দুর রহমান বিন নাছির সা‘দীও তাই বলেছেন।[১২৩] হাসান, কালবী, ক্বাতাদাও অন্যত্র উক্ত অর্থ করেছেন।[১২৪]

দ্বিতীয়তঃ আবদ ইবনু হুমাইদ, ইবনু জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনু আবী হাতেম, ইবনু মারদুবিয়াহ প্রমুখ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বলেন, আপনি যখন ফরয ছালাত থেকে ফারেগ হবেন তখন দু‘আর দিকে মনোনিবেশ করুন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন ও তার দিকে মনোযোগ দিন। ক্বাদাতা, যাহ্হাক, মুক্বাতিল, কালবীও উক্ত কথা বলেন।[১২৫] ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর অন্য মত হ’ল- ছালাত থেকে ফারেগ হওয়ার পর বসে দু‘আয় মনোনিবেশ করবে।[১২৬]

১১৯. *ছহীহ বুখারী, ২/৭৪২ পৃঃ, ‘তাফসীর’ অধ্যায়, উক্ত সূরার তাফসীর দ্রঃ।*

১২০. فإذا فرغت من الغزو والجهاد والقتال فانصب في العبـادة -*তানবীরুল মিক্ববাস মিন তাফসীরি ইবনে আব্বাস (বৈরুতঃ দারুল আশরাফ, ১৯৮৮/১৪০৯), পৃঃ ৫৯৬; উল্লেখ্য, অতঃপর দুর্বল সূত্রে ফরয ছালাতের পরে সাধারণ দু‘আর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।*

১২১. *হাফেয ইমাদুদ্দীন আবুল ফেদা ইসমাঈল ইবনু কাছীর দিমাষ্ক, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, তাহক্বীক্বঃ মুছত্বফা সাইয়িদ মুহাম্মাদ সহ কয়েকজন (রিয়াযঃ দারুল আলামিল কুতুব, ২০০৪/১৪২৫), ১৪/৩৯৩ পৃঃ, সূরা নাশরাহ-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।*

১২২. *মুহাম্মাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ আশ-শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর (বৈরুত ছাপা), ৫/৪৬২-৪৬৩ পৃঃ।*

১২৩. إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك مايعرفه فاجتهد في العبادة والدعاء -*তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান (রিয়াযঃ ইদারাতুল বহুছ আল-ইলমিয়াহ, ১৪১০), পৃঃ ৬৪৬।*

১২৪. *মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ শহীদ আবী হাইয়ান, তাফসীর আল-বাহরুল মুহীত্ব (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৩/১৪১৩), ৮/৪৮৪।*

১২৫. إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء والرغب إليه في المسئلة يعطك *ফাৎহুল ক্বাদীর (বৈরুত ছাপা), ৫/৪৬২-৪৬৩ পৃঃ; ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আল-আনছারী আল-কুরতুবী, আল-জামেউল আহকামুল কুরআন (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৩/১৪১৩), ২০/৭৪ পৃঃ; মুহাম্মাদ হুসাইন ইবনু মাসউদ আল-বাগাভী (মৃতঃ ৫১৬), মুখতাছার তাফসীরুল বাগাভী (রিয়াযঃ দারুস সালাম, তাবি), পৃঃ ১০২৪।*

১২৬. *তাফসীর ইবনে কাছীর ১৪/৩৯৩ পৃঃ, সূরা নাশরাহ-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।*

উক্ত আয়াত দ্বারা বিশেষ দু‘আ অর্থ নিলে তা হবে ছালাতের সালাম ফিরানোর পূর্বে তাশাহহুদের পর। যেমন ছহীহ বুখারী, আবুদাউদ, নাসাঈ প্রভৃতি থেকে প্রমাণিত হয়েছে।[১২৭] ইবনু আব্বাস থেকেও অন্য একটি সূত্রে তাই বর্ণিত হয়েছে إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ وَتَشَهَّدْتَ فَانْصَبْ إِلَى رَبِّكَ وَاسْأَلْهُ حَاجَتَـــكَ ‘যখন আপনি ছালাত শেষে করে তাশাহহুদে বসবেন তখন আপনার রবের দিকে মনোনিবেশ করুন এবং আপনার যা প্রয়োজন তা চান’।[১২৮] ইমাম শা‘বীও অনুরূপ বলেছেন।[১২৯] অতএব উক্ত আয়াত দ্বারা প্রচলিত মুনাজাত সাব্যস্ত করা কুরআনের অপব্যাখ্যা করার শামিল।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ.

‘তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা আমার ইবাদতের ব্যাপারে অহংকার করে তারা অতিসত্ত্বর লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে’ *(মুমিন ৬০)*।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ.

‘আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে তখন আমি তো সন্নিকটেই থাকি। প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা আমি কবুল করে থাকি যখন সে প্রার্থনা করে। কাজেই তারা যেন আমার হুকুম পালন করে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়’ *(বাক্বারাহ ১৮৬)*।

উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে ডাকার কথা বলেছেন। এর মধ্যে প্রচলিত পদ্ধতিতে ফরয ছালাতের পর ইমাম-মুক্তাদী মিলে মুনাজাত করার দলীল নেই। রাসূল (ছাঃ) যে পদ্ধতিতে যে সময়ে এবং যে স্থানে আল্লাহর কাছে দু‘আ করেছেন ও উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই করতে হবে। ছালাতের পর রাসূল (ছাঃ) প্রচলিত পদ্ধতিতে মুনাজাত করেছেন মর্মে কোন প্রমাণই নেই। সুতরাং এই আয়াতগুলো দ্বারা মুনাজাতের প্রমাণ পেশ করা মুসলিম জনতার সাথে প্রতারণা করা মাত্র। প্রচলিত ভিত্তিহীন মুনাজাতকে জায়েয করার জন্য কতিপয় ছহীহ হাদীছও পেশ করা হয় এবং সেগুলোর ভুল অর্থ ও অপব্যাখ্যা করা হয়। কখনো শুধু দু‘আ করার কথা আছে এমন হাদীছ পেশ করা হয়, কখনো পানি চাওয়া সংক্রান্ত হাদীছগুলো উল্লেখ করা হয়, কখনো খোঁড়া যুক্তি দেখা হয়। এগুলো সবই মিথ্যা কৌশল। শরী‘আতের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

১২৭. *সনদ ছহীহ, ছহীহ তিরমিযী হা/৩৪৭৬, ২/১৮৬, ‘দু‘আ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬৫; ছহীহ নাসাঈ হা/১২৮৩; মিশকাত হা/৯৩০, পৃঃ ৮৬; ছহীহ তিরমিযী হা/৩৪৭৭, ২/১৮৬ পৃঃ সনদ ছহীহ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৪৮১।*

১২৮. *তাফসীর ফাৎহুল ক্বাদীর ৫/৪৬৩ পৃঃ।*

১২৯. إذا فرغت من التشهد فادعو لدينك وآخرتك *ফাৎহুল ক্বাদীর ৫/৫৬২ পৃঃ।*

চতুর্থ অধ্যায়

প্রচলিত মুনাজাত সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের মন্তব্য

ফরয ছালাতের পরে ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দু'হাত তুলে আমীন আমীন করার প্রচলিত নিয়মটি যে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয় তা উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষণে এ বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম কি মন্তব্য করেছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

(১) আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ -এর মন্তব্যঃ

জগদ্বিখ্যাত মুজাদ্দিদ শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) তাঁর ৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থ 'মাজমূঊ ফাতাওয়া'-তে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রত্যেক ছালাতের পর করণীয় সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাওয়া হ'লে তিনি ছালাতের পরের যিকির সংক্রান্ত অনেক দু'আ উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি বলেন,

وأَمَّا دُعَاءُ الْإِمَامِ وَالْمأمُوْمِيْنَ جَمِيْعًا عَقِيْبَ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَنْقُلْ هذَا أَحَدٌ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'ছালাতের পরে ইমাম ও মুক্তাদী একত্রে দু'আ করার বিষয়টি নবী করীম (ছাঃ) থেকে কেউই বর্ণনা করেননি'।[১] একটু পরে তিনি বলেছেন,

دُعَاءُ الْإِمَامِ وَالْمأمُوْمِيْنَ جَمِيْعًا لَارَيْبَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْهُ فِىْ أَعْقَابِ الْمَكْتُوْبَاتِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ الْأَذْكَارَ الْمَأْثُوْرَةَ عَنْهُ إِذْ لَوْ فَعَلَ ذلِكَ لَنَقَلَهُ عَنْهُ أَصْحَابُه ثُمَّ التَّابِعُوْنَ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ كَمَا نَقَلُوْا مَا هُوَ دُوْنَ ذلِكَ.

'এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দু'আর নিয়মে রাসূল (ছাঃ) ফরয ছালাত সমূহের পরে দু'আ করেননি। যেমনটি তিনি অন্যান্য যিকির সমূহ করতেন। যদি তিনি এভাবে দু'আ করতেন তাহ'লে তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করতেন, অতঃপর তাদের থেকে তাবেঈগণ এবং তাবেঈগণের থেকে আলেমগণ (মুহাদ্দিছ) অবশ্যই বর্ণনা করতেন। যেমনভাবে তারা (শরী'আতের) অন্যান্য বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন'।[২]

অতঃপর ফরয ছালাতের পর ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দু'আ করা জায়েয কি-না জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি পরিষ্কার জবাব দিয়ে বলেন,

১. ঐ, মাজমূঊ ফাতাওয়া, ২২ খণ্ড, পৃঃ ৫১৬।
২. মাজমূঊ ফাতাওয়া, ২২ খণ্ড, পৃঃ ৫১৭।

اَلْحَمْدُ لِلّهِ أَمَّا دُعَاءُ الْإِمَامِ وَالْمأمُوْمِيْنَ جَمِيْعًا عَقِيْبَ الصَّلَاةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ لَمْ يَكُنْ عَلى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ إِنَّمَا كَانَ دُعَاءُهُ فِىْ صُلْبِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْمُصَلِّىْ يُنَاجِىْ رَبَّهُ فَإِذَا دَعَا حَالَ مُنَجَاتِه لَهُ كَانَ مُنَاسِبًا.

'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। ছালাতের পরে ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিত ভাবে দু'আ করা বিদ'আত। ইহা রাসূল (ছাঃ)-এ যুগে ছিল না, বরং তাঁর দু'আ ছিল ছালাতের ভিতর। কেননা মুছল্লী ছালাতের ভিতরে তার প্রভুর সাথে মুনাজাত করে। সুতরাং যখন সে মুনাজাতের হালাতে তার জন্য দু'আ করবে তখন তা ঐ ব্যক্তির জন্য উপযোগী সময়'।[৩] তিনি আরো বলেন,

وَالْمُنَاسَبَةُ الْاعْتِبَرِيَّةُ فِيْهِ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِىْ رَبَّهُ فَمَادَامَا فِى الصَّلَاةِ لَمْ يَنْصَرِفْ فَإِنَّهُ يُنَاجِىْ رَبَّهُ فَالدُّعَاءُ حِيْنَئِذ مُنَاسِبٌ لِحَاله أَمَّا إِذَا انْصَرَفَ إِلى النَّاسِ مِنْ مُنَاجَاةِ اللهِ لَمْ يَكُنْ مَوْطِنَ مُنَاجَاةٍ لَهُ وَدُعَاءِه وَإِنَّمَا هُوَ مَوْطِنُ ذِكْرٍ لَهُ وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ فَالْمُنَاجَاةُ وَالدُّعَاءُ حِيْنَ الْإِقْبَالِ وَالتَّوَجُّهِ إِلَيْهِ فِى الصَّلَاةِ أَمَّا حَالُ الْاَنْصِرَافِ مِنْ ذلِكَ فَالثَّنَاءُ وَالذِّكْرُ أَوْلى.

'যথাযোগ্য দৃষ্টিকোণ থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, মুছল্লী তার প্রভুর সাথে মুনাজাত করবে যতক্ষণ সে ছালাতের মধ্যে থাকবে এবং যতক্ষণ সে ফিরে না বসবে। কেননা সে তার প্রভুর সঙ্গে মুনাজাত করে। এ সময় দু'আ করা তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর যখন সে আল্লাহর সাথে মুনাজাত থেকে মানুষের দিকে ফিরবে তখন সে আর দু'আ ও মুনাজাতের স্থানে থাকবে না। বরং সে আল্লাহর জন্য যিকির ও প্রশংসার স্থানে থাকবে। সুতরাং মুনাজাত ও দু'আ তখনই করবে যখন সে ছালাতের মধ্যে আল্লাহর দিকে মুখ ফিরানো অবস্থায় থাকে। আর ছালাতের পরের অবস্থায় প্রশংসা ও যিকির করাই সর্বাধিক উত্তম'।[৪]

তিনি অন্য এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,

اَلْحَمْدُ لِلّهِ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ هُوَ وَالْمَأْمُوْمِيْنَ عَقِيْبَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضٌ عَقِيْبَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ وَلَانُقِلَ ذلِكَ عَنْ أَحَدٍ وَلَااسْتَحَبَّ ذلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ.

৩. মাজমূঊ ফাতাওয়া ২২ খণ্ড, পৃঃ ৫১৯।
৪. মাজমূঊ ফাতাওয়া, ২২/৫১৮ পৃঃ।

'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ও মুক্তাদীগণ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পরে সম্মিলিতভাবে দু'আ করতেন না। যেমন কেউ কেউ ফজর ও আছরের পরে করে থাকে। এমনটি কারো পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়নি এবং ইমামগণের মধ্যে কেউ তাকে মুস্তাহাবও বলেননি'।[৫]

(২) আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৪১হিঃ)-এর মন্তব্যঃ

উক্ত প্রথার ব্যাপারে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) তাঁর 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে বলেন,

وَأَمَّا الدُّعَاءُ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَوِالْمَأْمُوْمِيْنَ فَلَمْ يَكُنْ ذلِــكَ مِنْ هَدْيِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلًا وَلَارُوِىَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَلَا حَسَنٍ.

'ছালাতের সালাম ফিরানোর পর ক্বিবলার দিকে মুখ করে কিংবা মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে দু'আ করা রসূলুল্লাহ (ছা)-এর ত্বরীকার অন্তর্ভুক্ত নয়। এমন পদ্ধতি রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়নি। না ছহীহ সনদে না কোন হাসান সনদে'।[৬] অতঃপর তিনি বলেন,

وَأَمَّا تَخْصِيْصُ ذلِكَ بِصَلَاتَىِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ فَلَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِــنْ خُلَفَــاءِهِ وَلَاأَرْشَدَ إِلَيْهِ أُمَّتَهُ .. وَعَامَّةُ الْأَدْعِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالصَّلَاةِ إِنَّمَا فَعَلَهَا فِيْهَا وَأُمِرَ بِهَا فِيْهَا وَهذَا هُوَ اللَّائِقُ بِحَالِ الْمُصَلّى فَإِنَّهُ مُقْبِلٌ عَلى رَبِّه يُنَاجِيْهِ مَادَامَ فِى الصَّلَاةِ فَإِذَا سَــلَّمَ مِنْهَــا انْقَطَعَتْ تِلْكَ الْمُنَاجَاةُ وَزَالَ ذلِكَ الْمَوْقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْقُرْبُ مِنْهُ فَكَيْفَ يَتْرُكُ سُؤَالَهُ فِىْ حَالِ مُنَاجَاتِهِ وَالْقُرْبَ مِنْهُ وَالْإِقْبَالَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْأَلُهُ إِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ؟

'বিশেষ করে ফজর ও আছর ছালাতের পরও রাসূল (ছাঃ) এটা করেননি, তাঁর খলীফাদের মধ্যেও কেউ করেননি এবং তিনি উম্মতকে এ ব্যাপারে দিক-নির্দেশনাও দেননি।.. মূলতঃ সংশ্লিষ্ট দু'আ সমূহ ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত, যা সে ছালাতের মধ্যেই করেছে। আর তা ছালাতের মধ্যে করার জন্যই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এটাই মুছল্লীর জন্য উপযুক্ত স্থান। কেননা সে যতক্ষণ ছালাতের মধ্যে থাকে ততক্ষণ তার রবের সম্মুখে থেকে তাঁর সঙ্গে মুনাজাত করে। যখনই সে সালাম ফিরায় তখনই মুনাজাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর উক্ত অবস্থাই হল রবের সামনে দাঁড়ানো ও তার নিকটবর্তী হয়ে জন্য উপযোগী। সুতরাং কেমন করে মুনাজাত অবস্থায় তাঁর নিকটবর্তী হয়ে ও তাঁর অভিমুখে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা না করে সালাম ফিরানোর পর কিভাবে চাওয়া যায়?।[৭]

৫. *মাজমূউ ফাতাওয়া, ২২ খণ্ড, পৃঃ ৫১২।*
৬. *যাদুল মা'আদ ১/২৪৯পৃঃ।*
৭. *যাদুল মা'আদ ১/২৪৯-৫০।*

অতঃপর তিনি নিজেই ছালাতের পর মুছল্লীদেরকে হাদীছে বর্ণিত যিকির সমূহ, তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করার কথা বলেছেন।[৮] তাছাড়া তিনি অন্য গ্রন্থে প্রচলিত পদ্ধতিতে দু'আ করার কঠোরভাবে প্রতিবাদ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) যে ছালাতের পর দু'আ করেননি তার প্রমাণ হিসাবে তিনি বলেছেন,

وَتَرَكَهُ الدُّعَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْمَأْمُوْمِيْنَ وَهُمْ يُؤَمِّنُوْنَ عَلى دُعَائِه دَائمًا بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ أَوْ فِى جَمِيْعِ الصَّلَوَاتِ وَمِنَ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ وَلَايَنْقُلُهُ عَنْهُ صَغِيْرٌ وَلَاكَبِيْرٌ وَلَارَجُلٌ وَلَا اِمْرَأَةٌ الْبَتَّة-

'রাসূল (ছাঃ) ছালাতের পরে মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে দু'আ করেননি এবং মুক্তাদীরা তার দু'আয় ফজর ও আছর কিংবা সমস্ত ছালাতের পরে সর্বদা আমীন আমীন বলেননি। ফলে এটা করা নিষেধ। যা রাসূল (ছাঃ) থেকে ছোট, বড়, পুরুষ ও মহিলা একজনও বর্ণনা করেনি'।[৯]

(৩) সঊদী আরবের স্থায়ী গবেষণা ও ফাতাওয়া বোর্ডের সিদ্ধান্তঃ

সঊদী আরবের আন্তর্জাতিক স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড প্রচলিত মুনাজাত সম্পর্কে যে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হ'লঃ

(ক) ৩৯০১ নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে,

لَيْسَ الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرَائِضِ بِسُنَّةٍ إِذَا كَانَ ذلِكَ بِرَفْعِ الأَيْدِىْ سَوَاءً كَانَ مِنَ الْإِمَامِ وَحْدَهُ أَوْ الْمَأْمُوْمِ وَحْدَهُ أَوْ مِنْهُمَا جَمِيْعًا بَلْ ذلِكَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ.

'ফরয ছালাত সমূহের পর দু'আ করা সুন্নাত নয়, যদি তা হাত তুলে করা হয়, চাই ইমাম একাকী হোক বা মুক্তাদী একাকী হোক অথবা ইমাম-মুক্তাদী একত্রে হোক; বরং এটা বিদ'আত। কারণ এটা না নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, না তাঁর ছাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে'।[১০]

(খ) উক্ত বোর্ড অন্যত্র ৫৫৬৫ নং ফাতাওয়াতে বলেন,

لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا نَعْلَمُ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الْفَرِيْضَةِ فِي الدُّعَاءِ, وَرَفَعُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ صَلَاةِ الْفَرِيْضَةِ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ.

৮. *ঐ ১/২৫০পৃঃ।*
৯. *আলোচনা দেখুনঃ ঐ, ২/২৮১-৮২ পৃঃ।*
১০. *ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দায়েমাহ লিল বুহূছিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা (রিয়াযঃ আর-রিয়াসাহ ইদারাতুল বুহূছ আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, ৪র্থ প্রকাশঃ ২০০২ ইং/১৪২৩ হিঃ), ৭/১০৩ পৃঃ, ফাতাওয়া নং ৩৯০১।*

'আমরা যা জানি তাতে ফরয ছালাতের সালামের পরে হাত তুলে দু'আ করা নবী করীম (ছাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়নি। তাই ফরয ছালাতের সালামের পরে দু'হাত তুলে দু'আ করা সুন্নাত বিরোধী কাজ'।[১১]

(গ) অন্য এক প্রশ্নোত্তরে প্রশ্নকারীকে লক্ষ্য করে উক্ত বোর্ড বলেছেন,

لَا نَعْلَمُ أَصْلًا شَرْعِيًّا يَدُلُّ عَلىَ مَشْرُوْعِيَّةِ مَا ذَكَرْتَهُ فِي السُّؤَالِ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ الْمَفْرُوْضَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِالدُّعَاءِ وَيَقْتَدِيْ بِهِ الْمَأْمُوْمُوْنَ فِيْ هذَا.

'ফরয ছালাত থেকে ফারেগ হয়ে ইমাম দু'আর জন্য হাত তুলবে এবং মুক্তাদীরা তার অনুসরণ করবে মর্মে আপনি যা প্রশ্নে উল্লেখ করেছেন, শরী'আতে তার কোন ভিত্তি আছে বলে আমাদের জানা নেই'।[১২]

(ঘ) অন্য এক ফৎওয়ায় বলা হয়েছে,

وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْلُبُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ أَنْ يَّجْتَمِعَ مَعَهُ وَيَدْعُوْ هُوَ مَنْ مَّعَهُ جَمَاعَةً, وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالدُّعَاءِ جَمَاعَةً بَعْدَ الصَّلَاةِ مِنَ الْبِدْعِ.

'রাসূল (ছাঃ) এ জন্য ছাহাবীদের কাউকে তলব করেননি যে, সে তাঁর সাথে একত্রিত হয়ে দু'আ করবেন। কতিপয় লোকেরা ছালাতের পর দলবদ্ধভাবে সূরা ফাতিহা পড়া এবং দু'আ করার যে প্রথার আমল করছে তা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত'।[১৩]

(৪) সঊদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের ফাতাওয়াঃ

(ক) ফরয ছালাতের পরে প্রচলিত দু'আর ব্যাপারে সঊদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ যে ফাতাওয়া দিয়েছেন, তা নিম্নে তুলে ধরা হ'লঃ

الدُّعَاءُ جَهْرًا عَقِبَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالسُّنَنِ وَالرَّوَاتِبِ أَوِ الدُّعَاءُ بَعْدَهَا عَلَى الْهَيْئَةِ الْاجْتِمَاعِيَةِ عَلَى سَبِيْلِ الدَّوَامِ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ لِأَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ عَنْ أَصْحَابِهِ وَمَنْ دَعَا عَقِبَ الْفَرَائِضِ أَوْسُنَنِهَا الرَّاتِبَةِ عَلَى الْهَيْئَةِ الْاجْتِمَاعِيَةِ فَهُوَ مُخَالِفٌ فِيْ ذَلِكَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

১১. *ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়েমাহ, ৭/১০৪ পৃঃ, ফাতাওয়া নং ৫৫৬৫।*
১২. *ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়েমাহ, ৭/১০৪-৫ পৃঃ, ফাতাওয়া নং ৫৭৬৩।*
১৩. *ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়েমাহ, ৭/১২১-২২পৃঃ, ফাতাওয়া নং ৩৫৫২।*

'পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত ও নফল ছালাত সমূহের পর সজোরে দু'আ পাঠ করা অথবা দলবদ্ধভাবে গদবাধা দু'আ করা নিকৃষ্ট বিদ'আত। কারণ এরূপ দু'আ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীদের যুগে ছিল না। যে ব্যক্তি ফরয ছালাতের পর অথবা নফল ছালাতের পর দলবদ্ধভাবে দু'আ করে সে যেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিরোধিতা করে'।[১৪]

(খ) উক্ত পরিষদ আরেকটি নিম্নোক্ত ফৎওয়া প্রদান করেছেন, যা শিরোনাম সহ হুবহু উল্লেখ করা হ'লঃ

اَلدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ جَمَاعَةً

سؤال: هَلْ يَجُوْزُ الدُّعَاءُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَرَائِضِ لِلْإِمَامِ وَالنَّاسِ كُلُّهُمْ مُجْتَمِعُوْنَ؟

لاَ نَعْلَمُ سُنَّةً فِىْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مِنْ قَوْلِهِ وَلاَ مِنْ فِعْلِهِ وَلاَ مِنْ تَقْرِيْرِهِ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِاتِّبَاعِ هَدِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَدْيُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هَذَا الْبَابِ الثَّابِت بِالْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى مَا كَانَ يَفْعَلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَدْ جَرَى خُلَفَائُهُ وَصَحَابَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ التَّابِعُوْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَمَنْ أَحْدَثَ خِلاَفَ هَدِى الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرْدُوْدٌ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ فَالْإِمَامُ الَّذِيْ يَدْعُوْ بَعْدَ السَّلَامِ وَيُؤَمِّنُ الْمَأْمُوْنَ عَلَى دُعَائِهِ وَالْكُلُّ رَافِعٌ يَدَهُ يُطَالِبُ بِالدَّلِيْلِ الْمُثْبِتِ لِعَمَلِهِ وَ إِلاَّ فَهُوَ مَرْدُوْدٌ عَلَيْهِ.

'ফরয ছালাতের পরে দলবদ্ধ দু'আ প্রসঙ্গ'

প্রশ্নঃ ফরয ছালাত সমূহের পরে ইমাম এবং মুক্তাদী প্রত্যেকে সম্মিলিতভাবে দু'আ করা কি জায়েয?

উত্তরঃ 'ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দু'আ করার প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে, কথা, কর্ম ও অনুমোদনগত (কাওলী, ফে'লী ও তাক্বরীরী) কোন হাদীছ আমরা অবগত নই। আর একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। ছালাত আদায়ের পর ইমাম-মুক্তাদীর দু'আ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত আছে, যা তিনি সালামের পর পালন করতেন। চার

১৪. *হাইয়াতু কিবারিল ওলামা ১/২৪৪ পৃঃ।*

খলীফাসহ অন্যান্য ছাহাবী এবং তাবেঈগণ যথাযথভাবে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেছেন। যে ব্যক্তি তাঁর আদর্শের বিরোধী কোন আমল চালু করবে, সেই আমল পরিত্যাজ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার নির্দেশ ব্যতীত কোন আমল করবে তা পরিত্যাজ্য'।[১৫] কাজেই যে ইমাম হাত তুলে দু'আ করবেন এবং মুক্তাদীগণ হাত তুলে আমীন আমীন বলবেন তাদের নিকটে এ আমলের পক্ষে দলীল চাইতে হবে। অন্যথা (তারা দলীল দেখাতে ব্যর্থ হ'লে) তা পরিত্যাজ্য হবে'।[১৬]

(গ) সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ অন্য এক ফৎওয়ায় বলেন,

اَلدُّعَاءُ الْجِمَاعِيُّ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ لَا نَعْلَمُ لَهُ أَصْلًا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوْعِيَّتِهِ وَقَدْ صَدَرَتْ فَتَوَى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى ذلك هذا نصها: (لَيْسَ الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرَائِضِ بِسُنَّةٍ إذا كَانَ ذلِكَ بِرَفْعِ الأَيْدِىْ سَوَاءً كَانَ مِنَ الْإِمَامِ وَحْدَهُ أَوْ الْمَأمُوْمِ وَحْدَهُ أَوْ مِنْهُمَا جَمِيْعًا بَلْ ذلك بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ.

'ইমাম সালাম ফিরানোর পর একই সরে দলবদ্ধ দু'আ করা সম্পর্কে আমরা শরী'আতের কোন দলীল জানতে পারিনি। এব্যাপারে 'স্থায়ী গবেষণা ও ফাতাওয়া বোর্ডের' ফাতাওয়া রয়েছে। যেমন- 'ফরয ছালাত সমূহের পর দু'আ করা সুন্নাত নয়, যদি তা হাত তুলে হয়, চাই ইমাম একাকী হোক বা মুক্তাদী একাকী হোক অথবা ইমাম মুক্তাদী একত্রে হোক; বরং এটা বিদ'আত। কারণ এটা না নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, না তাঁর ছাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে'।[১৭]

(৫) সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যাণ্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০হিঃ/১৯১৩-১৯৯৮)-এর মন্তব্যঃ

(ক) শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ)-কে উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন,

لَمْ يَحْفَظْ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنِ أَصْحَابِهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ فِيْمَا نَعْلَمُ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيْهِمْ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْفَرِيْضَةِ وَبِذلِكَ يَعْلَمُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ.

১৫. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০।*
১৬. *হাইয়াতু কিবারিল ওলামা, ১/২৫৭ পৃঃ।*
১৭. *ফাতাওয়া হাইয়াতি কিবারিল ওলামা ১/২৪১; ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দায়েমাহ লিল বুহূছিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা (রিয়াযঃ আর-রিয়াসাহ ইদারাতুল বুহূছ আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, ৪র্থ প্রকাশঃ ২০০২ ইং/১৪২৩ হিঃ), ৭/১০৩ পৃঃ, ফাতাওয়া নং ৩৯০১।*

'আমরা যা জানি তা হ'ল নবী করীম (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত হয়নি যে তারা ফরয ছালাতের পরে হাত তুলে দু'আ করেছেন। এজন্য পরিষ্কার বুঝা যায় এটা বিদ'আত'।[১৮]

(খ) মাননীয় মুফতী অন্যত্র বলেন,

وَأَمَّا كَوْنُ الْإِمَامِ يَدْعُوْ وَالْمأْمُوْمُوْنَ يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيْهِمْ وَيُؤَمِّنُوْنَ فَهذَا لَا أَصْلَ لَهُ بَلْ هُوَ مِنَ الْبِدْعِ الَّتِيْ يَجِبُ تَرْكُهَا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَّدْعُوْ وَهُوَ فِى صَلَاتِهِ فِي سُجُوْدِهِ وَقَبْلَ أَنْ يُّسَلِّمَ.

'ইমাম দু'আ করবে এবং মুক্তাদীরা তাদের হাত তুলে আমীন আমীন করবে এই প্রথার কোন ভিত্তি নেই; বরং এটা বিদ'আত, যা বর্জন করা ওয়াজিব। আর উত্তম হ'ল সে ছালাতের ভিতরে সিজদায় ও সালামের আগে দু'আ করবে'।[১৯]

(গ) তিনি অন্য আরেক জায়গায় বলেন,

لَا يُشْرَعُ رَفْعُهُمَا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِيْ وُجِدَتْ فِيْ عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرْفَعْ فِيْهَا كَأَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَقَبْلَ التَّسْلِيْمِ مِنَ الصَّلَاةِ وَحِيْنَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ. لِأَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْفَعْ فِيْ هذِهِ الْمَوَاضِعِ.

'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে যে সমস্ত স্থানে দু'হাত তুলে দু'আ করার প্রমাণ পাওয়া যায় না সে স্থানগুলোতে হাত তুলা যাবে না। যেমন- পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের পর, দুই সিজদার মাঝে, ছালাতের সালাম ফিরানোর আগে এবং জুম'আ ও দুই ঈদের খুৎবার মাঝে। কেননা রাসূল (ছাঃ) এ সমস্ত স্থানগুলোতে হাত তুলেননি'।[২০]

(৬) শায়খ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (১৩৩৩-১৪২০হিঃ)-এর মন্তব্যঃ

সুনানে আরবা সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থের ছহীহ ও যঈফ হাদীছের পার্থক্যকারী এবং এ সম্পর্কে বিশাল বিশাল বহু গ্রন্থের প্রণেতা জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)) উক্ত বিদ'আতী পদ্ধতিতে দু'আকারীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এ প্রথাকে বিদ'আত বলে ধিক্কার দিয়েছেন।

مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَشْرُوْعِيَّةِ الرَّفْعِ الْمَذْكُوْرِ ... وَلَيْسَ فِيْهَا حَدِيْثٌ وَاحِدٌ ثَابِتٌ.

১৮. *ঐ, মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাতুন মুতানাওয়াহ (রিয়াযঃ রিয়াছাহ ইদারাতুল বুহূছ আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, ৩য় প্রকাশঃ ১৪২৩ হিঃ), ১১/১৬৭ পৃঃ 'ফরয ছালাতের পর দু'আ সংক্রান্ত আলোচনা' দ্রঃ।*
১৯. *মাজমূউ ফাতাওয়া, ১১/১৭০ পৃঃ।*
২০. *মাজমূউ ফাতাওয়া, ১১/১৬৭ পৃঃ 'ফরয ছালাতের পর দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করার হুকুম সংক্রান্ত আলোচনা' দ্রঃ।*

‘উল্লিখিত স্থানে হাত তুলার ব্যাপারে শরী‘আতে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি। ... এমনকি এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য একটি হাদীছও নেই’।[২১] তিনি অন্যত্র প্রচলিত মুনাজাতকে বিদ‘আত আখ্যা দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং যারা মুনাজাত করে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

وَهَذَا هُوَ شُبْهَةُ الَّذِيْنَ يَسْتَحْسِنُوْنَ الْبِدْعَ فِي الدِّيْنِ وَلاَيَقُوْمُوْنَ وَزْنًا لِلنُّصُوْصِ الْقَاطِعَةِ بِكَمَالِ الدِّيْنِ.

‘এই কাজ করা তাদের মতই যারা দ্বীনের মধ্যে বিদ‘আত করাকে ভাল মনে করে এবং অকাট্য দলীল সাব্যস্ত করার জন্য শরী‘আতের পূর্ণাঙ্গতার উপর দলীল কায়েম করে না’। অতঃপর তিনি তাদের জন্য হেদায়াত কামন করেছেন এভাবে- نسأل الله لنا ولهم الهداية ‘আমরা আমাদের এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে হেদায়াত কামনা করছি’।[২২]

(৭) শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন (১৯২৭-২০০১ খৃঃ/১৩৪৭-১৪২১হিঃ)-এর মন্তব্যঃ

(ক) আল্লামা শায়খ ওছায়মীন (রহঃ)-কে ফরয ছালাতের পর মুছল্লীদের সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু‘আ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ’লে তিনি এ ব্যাপারে পরিষ্কার জবাব দেন,

أَمَّا الدُّعَاءُ أَدْبَارُ الصَّلَوَاتِ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ فِيْهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جِمَاعِيٍّ بِحَيْثُ يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ وَيُؤَمِّنُ عَلَيْهِ الْمَأْمُوْمُوْنَ فَهَذَا بِدْعَةٌ بِلَاشَكٍّ.

‘ফরয ছালাত সমূহের পরে দু‘আ করা ও দু’হাত তুলা যদি সম্মিলিতভাবে হয় যেমন- ইমাম দু‘আ করে আর মুক্তাদীগণ আমীন আমীন বলে তাহ’লে তা নিঃসন্দেহে বিদ‘আত হবে’।[২৩]

(খ) এছাড়া শায়খ ওছায়মীন (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ছালাতের পর দু‘আ করা এবং দু’হাত তুলার হুকুম কি? (مَاحُكْمُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ؟) উত্তরে তিনি বলেন,

২১. ঐ, সিলসিলা যঈফাহ, ২য় সংস্করণ, ৩/৩১ পৃঃ।
২২. বিস্তারিত দেখুনঃ হা/৫৭০১-এর আলোচনা।
২৩. আল্লামা ওছায়মীন, মাজমূউ ফাতাওয়া, ১৩/২৫৮ পৃঃ।

الجواب: لَيْسَ مِنَ الْمَشْرُوْعِ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَتَمَّ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا، وإِذَا كَانَ يُرِيْدُ الدُّعَاءَ فَإِنَّ الدُّعَاءَ فِى الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ كَوْنِهِ يَدْعُوْ بَعْدَ أَنْ يَّنْصَرِفَ مِنْهَا، وَلِهَذَا أَرْشَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىَ ذلِكَ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حِيْنَ ذَكَرَ التَّشَهُّدَ قَالَ: ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ.

‘উত্তরঃ ছালাত শেষ করে দু’হাত তুলা এবং দু‘আ করা শরী‘আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি সে দু‘আ করতে চায় তাহ’লে ছালাতের মধ্যে দু‘আ করা উত্তম, সালাম ফিরানোর পর দু‘আ করার চেয়ে। আর এটাই রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, যা ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ)-এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) তাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন, ‘অতঃপর তুমি (তাশাহহুদে) যা ইচ্ছা তাই চাইবে’।[২৪]

(৮) আবু আব্দুর রহমান জাইলান-এর বক্তব্যঃ

আবু আব্দুর রহমান জাইলান বিন খায়র আল-আরুসী বলেন,

فَأَصْلُ الدُّعَاءِ عَقْبُ الصَّلَوَاتِ بِهَيْئَةِ الْاِجْتِمَاعِ بِدْعَةٌ...وإنما كان هذا الدعاء بعد الصلوات بهيئة الاجتماع بدعة مع ثبوت مشروعية الدعاء مطلقا وورود بعض الأحاديث بمشروعية الدعاء بعد الصلوات خاصة لما قارنه من هذه الهيئة الاجتماعية ثم الالتزام فى كل الصلوات حتى تصير شعيرة من شعائر الصلاة فقد وصل الأمر فى بعض البلاد إلى أن اعتقد الجهال بأن الدعاء بعد الصلواب بالصورة الجماعية من مستحبات الصلاة مثل الراتبة التى تصلى بعد الصلاة أو أوكد منها.

‘ফরয ছালাতের পর সম্মিলিতভাবে দু‘আ করা বিদ‘আত। ছালাতের পর এই দু‘আ করা বিদ‘আত হওয়ার কারণ হ’ল, ছালাতের পরে সাধারণভাবে দু‘আ পাঠ করার বিধান শরী‘আত থাকার পরেও তা করা। কারণ এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে সম্মিলিত পদ্ধতি এবং বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক ছালাতের পর করা। ফলে তা ছালাতের অন্যান্য আহকাম সমূহের মধ্যে একটি আহকামে পরিণত হয়েছে। বরং কোন কোন দেশে এই বিষয়টি এমন পর্যায়ে গেছে যে, মূর্খরা মনে করে যে ছালাতের পর সম্মিলিতভাবে দু‘আ করা ছালাতের মধ্যকার সংশ্লিষ্ট বিষয়। তা যেন ছালাতের পরের সুন্নাত ছালাতের ন্যায় অথবা তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ’।[২৫]

২৪. ঐ, ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৩৩৯, নং ২৬২; ঐ, মাজমূউ ফাতাওয়া ১৪/৩৯৩।
২৫. ঐ, আদ্দু‘আ ওয়া মানযিলাতুহু মিনাল আক্বীদাতিল ইসলামিয়াহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬৯ -গৃহীতঃ আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম, বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুনাজাত, পৃঃ ৫৬।

(৯) ইবনুল হাজ্জ মাক্কীর বক্তব্যঃ

আল্লামা ইবনুল হাজ্জ মাক্কী (রহঃ) বলেন,

إِذْ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً فَسَلَّمَ مِنْهَا وَبَسَطَ يَدَيْهِ وَدَعَا وَأَمَّنَ الْمَأْمُوْنُ عَلَى دُعَائِهِ وَكَذلِكَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ بَعْدَهُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ كَذلِكَ بَاقِى الصَّحَابَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ وَشَيْئٌ لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَلَاشَكَّ فِى أَنَّ تَرْكَهُ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهِ بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ.

‘রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হ’তে এরূপ কিছুই বর্ণিত হয়নি যে, তিনি কোন ছালাত আদায় করে সালাম ফিরিয়েছেন এবং দু’হাত তুলে দু‘আ করেছেন আর মুক্তাদীগণ তাঁর দু‘আর সাথে আমীন আমীন বলেছেন। অনুরূপ তাঁর পরে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ থেকেও বর্ণিত হয়নি। কারণ এ ধরনের কোন কিছু রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবীদের মধ্য হতে একজনও করেননি। সুতরাং সিঃসন্দেহে তা করার চেয়ে ছেড়ে দেওয়া অধিক উত্তম; বরং উহা করা বিদ‘আত’।[২৬]

(১০) আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদীর বক্তব্যঃ

মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী (রহঃ) বলেন,

أما الدعاء الذى يفعله الأئمة بعد السلام فإنه لم يكن من عادة النبى صلى الله عليه وسلم و لم يثبت فى هذا الباب شئ من الأحاديث.

‘ফরয ছালাতের সালাম ফিরিয়ে সম্মিলিতভাবে ইমামগণ যে মুনাজাত করে থাকেন তা কখনো রাসূল (ছাঃ) করেননি এবং এ সম্পর্কে একটি হাদীছও পাওয়া যায়নি’।[২৭]

(১১) আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরীর মন্তব্যঃ

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ বিদ্বান মিশকাতের ভাষ্য ‘মির‘আতুল মাফাতীহ’-এর প্রণেতা আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, ‘ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পর ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিমলিতভাবে হাত উঠিয়ে ইমামের স্বরবে দু‘আ পাঠ ও মুক্তাদীদের স্বশব্দে ‘আমীন’ ‘আমীন’ বলার প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ’তে ছহীহ ও যঈফ সনদে কোন দলীল নেই’।[২৮]

(১২) মাওলানা আলীমুদ্দীনের বক্তব্যঃ

‘বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস’-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও প্রধান মুফতী আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (রহঃ) ফরয ছালাতের পর প্রচলিত পদ্ধতিতে দু‘আ করা ও জুম‘আর দিন দুই আযান দেওয়ার প্রতিবাদে ‘দুই আযান ও মুনাজাত’ নামে একটি বই লিখেছেন। তিনি তার ১৯৭১ সালে লেখা **‘কিতাবুদ দুআ’** নামক পুস্তকে বলেন,

২৬. *আল-মাদখাল ২/২৮৩ পৃঃ -গৃহীতঃ ......।*
২৭. *সিফরুস সা‘আদাত, পৃঃ ২০; গৃহীতঃ সম্মিলিত মুনাজাত, পৃঃ ১৭।*
২৮. *আল্লামা মুহাদ্দিছ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মাসিক মুহাদ্দিছ (বেনারসঃ জুন ’৮২), পৃঃ ১৯-২৯।*

‘মোটকথা ফরজ নামায পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাত উঠাইয়া দু‘আ করিলেন এবং সাহাবাগণ সমবেতভাবে হাত উঠাইয়া ‘আমীন, আমীন’ করিলেন- এই বিশেষ পদ্ধতিটির বর্ণনা সেহাহ সেত্তার হাদীছে কিংবা হাদীছের অন্যান্য গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য কোনও একটি সনদ দ্বারা প্রমাণিত হইতে দেখা যায় নাই। অথচ একথা অনস্বীকার্য যে, যত লোকের দু‘আ কবূল হইবে তন্মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর স্থান সর্বাগ্রে। অতএব যেমন তিনি সাহাবাগণকে লইয়া কুনুত পড়িয়াছিলেন অনুরূপ ফরজ নামাযান্তে দু‘আ করিলেন এবং সাহাবাগণ ‘আমীন, আমীন’ করিলেন এইরূপ স্পষ্টভাবে খোলাখুলি বর্ণনা অধুনা প্রচলিত নির্ভরযোগ্য হাদীছের গ্রন্থে পাওয়া যায় না’।[২৯]

অতঃপর মাননীয় লেখক বলেন, ‘সমবেতভাবে প্রচলিত প্রথায় দুআ করিবার নিয়মটি একটি মিষ্টি বেদআত। সুন্নাতে মুহাম্মাদীয়ার মধ্যে এক অভিনব অনুপ্রবেশ’।[৩০]

(১৩) প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের মন্তব্যঃ ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর আমীর এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন,

‘ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে সরবে দো‘আ পাঠ ও মুক্তাদীদের সশব্দে ‘আমীন’ ‘আমীন’ বলার প্রচলিত প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি’।[৩১]

এছাড়া বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ ‘আর-রাহীকুল মাখতূম’ সহ অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, ‘আইনী তুহফা সালাতে মোস্তফা’ বইয়ের প্রসিদ্ধ লেখক হাফেয আইনুল বারী আলীয়াভী, নেপালের সবচেয়ে বড় আলিম আল্লামা আব্দুর রঊফ ঝাণ্ডানগরী, মাওলানা আব্দুন নূর সালাফী, মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী, দেশবরেণ্য আলেমে দ্বীন ও শ্রেষ্ঠ মুনাযির মাওলানা আব্দুর রঊফ, আব্দুল খালেক সালাফী প্রমুখ প্রচলিত মুনাজাতকে বহু পূর্বেই বিদ‘আত বলেছেন এবং প্রত্যাখ্যান করেছেন। পাকিস্তানের সমস্ত আহলেহাদীছ সংগঠন এবং জামি‘আহ সালাফিয়া করাচী মাদরাসা সহ অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ সমূহ থেকে এই বিদ‘আত উঠে গেছে। ভারতের ‘অল-ইণ্ডিয়া জমঈয়তে আহলেহাদীছ’ সহ অন্যান্য সংগঠন এবং আহলেহাদীছের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান জামি‘আহ সালাফিয়া বেনারস থেকে এই প্রথা বহুদিন আগেই উৎখাত হয়েছে।

(৫) মাসিক আত-তাহরীকের ফাতাওয়াঃ

(ক) ‘ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) থেকে একাকী হাত তুলে দু‘আর বিশুদ্ধ প্রমাণ থাকলেও রাসূল (ছাঃ) তাঁর তেইশ বছরের নবী জীবনে কোন ফরয ছালাতের পরে প্রচলিত পদ্ধতিতে দু‘আ করেননি।[৩২]

২৯. *কিতাবুদ দুআ (প্রকাশকালঃ ১৯৭১ খৃঃ), পৃঃ ৫৭।*
৩০. *কিতাবুদ দুআ (প্রকাশকালঃ ১৯৭১ খৃঃ, পৃঃ ৫৮।*
৩১. *দ্রঃ ঐ, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৮২-৮৩।*
৩২. *বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মাসিক আত-তাহরীক, ফেব্রুয়ারী ’৯৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৩/৪৬।*

(খ) ফরয ছালাতের শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে প্রচলিত মুনাজাত পদ্ধতিটি ধর্মের নামে একটি নতুন সৃষ্টি। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সূত্রে কোন প্রমাণ নেই।[৩৩]

(৬) সাপ্তাহিক আরাফাতের বক্তব্যঃ

'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর একমাত্র মুখপত্র 'সাপ্তাহিক আরাফাত' ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দু'আ করাকে বিদ'আত বলে আখ্যা দিয়েছে। সমাজে প্রচলিত বিদ'আত সমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে- 'আযানের দু'আ পাঠ করার সময় দু'হাত উত্তোলন করা এবং জামা'আতের নামাযে ইমাম সালাম ফিরানোর পর সর্বদা সম্মিলিতভাবে দু'আ করাকে উত্তম ও পুণ্যের কাজ হিসেবে গণ্য করা।

২৪ নং টীকায় বলা হয়েছে, ফরয নামাযের পর সালাম ফিরিয়ে রাসূল (সা) মুসল্লিদেরকে নিয়ে দু'আ করার কোন প্রমাণ নেই।[৩৪]

হানাফী মাযহাবের ওলামায়ে কেরামঃ

(১) ছহীহ বুখারী ও তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেন,

نَعَمْ اَلْأَدْعِيَّةُ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ ثَابِتَةٌ كَثِيْرًا بِلَا رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَبِدُوْنِ الْاِجْتِمَاعِ.

'হ্যাঁ, ফরয ছালাতের পর সম্মিলিতভাবে দু'হাত তুলা ছাড়া অনেক দু'আর কথা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়'।[৩৫]

(২) উপমহাদেশের প্রখ্যত আলেম আল্লামা ইউসুফ বিন নূরী (রহঃ) বলেন,

قَدْ رَاجَ فِى كَثِيْرٍ مِنَ الْبِلَادِ الدُّعَاءُ بِهَيْئَةِ اجْتِمَاعِيَّةِ رَافِعِيْنَ أَيْدِيْهِمْ بَعْدَ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَلَمْ يَثْبُتْ ذٰلِكَ فِى عَهْدِهِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْأَخُصِّ بِالْمُوَاظَبَةِ نَعَمْ ثَبَتَتْ أَدْعِيَّةٌ كَثِيْرَةٌ بِالتَّوَاتِرِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنَّهَا مِنْ غَيْرِ رَفْعِ الْأَيْدِىْ وَمِنْ غَيْرِ هَيْئَةِ اجْتِمَاعِيَّةٍ.

'ফরয ছালাতের পর সম্মিলিতভাবে মুছল্লীদের হাত তুলে দু'আ করার পদ্ধতি অনেক জায়গায় প্রচলিত আছে। অথচ তা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না। বিশেষ করে সর্বদা করা। তবে ফরয ছালাতের পর অনেক দু'আ করার কথা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তা হাত তুলে নয় এবং সম্মিলিতভাবেও নয়'।[৩৬]

৩৩. *বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর '৯৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১৪/৪৯।*
৩৪. *সাপ্তাহিক আরাফাত, ৪১বর্ষ, সংখ্যা ৪০তম, ২৯শে মে ২০০০, পৃঃ ৭, ২৪ নং টীকা সহ।*
৩৫. *আল-উরফুশ শাযী , পৃঃ ৯৫, গৃহীতঃ সম্মিলিত মুনাজাত, পৃঃ ৪০।*
৩৬. *মা'আরিফুস সুনান ৩/৪০৯ পৃঃ; গৃহীতঃ মুফতী মুহিব্বুদ্দীন, শরয়ী মানদণ্ডে ফরয নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাত (চট্রগ্রামঃ ১৯৯৭), পৃঃ ১৫।*

(৩) আল্লামা রশীদ আহমাদ পাকিস্তানী-এর বক্তব্যঃ

আল্লামা রশীদ আহমাদ পাকিস্তানী (রহঃ) বলেন,

حضور أکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بانچ بار علانیہ باجماعت نماز ادا فرماتی تھی اکر آب صلی اللہ علیہ وسلم نی نماز کی بعد کبھی اجتماعی دعا فرمائی ہوتی تو اس کو کوئی نہ کوئی متنفس نقل کرتا مکر زخیرہ حدیث میی اس کا کھیں نیشان نھی ملتا.

'রাসূল (ছাঃ) প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত প্রকাশ্যে জামা'আতের সাথে আদায় করেছেন। যদি তিনি কখনো সম্মিলিভাবে মুক্তাদীগণকে নিয়ে মুনাজাত করতেন তাহ'লে নিশ্চয়ই একজন ছাহাবী হ'লেও বর্ণনা করতেন। কিন্তু তাঁর অসংখ্য হাদীছের মধ্যে মুনাজাত সম্পর্কে একটি হাদীছও পাওয়া যায় না'।[৩৭]

(৪) আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ) বলেন,

این طریقه که فی زماننا مروج است که امام بعد از سلام رفع یدین کرده دعاء می کند ومقتدی آمین آمین می کویند در زمانه آن حضرت صلی الله علیه وسلم نبود .

'বর্তমান সমাজে যে প্রচলিত প্রথা তথা ইমাম সালাম ফিরানোর পর দু'হাত তুলে দু'আ করা আর মুক্তাদীদের আমীন, আমীন বলার যে প্রথা চালু আছে তা রাসুল (ছাঃ)-এর যুগে ছিলনা'।[৩৮]

(৬) বাংলাদেশর প্রখ্যাত আলিম মুফতী ফায়যুল্লাহ হানাফী হাটহাজারী (রহঃ) বলেন,

ثم اعلموا أن هذه الأدعية الشائعة المتعارفة بين الخواص والعوام بالهيئة الاجتماعية رافعين أيديهم فى هذه الأزمنة المتأخرة كالدعاء عند افتتاح الوعظ وعند ختمه كالدعاء بعد صلوة العيدين أو بعد خطبتهما وكالدعاء فى صلوة التراويح بعد كل ترويحة وبعد الوتر بالهيئة الاجتماعية وكالدعاء بعد النكاح بالهيئة الاجتماعية وكالدعاء بعد زيارة القبور مجتمعين وكالدعاء ليلة ختم التراويح فى شهر رمضان باهتمام مجتمعين و كالدعاء الحادث فى هذه الأزمنة المتأخرة يوم ختم البخارى باهتمام شديد وكالدعاء بعد المكتوبة بالهيئة الاجتماعية رافعين الأيدى كل هذه أمور حادثة لم تكن فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ولا فى زمان الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين يقينا إنما أحدثت بعد تلك الأزمنة المتبركة من حيث كونها أمورًا دينية بالذات واصالة حتى صارت كأنها شعائر الدين.

৩৭. *আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৬৮ পৃঃ; গৃহীতঃ -সম্মিলিত মুনাজাত, পৃঃ ২৫।*
৩৮. *ফাতাওয়া আব্দুল হাই ১/১০০ পৃঃ -গৃহীতঃ সম্মিলিত মুনাজাত, পৃঃ ১৫।*

'জেনে রাখ, বর্তমানে সম্মিলিত আকারে দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করার যে প্রচলন রয়েছে যেমন- বক্তব্যের পূর্বে ও পরে, দুই ঈদের ছালাতের পর অথবা খুৎবার পর, তারাবীহর ছালাতের প্রতি চার রাক'আতের পর, বিতিরের পর, বিবাহের পর, কবর যিয়ারতের পর, বুখারী শরীফের খতমের পর, রামাযানে তারাবীহ খতমের পর, ফরয ছালাতের পর দু'হাত উঠিয়ে সম্মিলিত আকারে দু'আ করা নিঃসন্দেহে বিদ'আত যা রাসূল (ছাঃ), ছাহাবা, তাবেঈন ও মুজতাহিদ ইমামগণের সময় ছিল না' বরং তা স্বর্ণ যুগের পরে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে চালু হয়েছে যেন তা দ্বীনের বিধান।[৩৯]

মাওলানা অন্যত্র বলেন,

بعد فرائض هميشه سب اكتهى ملكر جماعت كى شكل ميى هات اٹهاكر دعا كرنا شريعت غراء ميى ايسى دعا كا اصلا وقطعا كوئ ثبوت نهي هى نه تعامل سـلف سى نه احاديث سى خواه وه صحيح هو ياضعيف يا موضوع- اور نه كسى فقه كى عبارت سى يه دعاء يقينا بدعت هى.

'ফরয ছালাতের পরে ইমাম ও মুক্তাদী হাত উঠিয়ে সম্মিলিতভাবে সর্বদা দু'আ করা মৌলিক বা অকাট্যভাবে জলন্ত শারী'আত দ্বারা প্রমাণিত নয়। পূর্ববর্তীদের আমল দ্বারাও প্রমাণিত নয়। কোন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় ছহীহ হোক বা যঈফ কিংবা মওযূ (বানোয়াট-জাল)। এমনকি ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈ থেকেও কোন প্রমাণ নেই; বরং ইহা স্পষ্ট বিদ'আত'।[৪০]

(৭) **আবুল আলা মওদূদীর বক্তব্যঃ** জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) বলেন, 'এতে সন্দেহ নেই বর্তমানে জামাআতে নামায আদায় করার পর ইমাম সাহেব ও মুক্তাদীগণ মিলে যে পন্থায় দু'আ করেন এ পন্থা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লামের যামানায় প্রচলিত ছিল না। এ কারণে কিছু সংখ্যক আলিম এ পন্থাকে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন'।[৪১]

উল্লেখ্য, উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ মাদরাসা 'দারুল উলূম দেওবন্দ' এবং বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মাদরাসা চট্রগ্রাম হাটহাজারী সহ বহু হানাফী প্রতিষ্ঠান থেকে উক্ত প্রথা উঠে গেছে।

মাসিক পৃথিবীর ফৎওয়াঃ

'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'-এর মাসিক পত্রিকা 'পৃথিবী' প্রচলিত পদ্ধতিতে দু'আ করা যে হাদীছ বিরোধী, তা প্রশ্নোত্তর কলামে এভাবে উল্লেখ করেছে যে, 'ফরয নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসল্লীদেরকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করেছেন এরূপ কোন হাদীস পাওয়া যায় না'।[৪২] অন্য আরেক সংখ্যায় বলা হয়েছে, 'ফরয

৩৯. *আহকামুদ দাওয়াত আল-মুরাওয়াজাহ, পৃঃ ১০-গৃহীত: 'সম্মিলিত মুনাজাত' পৃঃ ৩৩।*

৪০. *ঐ, আহকামুদ দা'ওয়াত আল-মুরাওয়অজাহ, পৃঃ ২১; গৃহীতঃ সম্মিলিত মুনাজাত, পৃঃ ২১।*

৪১. *রাসায়েল ও মাসায়েল, ১/১৩০-৩১ পৃঃ।*

৪২. *ঐ, আগষ্ট '৯৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর নং ৩ পৃঃ ৭১-৭২।*

নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসল্লীদেরকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করেছেন এধরণের কোন হাদীস যদি আপনাদের কারো জানা থাকে তাহ'লে কিতাবের নাম, প্রকাশক, সংস্করণ, অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে জানালে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব'।[৪৩]

মুসলিম দেশগুলোর অবস্থানঃ

আমরা মুসলিম দেশগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে জানতে পারি, যে দেশগুলোতে সর্ব প্রথম ইসলামের সূচনা হয়েছে এবং যে সমস্ত দেশের অধিবাসীরা আমাদের দেশ তথা ভারত উপমাহাদেশের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে। যেমন পবিত্র মক্কা-মদীনা তথা সউদী আরব, কুয়েত, সিরিয়া, বাহরাইন, আরব আমিরাত, জর্ডান, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশের কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারীরা ফরয ছালাতের পরে প্রচলিত পদ্ধতিতে দু'আ করে না। বরং তারা ছালাতের পর ছহীহ হাদীছে বর্ণিত যিকির সমূহ নিজে নিজে পড়ে থাকে।

প্রচলিত মুনাজাতের ইতিহাসঃ

শরী'আতে প্রচলিত মুনাজাতের কোন অস্তিত্ব নেই তা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী পণ্ডিতদের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তারা পূর্বের যুগের হোন বা বর্তমান যুগের হোন। উভয় যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণ একে বিদ'আত বলেছেন। তা'হলে এই নতুন প্রথা কখন চালু হ'ল, এবং কোথায় চালু হ'ল, কারা চালু করল সে প্রশ্ন অনেকেরই। প্রচলিত মুনাজাত সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হ'ল- ৬০০ হিজরীর পূর্বে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। এর পূর্বে চালু হ'লে পক্ষে বা বিপক্ষে অবশ্যই আলোচনা পাওয়া যেত। সাড়ে ছয়শ' হিজরীর পরে এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) ৬৬১ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাকে এই প্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, এটি বিদ'আত। ইহা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না। এরপর তাঁরই ছাত্র ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, এই প্রথা ছহীহ বা যঈফ কোন প্রকার হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাঁর জন্ম ৬৯১ হিজরীতে, মৃত্যু ৭৫১ হিজরীতে। তারপর থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রতি যুগেই হক্বপন্থী আলেমগণ একে বিদ'আত বলে আসছেন। জানা আবশ্যক যে, ইসলামের নামে যত বড় বড় নতুন প্রথা চালু হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই চালু হয়েছে ৬০০ হিজরীর আগে পরে। যেমন- মীলাদের মত সর্বাধিক পরিচিত বিদ'আতী প্রথা চালু হয়েছে ৬০৪ বা ৬২৫ হিজরীতে। ক্বিয়াম প্রথা চালু হয়েছে এই শতাব্দীর শেষের দিকে। শবেবরাতের মত বিশাল মিথ্যা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে ৪৪৮ হিজরীতে। অনুরূপ ১০ই মুহাররমের বিদ'আতী উৎসব ৩৫১ বা ৩৫২ হিজরীতে। ২৭ রজবের মজমা শুরু হয়েছে ঐ একই সময়ে। সুতরাং মুনাজাতও যে এর ফাঁকে চালু হয়েছে তা স্পষ্ট করেই বলা যায়। তাই মীলাদ, ক্বিয়াম, শবেবরাত প্রভৃতি প্রথা যেমন বিদ'আত তেমনি মুনাজাতও বিদ'আত। এগুলো যেমন প্রকৃত মুসলিম সমাজে স্থান পায়নি সুতরাং এই বিদ'আতী মুনাজাতও স্থান পাওয়ার কথা নয়। তাই সুন্নাতকে সংরক্ষণ করার মহান স্বার্থে এই বিদ'আতকে ঐক্যবদ্ধভাবে উৎখাত করা অপরিহার্য।

৪৩. ঐ, জুলাই ২০০০ প্রশ্নোত্তর ৬, পৃঃ ৭৫।

পঞ্চম অধ্যায়

অন্যান্য স্থানে দলবদ্ধ দু'আ

(এক) মৃতকে দাফন করার পর কবরস্থানে দলবদ্ধভাবে দু'আ করার বর্ণনাঃ

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর সম্মিলিতভাবে দু'আ করার যে রেওয়াজ সমাজে চালু আছে শরী'আতে তার ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। মূলত জানাযাই মৃত্যু ব্যক্তির জন্য বিশেষ দু'আ। প্রচলিত পদ্ধতিকে জায়েয করার জন্য যে বর্ণনা পেশ করা হয় তা জাল। যেমন-

عن حصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لأرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فاذنوني به وعجلوا فلـــم يبلغ النبى صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي وكان قال لأهلـــه لما دخل الليل إذا مت فادفنوني ولاتدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فـــإني أخاف عليه يهودا أن يصاب بسببي فأخبر النبى صلى الله عليه وســـلم حـــين أصبح فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه ثم رفع يديه فقال اللهم ألق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه.

(২৬) হুসাইন বিন ওয়াহওয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ত্বালহা ইবনু বারা একদা অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে রাসূল (ছাঃ) তাকে দেখতে এসে বললেন, ত্বালহা মৃত্যুর রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং তোমরা আমাকে তার মৃত্যুর খবর জানাবে। কিন্তু তারা তাড়াহুড়া করল। রাসূল (ছাঃ) বাণী সালেম বিন আওফের নিকট না পৌঁছতেই সে মারা গেল। সে তার পরিবারকে আগেই বলেছিল আমি রাত্রে মৃত্যুবরণ করলে তোমরা আমাকে দাফন করবে আর রাসূল (ছাঃ)-কে ডেকো না। কারণ আমি আশংকা করছি আমার কারণে তিনি ইহুদী কর্তৃক আক্রান্ত হ'তে পারেন। অতঃপর সকাল হ'লে রাসূল (ছাঃ)-কে সংবাদ দেওয়া হয়। ফলে তিনি এসে তার কবরের পাশে দাঁড়ান এবং লোকেরাও তাঁর সাথে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ায়। তারপর তিনি তাঁর দু'হাত তুললেন এবং দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! ত্বালহার জন্য বংশধর অবশিষ্ট রাখুন যার দিকে আপনি সন্তুষ্টি হবেন আর সে আপনার প্রতি সন্তুষ্টি হবে।[১]

১. *তাবরাণী, মু'জামুল কবীর হা/৩৪৭৩; ফাযযুল বি'আ হা/২৮; ফাৎহুল বারী ৩/১৫২, হা/১২৪৭-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫।*

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি জাল। উক্ত হাদীছের শেষাংশ অর্থাৎ 'অতঃপর তিনি দু'হাত তুললেন এবং দু'আ করলেন....এই কথাটুকু তাবরানী ব্যতীত অন্য কোন হাদীছের গ্রন্থে নেই। এটি ছহীহ হাদীছের সরাসরি বিরোধী। কারণ উক্ত হাদীছ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও সেই অংশ নেই। বিশেষ করে এই হাদীছটি ছহীহ বুখারীতে প্রায় ৮ জায়গায় এসেছে কিন্তু কোন স্থানে ঐ অতিরিক্ত অংশটুকু নেই।[২] তার মধ্যে একটি হ'ল-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قَالَ مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوْهُ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوْهُ فَقَـــالَ مَـــامَنَعَكُمْ أَنْ تَعْلَمُوْنِيْ؟ قالُوْا كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا وَكَانَتْ ظُلْمَةً أَنْ نَّشُقَّ عَلَيْكَ فَـــأَتَى قَبْـــرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি মারা যায়, যাকে রাসূল (ছাঃ) দেখতে গিয়েছিলেন। সে রাত্রিতে মারা গেলে লোকেরা তাকে রাতেই দাফন করে ফেলে। সকাল হ'লে তারা রাসূল (ছাঃ)-কে সংবাদ দেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমাকে জানাতে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিল? তারা বলল, রাত্রির কারণে আমরা আপনাকে সংবাদ দেওয়া অপসন্দ করেছি। আর রাত্রিও ছিল গাঢ় অন্ধকার। তাই আমরা আপনাকে কী করে কষ্ট দেই। অতঃপর তিনি কবরের কাছে গেলেন এবং ছালাত পড়লেন।[৩] অন্য হাদীছে এসেছে, 'তিনি তাদের ইমামতি করলেন আর তারা তাঁর পিছনে ছালাত আদায় করল'।[৪] অন্যত্র এসেছে, 'তিনি দাঁড়ালেন আর আমরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম'।[৫] এভাবে অন্যান্য বর্ণনাগুলোতেও একই শব্দ এসেছে। কিন্তু ঐ বাড়তি অংশ নেই।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত বর্ণনার সনদে অনেক ত্রুটি রয়েছে। ইবনুল কালবী (রহঃ) বলেন, বর্ণনাটি মুরসাল হিসাবে যঈফ। কারণ হাদীছটি সাঈদ বিন উরওয়াহ থেকে হুছাইন বিন ওয়াহওয়াহ বর্ণনা করেছে। অথচ উভয়ের সাথে কোনদিন সাক্ষাৎ হয়নি।[৬]

২. *ছহীহ বুখারী হা/৮৫৭, ১২৪৭, ১৩১৯, ১৩২১, ১৩২২, ১৩২৬, ১৩৩৬ ও ১৩৪০, ১/১৬৭ ও ১৭৮-৭৯ পৃঃ।*
৩. *ছহীহ বুখারী হা/১২৪৭, ১/১৬৭ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; মিশকাত হা/১৬৫৮-৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৬৯-৭০, ৪/৫৮ পৃঃ।*
৪. فأمهم وصلوا خلفه -*বুখারী হা/১৩৩৬, ১/১৭৮ পৃঃ।*
৫. فقام فصففنا خلفه -*বুখারী হা/১৩২১; আবুদাউদ হা/৩২০৩।*
৬. لاتثبت لهما صحبة -*ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ, ২/২৬১-২৬২ পৃঃ ও ৯/১০৩ পৃঃ, রাবী নং- ৭৭৪৫; যঈফ আবুদাউদ হা/৩১৫৯; মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২৩২; আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৬২৫।*

দাফন করার পর করণীয়ঃ

মূলত জানাযাই দু'আ। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও গ্রাম্য মৌলভীদের দু'আর অর্থ না জানার কারণে দাফনের পর প্রচলিত বিদ'আত চালু আছে। তারা যে দু'আগুলো পড়ে থাকেন সেগুলো সব নিজেদের উদ্দেশ্যেই করেন। তাতে মৃত ব্যক্তির কোন লাভ হয় না। অবুঝ লোকেরা কেবল আমীন আমীন বলে তাড়াহুড়া করে চলে আসে। অথচ এ সময় প্রত্যেককেই মাইয়েতের জন্য বিনীতভাবে ইস্তিগফার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যা করতে হবে দীর্ঘক্ষণ ধরে। যেমন হাদীছে এসেছে-

عن عثمان رضى الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ ثُمَّ سَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ.

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মুরদাকে দাফন করে অবসর গ্রহণ করতেন তখন সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি বলতেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁর জন্য কবরে স্থায়ীত্ব চাও (অর্থাৎ সে যেন ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে)। এখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে'।[৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ছাহাবী আমর ইবনুল 'আছ মুমূর্ষু অবস্থায় তার সন্তানদেরকে বলেছিলেন,

فَإِذَا دَفَنْتُمُوْنِىْ فَشُنُّوْا عَلَىَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِىْ قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِه رُسُلَ رَبِّىْ.

'যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে, তখন আমার উপর ধীরে ধীরে মাটি দিবে। অতঃপর আমার কবরের পার্শ্বে অবস্থান করবে, যতক্ষণ একটি উট যবহে করে তার গোশত বন্টন করতে সময় লাগে। যাতে আমি তোমাদের কারণে স্বস্থি লাভ করতে পারি এবং আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেশতাগণের কী উত্তর দিব তা যেন জানতে পারি'।[৮]

অতএব সুন্নাত হ'ল দাফনের পর উপস্থিত প্রত্যেকেই মাইয়েতের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আরবী দু'আগুলো জানা থাকলে আরবীতেই করবে। অন্যথা নিজ নিজ ভাষায় মাইয়েতের জন্য একান্তভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করবে যেন সে প্রশ্নোত্তরে সফল হয় এবং কবরের আযাব থেকে মুক্তি লাভ করে। এ সময় মাইয়েতের জন্য নিম্নের দু'আগুলো বার বার পড়বেঃ

١-اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَثَبِّتْهُ.

৭. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩২২১, পৃঃ ৪৫৯, 'কবর স্থান থেকে ফিরার সময় মাইয়েতের জন্য ইস্তিগফার করা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১৩৩, পৃঃ ২৬।*

৮. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/১৭১৬, পৃঃ ১৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬২৪, ৪/৭৯ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃতকে দাফন করা' অনুচ্ছেদ।*

***(১) উচ্চারণঃ** আল্ল-হুম্মাগ্ফির লাহূ ওয়া ছাব্বিতহু।* অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তাকে (প্রশ্নোত্তরে ও ঈমানের উপর) অটল রাখুন'।[৯]

٢-اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

***(২) উচ্চারণঃ** আল্ল-হুম্মাগফিরলাহু ওয়ারহামহু ইন্নাকা আংতাল গফূরুর রহীম।* **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল দয়ালু'।[১০]

٣-اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِـي الْغَـابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ.

***(৩) উচ্চারণঃ** আল্ল-হুম্মাগ্ফির্ লাহূ ওয়ার্ফা' দারাজাতহূ ফিল মাহ্দিইয়ীনা। ওয়াখ্লুফহূ ফী 'আক্বিবিহি ফিল গ-বিরীন, ওয়াগ্ফির্ লানা ওয়া লাহূ ইয়া রব্বাল 'আ-লামীন। ওয়াফসাহ লাহূ ফী ক্ববরিহী ওয়া নাব্বির লাহূ ফীহি।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে মাফ করে দিন। হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তার পিছনে যারা রয়ে গেল তাদের মধ্যে আপনি প্রতিনিধি হন। হে জগৎ সমূহের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করুন। তার কবর প্রশস্ত করে দিন এবং তার জন্য কবরকে আলোকিত করুন'।[১১]

(৪) জানাযার ছালাতে পঠিত দু'আগুলোও বারবার পড়ে মাইয়েতের জন্য দু'আ করবে। বিশেষ করে প্রথম দু'আটি, যেখানে মাইয়েতের জন্য চাওয়া-পাওয়ার সবকিছুই আছে। এভাবেই বিনীত হয়ে বার বার আল্লাহর নিকট মৃত্যু ব্যক্তির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে।

(৫) যারা দু'আ জানে না তারা নিজ নিজ ভাষায় আন্তরিকভাবে মাইয়েতের জন্য ক্ষমা চাইবে।

উল্লেখ্য, মাটি দেওয়ার সময় সাধারণ দু'আ হিসাবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলবে। এ সময় পঠিতব্য বহুল প্রচলিত দু'আটি নিতান্তই যঈফ যা ছেড়ে দেওয়া যরূরী।[১২] দু'আটি নিম্নরূপ,

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرى.

৯. *আবুদাঊদ, পৃঃ ৪৫৯; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩২২১, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১৩৩, পৃঃ ২৬; সাঈদ ইবনু আলী আল-কাহতানী, হিছনুল মুসলিম, অনুবাদঃ মোহাঃ এনামুল হক (ঢাকাঃ ৭৮, উত্তর যাত্রাবাড়ী, মে ২০০১), পৃঃ ২১৫, দু'আ নং ১৬২।*

১০. *আবুদাঊদ, পৃঃ ৪৫৭; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩২০২, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬০।*

১১. *ছহীহ মুসলিম হা/২১৩০ (৯২০), ১/৩০১ পৃঃ; মিশকাত হা/১২১৯, 'জানাযা' অধ্যায়।*

১২. *আহমাদ ৫/২৫৪; তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৪০১; ডঃ আব্দুল করীম বিন আব্দুল্লাহ আল-খাযীর, আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী (রিয়াযঃ দারুল মুসলিম, ১৯৯৭/১৪১৭), পৃঃ ২৮৩-৮৪।*

জানাযার দু'আঃ

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ 'যখন তোমরা মাইয়েতের জানাযা পড়বে তখন তার জন্য খালেছ অন্তরে দু'আ করবে'।[১৩]

(১) প্রথম দু'আঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَادْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ.

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মাগ্‌ফির লাহূ ওয়ারহামহূ ওয়া 'আ-ফিহী ওয়া'ফু 'আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহূ ওয়া ওয়াস্‌সি' মাদ্‌খলাহ, ওয়াগ্‌সিলহু বিলমা-য়ি ওয়াছ-ছালজি ওয়ালবারাদ। ওয়া নাক্কিহী মিনাল খাত্ব-ইয়া কামা নাক্কায়তাছ ছাওবাল আব্‌ইয়াযা মিনাদ দানাস। ওয়া আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহী, ওয়া আহলান খাইরাম মিন আহলিহী ওয়া ঝাওজান খাইরাম মিন ঝাওজিহী। ওয়া আদ্‌খিলহুল জান্নাতা, ওয়া আ'ইয্‌হু মিন 'আযা-বিল ক্বরি ওয়া 'আযা-বিন না-র।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন, তার উপর রহম করুন, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তা দান করুন, তাকে ক্ষমা করুন, মর্যাদার সাথে তার আপ্যায়ন করুন, তার বাসস্থান প্রশস্ত করে দিন। আপনি তাকে ধৌত করে দিন পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে। আপনি তাকে পাপ হ'তে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিন যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। তাকে দুনিয়ার ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর প্রদান করুন। তাকে দুনিয়ার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার দান করুন। তার দুনিয়ার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করুন এবং আপনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর তাকে কবরের আযাব এবং দোযখের আযাব হ'তে রক্ষা করুন'।[১৪]

(২) দ্বিতীয় দু'আঃ

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

১৩. *আবুদাউদ, পৃঃ ৪৫৬; মিশকাত হা/১৬৭৪; ছহীহ আবুদাউদ হা/৩১৯৯, সনদ হাসান।*
১৪. ছহীহ *মুসলিম হা/২২৩২ (৭৬৩), ১/৩১১ পৃঃ; মিশকাত হা/১৬৭৫, 'জানাযা' অধ্যায়।*

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মাগ্‌ফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গ-য়িবিনা ওয়া ছগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উংছা-না। আল্ল-হুম্মা মান আহইয়াইতাহূ মিন্না ফাআহয়িহী 'আলাল ইসলা-ম, ওয়া মাং তাওয়াফফাইতাহূ মিন্না ফাতাওয়াফফাহূ 'আলাল ঈমান। আল্ল-হুম্মা লা তাহরিমনা আজ্‌রাহূ ওয়ালা তাফ্‌তিন্না বা'দাহূ।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নর-নারী সকলকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের জীবিত রাখবেন তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন, আর যাদেরকে মৃত্যু দান করেন, তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার নেকী হ'তে বঞ্চিত করবেন না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না'।[১৪]

কবর যিয়ারত প্রসঙ্গঃ

জানা আবশ্যক যে, কবর যিয়ারত একটি ইবাদত। যা রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতি মোতাবেক আদায় করতে হবে। নিজের ইচ্ছামত করলে সে ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না। ডাকা হাঁকা করে লোকজন একত্রিত করে, নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যে কবর যিয়ারত করা নিকৃষ্ট বিদ'আত। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী জুম'আর দিন, ঈদের দিন, ভুয়া অনুষ্ঠান শবেবরাতের দিন, শুধু রামাযান মাস বা ২৭ রামাযান, মৃত্যু দিবস, জন্ম দিবস ইত্যাদি দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে যিয়ারত করা সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। এতে মাইয়েতের কোন লাভ হয় না। পরকালের পথে যারা যাত্রা করেছে তারা সর্বদাই জীবিতদের নিকট কল্যাণ প্রত্যাশা করে। তাই সর্বদা তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করা অপরিহার্য। রাতে-দিনে যে কোন সময় কবরস্থানে গিয়ে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং সকল মুসলিম নর-নারীর জন্য মাগফিরাত কামনা করবে। একাকী কবর যিয়ারত করতে যাবে এবং হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ ধরে দু'আ করবে। এটাই রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক অনুমোদিত সুন্নাত। ডাকা-হাঁকা করে সবাই একত্রিত হয়ে কবর যিয়ারত করার যেমন প্রমাণ নেই, তেমনি দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দু'আ করার কোন প্রমাণ নেই। যদি কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই তাৎক্ষণিক কয়েকজন যায় তবে সাধারণভাবে নিজ নিজ দু'আ করবে। নবী করীম (ছাঃ) রাতের অন্ধকারে কবর স্থানে গিয়ে একাকী দীর্ঘক্ষণ ধরে হাত তুলে দু'আ করেছেন। যেমন-

قَالَتْ عَائِشَةُ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّيْ وَعَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا بَلَى قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِيْ اَلَّتِيْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيْهَا عِنْدِى انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَائَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرْفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ

১৪. *আবুদাউদ, পৃঃ ৪৫৬; ছহীহ আবুদাউদ হা/৩২০১; মিশকাত হা/১৬৫৫, পৃঃ ১৫৬, সনদ ছহীহ।*

فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَأَخَذَ رِدَائَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ فَأَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِيْ فِي رَأْسِيْ وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِيْ ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى أَثَرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيْعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে আমার ও রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে সংঘটিত ঘটনা বর্ণনা করব না? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, একদা রাতে রাসূল (ছাঃ) আমার নিকটে ছিলেন। তিনি রাতে শোয়ার সময় তাঁর চাদর রাখলেন এবং জুতা খুলে দু'পায়ের নিকটে রাখলেন। অতঃপর তিনি তার কাপড়ের এক পার্শ্ব বিছানায় বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। অল্প সময় এ খেয়ালে থাকলেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। অতঃপর ধীরে চাদর নিলেন ও জুতা পরলেন এবং দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন এবং আস্তে করে দরজা বন্ধ করলেন। তখন আমিও কাপড় পরে চাদর গুছিয়ে মাথায় দিয়ে তার পিছনে চললাম। তিনি 'বাক্বীউল গারক্বাদে' পৌঁছলেন এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তিনবার হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন'।[১৫]

কবর যিয়ারতের দু'আ সমূহঃ

১-اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

(১) উচ্চারণঃ *আস্‌সালা-মু 'আলা আহ্‌লিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুস্‌লিমীনা। ওয়া ইন্না ইংশা-আল্ল-হু বিকুম লালা-হিকূন। নাস্‌আলুল্ল-হা লানা ওয়া লাকুমুল 'আ-ফিয়াহ।*

অর্থঃ 'হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলিম! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হৌক। আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি'।[১৬]

২-اَلسَّلاَمُ عَلَيْ أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَ الْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ.

(২) উচ্চারণঃ *আস্‌সালা-মু 'আলা আহ্‌লিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুস্‌লিমীনা। ওয়া ইয়ারহামুল্ল-হুল মুস্তাক্বদিমীনা ওয়াল মুসতা'খিরীনা। ওয়া ইন্না ইংশা-আল্ল-হু বিকুম লালা-হিকূন।*

১৫. ছহীহ *মুসলিম, হা/২২৫৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৩।*
১৬. ছহীহ *মুসলিম, মিশকাত, হা/১৭৬৪, পৃঃ ১৫৪।*

অর্থঃ 'কবরবাসী মুমিন ও মুসলিমদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হৌক! অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি'।[১৭]

২-اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ ! وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ.

(৩) ***উচ্চারণঃ*** *আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম দা-রা ক্বওমিন মু'মিনীনা। ওয়া আতা-কুম মা তূ'আদূনা গদাম মুআজ্জালূনা। ওয়া ইন্না ইংশা-আল্ল-হু বিকুম লালা-হিকূন।*

অর্থঃ 'হে মুমিন সম্প্রদায়! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক। তোমাদের আগামী কালের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা তোমরা সত্ত্বর পেয়ে যাবে। অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব ইনশাআল্লাহ।[১৮]

উল্লেখ্য যে, ক্বর যিয়ারতের বহুল প্রচলিত নিম্নোক্ত দু'আটি যঈফ।[১৯]

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ.

(দুই) ঈদের ছালাতের পর দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দু'আ করার প্রমাণ কোথায়?

ঈদের ছালাতের খুৎবা শেষ করে ইমাম-মুক্তাদী মিলে হাত উঠিয়ে দু'আ করার প্রচলিত প্রথাটি সুন্নাত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের যুগে এ প্রথার অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তীতে মানুষেরা এই বিদ'আত চালু করেছে। রাসূল (ছাঃ) খুৎবার পর পুনরায় ঈদগাহে বসতেন না। তিনি পুরুষদের নিকট বক্তব্য দেওয়ার পর বেলাল (রাঃ)-এর সাথে মহিলাদের দিকে অগ্রসর হ'তেন এবং তাদের নছীহত করতেন। অতঃপর সেখান থেকে বাড়ি চলে যেতেন। যেমন স্পষ্টভাবে হাদীছে এসেছে-

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعِيْدَ؟ قَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَّلاَ إِقَامَةً ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلاَلٍ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلاَلٌ إِلَى بَيْتِهِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনি কি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ঈদের ছালাতে উপস্থিত ছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তিনি ঈদগাহে বের হ'তেন এবং ছালাত আদায় করতেন, তারপর খুৎবা দিতেন। কিন্তু আযান বা ইক্বামত

১৭. ছহীহ *মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৭, পৃঃ ১৫৪।*
১৮. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৬, 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ।*
১৯. *যঈফ তিরমিযী হা/১০৫৩; সনদ যঈফ, মিশকাত হা/১৭৬৫।*

দিতে বলতেন না। অতঃপর তিনি মহিলাদের নিকট আসতেন। তিনি তাদের নছীহত করতেন, উপদেশ দিতেন এবং দান করার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর আমি তাদেরকে দেখতাম তারা তাদের কানের ও গলার গয়না খুলে বিলালের দিকে নিক্ষেপ করত। তারপর তিনি এবং বেলাল (রাঃ) সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে তাঁর বাড়ির দিকে আসতেন।[২০]

বুঝা গেল রাসূল (ছাঃ) খুৎবার মাঝে যেমন বসতেন না তেমনি খুৎবার পরেও ঈদগাহে বসতেন না। তিনি খুৎবার মাঝেই সকল মুমিন-মুসলিমের জন্য দু'আ করতেন, খুৎবার পর প্রচলিত পন্থায় মুনাজাত করতেন না। যেমন অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَذَاوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ يَارَسُوْلَ اللهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

উম্মু আত্বিয়াহ (রাঃ) বলেন, আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমরা যেন ঋতুবতী ও কুমারী মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিন ঈদগাহে নিয়ে যাই। অতঃপর তারা যেন মুসলিমদের জামা'আতে ও দু'আয় উপস্থিত হয় এবং ঋতুবতী মেয়েরা যেন তাদের মুছল্লা থেকে দূরে থাকে। জনৈকা মহিলা বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাদের কারো যদি চাদর না থাকে? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার পড়শী তাকে চাদর পরাবে'।[২১]

উক্ত হাদীছে উল্লেখিত দু'আ বলতে খুৎবার মাঝে তাকবীর, তাহলীল, তাহমীদ, তাসবীহ অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার', 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', 'আল-হামদু লিল্লাহ', 'সুবহা-নাল্লাহ ইত্যাদি যিকির করা উদ্দেশ্য। যেমন রাসূল (ছাঃ) অন্য এক হাদীছে বলেছেন, أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ 'সর্বোত্তম যিকির হ'ল 'লা ইল-হা ইল্লাল্লাহ' আর সর্বোত্তম দু'আ হল 'আল-হামদুলিল্লাহ'।[২২] তাই ঈদের দিনের তাকবীর হিসাবে ছহীহ সূত্রে নিম্নের দু'আ বর্ণিত হয়েছে-

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

উচ্চারণঃ *আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্‌দ।*[২৩]

২০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৯৭৭, ১/১৩৩-১৩৪ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম ১/১৮৯ পৃঃ; মিশকাত হা/১৪৩৯, পৃঃ ১২৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৪৫, ৩/২১০ পৃঃ; নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৪৬, সনদ ছহীহ।*

২১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৯৮১, ১/১৩৩ পৃঃ; মিশকাত হা/১৪৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৪৭, ৩/২১০ পৃঃ।*

২২. *ছহীহ তিরমিযী হা/৩৩৮৩, সনদ হাসান; মিশকাত হা/২৩০৬, পৃঃ ২০১।*

২৩. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, সনদ ছহীহ, ইরওয়া ৩/১২৫ পৃঃ, হা/৬৫৪-এর আলোচনা দ্রঃ।*

দ্বিতীয়তঃ এর দ্বারা খুৎবা ও খুৎবার মাঝের দু'আ, ইস্তিগফার, দরূদ উদ্দেশ্য, যা ইমাম ছাহেব সকল মুসলিম উম্মাহর জন্য করবেন। আর মুক্তাদীগণ ইমামের তাকবীরের সাথে তাকবীর পড়বে এবং দু'আর সাথে আমীন আমীন বলবে।[২৪] যেমন ছহীহ বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ একই রাবী থেকে এসেছে,

فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيْرِهِمْ وَيَدْعُوْنَ بِدُعَائِهِمْ وَيَرْجُوْنَ بَرَكَةَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتِهِ.

'অতঃপর মহিলারা লোকদের পিছনে থাকবে। তারপর লোকদের তাকবীরের সাথে তাকবীর দিবে, তাদের দু'আর সাথে দু'আ করবে এবং তারা এই দিনের বরকত ও পবিত্রতার প্রত্যাশা করবে'।[২৫]

উক্ত হাদীছ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, খুৎবার মধ্যেই দু'আ করতে হবে এবং তাকবীর পড়তে হবে। এর ব্যাখ্যায় মিশকাতের ভাষ্যগ্রন্থ 'মির'আতুল মাফতীহ' প্রণেতা বলেন,

دَعْوَةُ الْمُسْلِمِيْنَ يَعُمُّ الْجَمِيْعَ وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ: دَعْوَةُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى مَشْرُوْعِيَّةِ الدُّعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيْدِ كَمَا يُدْعَى دُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَفِيْهِ نَظَرٌ, لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِىِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُعَاءَ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ الدُّعَاءَ بَعْدَهَا بَلْ الثَّابِتُ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بِشَئٍ آخَرٍ فَلَايَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الأَذْكَارُ الَّتِىْ فِى الْخُطْبَةِ وَكَلِمَاتِ الْوَعْظِ وَالنُّصْحِ فَإِنَّ لَفْظَ الدَّعْوَةِ عَامٌّ.

'মুসলিমদের দু'আ বলতে সকলকে শামিল করে। উক্ত কথা দ্বারা ঈদের ছালাতের পরে দু'আ করা বুঝানো হয়, যেমনটি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের শেষে করা হয়। অথচ তা ত্রুটিপূর্ণ। কারণ ঈদায়েনের ছালাতের পর দু'আ করা রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়। আর কেউ তা বর্ণনাও করেনি। বরং তাঁর থেকে প্রমাণিত আছে যে, ছালাতের পরে খুৎবা ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় কাজ করতেন না। সুতরাং 'দা'ওয়াতুল মুসলিমীন' দ্বারা উক্ত অর্থ গ্রহণ করা ঠিক হবে। বরং এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল- যিকির-আযকার-দু'আ, বক্তব্য-নছীহত। কারণ দাওয়াত শব্দটি ব্যাপক'।[২৬]

অতএব দলীল বিহীন আমল বর্জন করে সুন্নাতী পদ্ধতিতে দু'আ করতে হবে। জানা আবশ্যক যে, ঈদায়নের ছালাতে রাসূল (ছাঃ) যখন যা করেছেন তা একাধিক ছাহাবী বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি যদি প্রচলিত পদ্ধতিতে দু'আ করতেন তাহ'লে কোন

২৪. *ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়েমাহ ৮/২৩১-৩৩ ও ৩০২পৃঃ, ফৎওয়া নং ৩১৮৯; শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম (রিয়াযঃ দারুছ ছুরাইয়া, ১৪২১হিঃ), পৃঃ ৩৯২, নং ৩২২।*

২৫. *ছহীহ বুখারী হা/৯৭১, 'ঈদায়েন' অধ্যায়; ছহীহ মুসলিম হা/২০৫৫, ১/২৯১ পৃঃ।*

২৬. *শায়খ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাছাবীহ (বেনারসঃ জামি'আ সালাফিয়া, ১৯৭৪/১৩৯৪), ৫/৩১, 'দুই ঈদের ছালাত' অধ্যায়।*

একজন ছাহাবী হ'লেও তা বর্ণনা করতেন। কিন্তু শরী'আতে প্রচলিত পদ্ধতির কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

(৩) বিবাহের পর প্রচলিত মুনাজাত করা সুন্নাত বিরোধী কাজঃ

বিবাহের কার্যাদি শেষ করার পর ইমাম বা খত্বীব সকলকে নিয়ে দলবদ্ধভাবে যে মুনাজাত করে থাকেন, তা শরী'আত সম্মত নয়। কুরআন-হাদীছে এ পদ্ধতির অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এটি শরী'আতের নামে নতুন প্রথা তৈরি করা হয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। সুন্নাতী পদ্ধতি হ'ল, বিবাহ সম্পাদনের পর উপস্থিত সকলে নিম্নের দু'আটি পাঠ করে বর ও কনে উভয়ের জন্য মঙ্গল কামনা করবেঃ

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ.

উচ্চারণঃ *বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়া বা-রাকা আলায়কুমা ওয়া জামা'আ বায়নাকুমা ফী খায়রিন।* অর্থঃ 'আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমাদের উভয়কে বরকত দিন ও কল্যাণের সাথে একত্রিত রাখুন'। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বিবাহিত ব্যক্তিকে দেখে অভিনন্দন জানিয়ে উক্ত দু'আ বলতেন।[২৭]

বলা বাহুল্য যে, রাসূল (ছাঃ) পঠিত উক্ত দু'আ না পড়ে দু'আর নামে তথাকথিত হাযারো সুরেলা ছন্দের কোন মূল্য নেই। শরী'আত বিরোধী প্রচলিত মুনাজাত চালু থাকার কারণে উক্ত সুন্নাতী দু'আ অধিকাংশ মানুষই জানে না। এমনকি যে ইমাম বা খত্বীব হাত তুলে দলবদ্ধ দু'আ করেন তারও হয়ত জানা থাকে না। তাই সুন্নাতী দু'আ মুখস্থ করা একান্ত কর্তব্য।

(৪) ইফতারের পূর্বে হাত তুলে সম্মিলিত দু'আ করার ভিত্তি নেইঃ

ইফতারের পূর্বেও সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ পদ্ধতিও মানুষের তৈরি করা। ইফতারের সময় দু'আ কবুল হয় মর্মে নির্দিষ্টভাবে ইবনু মাজাহ ও মিশকাতে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।[২৮] তবে ছিয়াম পালনকারীর দু'আ কবুল করা হয় মর্মে বর্ণিত হাদীছ ছহীহ।[২৯] সুতরাং ছিয়াম অবস্থায় সারাক্ষণ দু'আ করবে এটাই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, শুধু ইফতারের সময়ই দু'আ করতে হবে এমনটি নয়।

ইফতারের সময় পঠিতব্য দু'আঃ

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

২৭. *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৪৪৫, 'বিভিন্ন সময়ের দু'আ'* অনুচ্ছেদ।

২৮. *إن للصائم عند فطره لدعوة ماترد – নিশ্চয় ইফতারের সময় ছায়েম দু'আ করলে ফেরত দেওয়া হয় না' -যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৩; মিশকাত হা/২২৪৯, ১৯৫ পৃঃ, 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়; ইরওয়াউল গালীল হা/৯২১, ৪/৪১-৪৫ পৃঃ।*

২৯. *ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৪৩২ (১৭৫২), ২/৮৬ পৃঃ 'ছিয়াম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৮।*

উচ্চারণঃ *যাহাবায যামা-উ ওয়াবতাল্লাতিলি 'উরূক, ওয়া ছাবাতাল আজ্‌রু ইংশা-আল্লা-হু।* **অর্থঃ** 'পিপাসা দূর হ'ল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হ'ল এবং নেকী নির্ধারিত হ'ল ইনশাআল্লাহ'।[৩০]

উল্লেখ্য যে, দেশে প্রচলিত اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ মর্মে হাদীছটি যঈফ।[৩১]

(৫) সম্মেলন, সমাবেশ, সভা-সমিতি, খতমে বুখারী ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান শেষে দলবদ্ধ দু'আ:

উপরিউক্তি স্থানসমূহে জামা'আতবদ্ধ ভাবে হাত তুলে দু'আ করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। উক্ত ক্ষেত্র সমূহে নিম্নের দু'আ পড়ে বৈঠক শেষ করতে হবে এটাই রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণঃ *সুবহা-নাকা আল্ল-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লা আংতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা।* **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! আপনি মহা পবিত্র। আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মজলিস থেকে উঠার আগেই যে ব্যক্তি উক্ত দু'আ পড়বে, মজলিস চলাকালীন সংঘটিত তার সমস্ত পাপ মাফ করে দেওয়া হবে'।[৩২] উল্লেখ্য, হাদীছে দু'আটির নামই দেওয়া হয়েছে 'কাফফারাতুল মাজলিস' অর্থাৎ মজলিসের পাপের ক্ষমাকারী'।[৩৩] অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর উম্মত হিসাবে তাঁর সুন্নাতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উক্ত দু'আ পড়ে মজলিস শেষ করা আবশ্যক। সেই সাথে সুন্নাত বিরোধী পদ্ধতি অতি সত্বর পরিত্যাগ করা একান্ত বাঞ্জনীয়। ভাববার বিষয় হ'ল, যেখানে বৈঠক শেষ করার নির্দিষ্ট দু'আ রয়েছে সেখানে দু'আর নতুন পদ্ধতি কিভাবে বৈধ হতে পারে? উক্ত বিদ'আতী প্রথা চালু থাকার কারণে সুন্নাতী দু'আটি অধিকাংশ লোকেই জানে না।

উপরিউক্ত স্থানগুলো ছাড়াও তথাকথিত আখেরী মুনাজাত, কুরআনখানী, সুন্নাত বিরোধী বিভিন্ন মজলিস যেমন মীলাদ, ক্বিয়াম, শবেবরাত, দোকান, বাড়ী, কারখানা ইত্যাদি উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানেও উক্ত বিদ'আতী প্রথা চালু আছে। এগুলোর সাথে ইসলামী শরী'আতের কোন দূরতম সম্পর্ক নেই।

৩০. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৩৫৭, মিশকাত, হা/১৯৯৩, 'ছিয়াম' অধ্যায়, সনদ হাসান।*

৩১. *যঈফ আবুদাঊদ হা/২৩৫৮ 'ছিয়াম' অধ্যায়।*

৩২. *ছহীহ তিরমিযী হা/৩৪৩৩, 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৯; আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, পৃঃ ২১৫, হা/২৪৩৩ ও ২৪৫০, সনদ ছহীহ।*

৩৩. *ছহীহ নাসাঈ হা/১৩৪৪, 'ছালাত' অধ্যায়, 'সালামের পর যিকির' অনুচ্ছেদ-৮৭; মিশকাত হা/২৪৫০, সনদ ছহীহ।*

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুনাজাতের পক্ষে লিখিত কয়েকটি পুস্তকের পর্যালোচনা

(১) দাওয়াতে রাহমানী বা নামাযের পর মোনাজাত -মাওলানা আহমাদুল্লাহ রাহমানী নাছিরাবাদী (এপ্রিল ১৯৯০, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ৮৩)।

উক্ত পুস্তকে প্রচলিত মুনাজাতের পক্ষে প্রায় ৭টি বর্ণনা পেশ করা হয়েছে, যা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৮, ১৫ নং হাদীছের পর্যালোচনায় পেশ করেছি। আর ইস্তিস্কার হাদীছ পেশ করে মুনাজাতের পক্ষে ব্যাখ্যা করা হয়েছে মাত্র। এছাড়া দু'আয় হাত তুলা, আমীন, আমীন বলা ও দু'আ সংক্রান্ত হাদীছ সম্পর্কে বেশী আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো ফরয ছালাতের পরে দলবদ্ধ মুনাজাত করার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

(২) দুআ সমস্যার সমাধান বা রকমারী দুআর বিধান -নাছিরুদ্দীন আহমাদ চাঁদপুরী (প্রকাশকালঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬, তানোর, রাজশাহী, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ১২৪)।

উক্ত লেখক ও তার পুস্তক সম্পর্কে মন্তব্য করার মত ভাষা আমাদের জানা নেই। লেখক তার পুস্তকে ফরয ছালাতের পর মুনাজাত করার পক্ষে অনধিক ৭টি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। যা আমরা ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৮, ৯ নং পর্যালোচনা বর্ণনা করেছি। যার সবই জাল ও যঈফ। আর অবশিষ্ট লেখায় তিনি এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কথার জবাব দিতে গিয়ে বিশ্ববিখ্যাত সালাফী মনীষীদের সীমাহীন গালমন্দ করেছেন। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, শায়খ আলবানী (রহঃ) প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব সহ দেশীয় আলেমদের তিনি কটাক্ষ করেছেন অশালীন ভাষায়। (পৃঃ ৪৫, ৫৫, ৫৭, ৬৮, ৬৯) তিনি যেন সূর্যের দিকে তীর নিক্ষেপ করেছেন তার বিস্তৃত আলোর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে। অথচ লেখকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তিনি নিজ চোখে না দেখেই বিভিন্ন কিতাবের রেফারেন্স তার পুস্তকে পেশ করেছেন। আমাদের বিশ্বাস কিতাবপত্র স্বচক্ষে দেখে লিখলে তিনি এধরণের ভাষা ব্যবহার করতে পারতেন না। বইটি কেউ পড়লে তার মধ্যে কেবল ঘৃণাই জন্মাবে। আমাদের আক্ষেপ হ'ল- অকথ্য ভাষায় বইটি লিখে মুসলিম সমাজের কতটুকু উপকার হয়েছে? যে স্থান থেকে মুনাজাত উঠে গেছে সেখানে কি পুনরায় চালু হয়েছে? এখনো যে স্থান থেকে উঠে যাচ্ছে সেখানে ঐ বইয়ের কোন ভূমিকা আছে কি? পুস্তকটি কতটুকু পরিচিতি লাভ করেছে?

(৩) কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে দু'আ ও মুনাজাত (প্রথম খণ্ড) -মাওঃ মুহাঃ আব্দুস সোবহান (তাবি, রাজশাহী, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ১২)।

উক্ত লেখক তার চটি পুস্তকের নাম দিয়েছেন 'কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দো'আ ও মুনাজাত'। অথচ মুনাজাতের পক্ষে তিনি হাতে লিখে যে ১৭টি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে ১২টি বর্ণনাই জাল, যঈফ, ভুয়া ও ভিত্তিহীন। যেগুলোর তাহক্বীক্ব তৃতীয় অধ্যায়ে ১, ৩, ৫, ৬, ৮, ১২, ১৩, ১৭, ২১, ২৪ নং হাদীছের পর্যালোচনায় পেশ করা হয়েছে। একটি পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য

বর্ণনাটি ইস্তিস্কার সংক্রান্ত। এছাড়া পাঁচটি হাদীছ ছহীহ হ'লেও মুনাজাতের সাথে সেগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি মূল কিতাব চোখে না দেখেই হাদীছগুলো উল্লেখ করেছেন। ভূমিকায় তিনি ঈঙ্গিত দিয়েছেন যে, কোন এক বাহাছে নাকি মুনাজাতের বিপক্ষীয় দল তার কাছে পরাজিত হয়েছে। মুসলিম মিল্লাতকে ফেৎনা থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি উক্ত চটি বই লিখেছেন।

সুধী পাঠক! উক্ত পুস্তক সম্পর্কে মন্তব্য করা নিস্প্রয়োজন। তবে এতটুকু বলা যায় যে, লেখকের দাবীগুলো সবই সত্যের বিপরীত। এর দ্বারা ফেৎনা বেড়েছে না কমেছে তা সচেতন মুসলিম জনতাই বিচার করবে। এর দ্বারা সাধারণ মানুষের বিভ্রান্ত হওয়া ছাড়া বিন্দুমাত্র উপকার নেই।

(৪) জামাআতবদ্ধ দুয়া -আব্দুল হান্নান বাসুদেবপুরী (প্রকাশঃ জানুয়ারী ২০০০, গোদাগাড়ী, রাজশাহী, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ৩২)।

মাননীয় লেখক তার পুস্তকে 'জামাআতবদ্ধ দুয়ার প্রথম দলীল' থেকে দ্বাদশ দলীল বা ১২টি দলীল পেশ করেছেন । তার মধ্যে ৮টি বর্ণনার কোনটি জাল, কোনটি যঈফ, কোনটি ভিত্তিহীন, আবার কোনটি কেবল ইতিহাস। (দ্রঃ ৮, ৯, ১০, ১২, ১৭, ২২, ২৫ নং ও ইফতারের সময় দু'আ কবুল হয় মর্মে একটি) আর বাকী চারটির মধ্যে একটি ইস্তস্কা বা পানি চাওয়ার ছালাত সংক্রান্ত, একটি ঈদের খুৎবায় মহিলাদের উপস্থিত হওয়া সম্পর্কে, আরেকটি মুবাহালার দিন রাসূল (ছাঃ)-এর খোলা মাঠে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে দু'আ করা এবং আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন (রাঃ)-এর আমীন আমীন বলা বিষয়ক। অন্যটি হল- মূসা (আঃ)-এর দু'আ করা আর হারূণ (আঃ)-এর আমীন বলা সংক্রান্ত। যদিও উক্ত ১২ দলীলের কোনটিই প্রচলিত মুনাজাতের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। মাননীয় লেখক এছাড়াও আরো কয়েকটি যঈফ হাদীছ উল্লেখ করেছেন। **দ্বিতীয়তঃ** মূল গ্রন্থ না দেখে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে দলীলগুলো পেশ করা হয়েছে। মূল কিতাব না দেখে আলোচিত একটি বিষয় মুসলিম সমাজে লিখিতভাবে পেশ করা বড়ই দুঃখজনক। **তৃতীয়তঃ** লেখক যঈফ হাদীছের প্রতি আমল করার পক্ষে প্রমাণহীন কথা আলোচনা করেছেন এবং দু'আর হাদীছগুলো যঈফ হলেও তার উপর আমল করা যাবে বলে দাবী করেছেন। মুনাজাতের পক্ষে পেশকৃত হাদীছগুলো যে যঈফ উক্ত কথা দ্বারা তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। যঈফ হাদীছ যে জনগণের কাছে গ্রহণীয় নয় তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। **চতুর্থতঃ** ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ ও ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) দুইজন জগদ্বিখ্যাত বিদ্বানকে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে এবং তাদের মুনাজাত বিরোধী বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষকে এর পক্ষে ধরে রাখার জন্য পুস্তকের শেষের দিকে অনেক তলাহীন যুক্তি ও বানোয়াট কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। যার সাথে শরী'আতের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। যারা মুনাজাতের বিপক্ষে কথা বলেন পুস্তকের ভূমিকায় তাদেরকে 'হোমরা চোমরা' বলে গালমন্দ করা হয়েছে এবং আহলেহাদীছ হিসাবে দরদ প্রকাশ করতে গিয়ে লেখা হয়েছে, ''আহলে হাদীস নামের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আজ আহলে হাদীসের বৈশিষ্টকে সম্পূর্ণরূপে

জলাঞ্জলি দিয়ে কুরআন ও হাদীসের প্রতি দৃকপাত না করে অপরের তাক্বলীদে (অন্ধানুকরণে) মেতে উঠেছেন। জানি না। এরূপ মেতে উঠার পিছনে কারণ কি? কিসের বিনিময়ে? তাঁরা এখন আহলে হাদীসই আছেন কি না, তা সন্দেহ। হয়তো বা তাঁরা ভিতর ভিতর অন্য কিছুও হয়ে থাকতে পারেন।''

আমরা এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে চাই না। তবে তার মত একজন প্রবীণ আলেম এধরনের মন্তব্য করবেন বলে আমাদের আদৌ বিশ্বাস ছিল না। এ জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমরা কেবল পাঠকদের বিবেচনার জন্য বিষয়টি পেশ করলাম।

(৫) ফরয নামাযের পর হাত তুলে দু'আ -শায়খ আবদুল মান্নান বিন হেদায়েতুল্লাহ (প্রকাশকালঃ ডিসেম্বর '৯১, শেরপুর, বগুড়া, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ১৪২)।

মাননীয় লেখক মুনাজাতের পক্ষে কুরআনের আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। শিরোনাম উল্লেখ করেছেন- 'পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াত থেকেই নামাযে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দু'আ করার প্রমাণ'। তিনি সূরা বাক্বারাহ ১৮৬ ও মুমিনের ৬০ এবং সূরা নাশরাহ-এর শেষ দু'টি আয়াত দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত ইস্তিস্কার (পানি চাওয়া) হাদীছ দ্বারা প্রচলিত মুনাজাত জায়েয করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তৃতীয়তঃ প্রচলিত মুনাজাতের পক্ষে জাল, যঈফ ও ভিত্তিহীন হাদীছগুলো পেশ করেছেন। আমাদের আলোচিত ১, ২, ৫, ১২, ২২, ২৪ নং হাদীছ দ্রঃ। এছাড়া যঈফ হাদীছের প্রতি আমল করা যায় মর্মে অনেক পৃষ্ঠা ব্যয় করা হয়েছে। বিশেষ করে দু'আ করা সংক্রান্ত হাদীছগুলো নিয়ে বেশী আলোচনা করা হয়েছে। অবশেষে মুনাজাতের নিষেধের দলীল তলব করা হয়েছে।

সুধী পাঠক! উক্ত বইয়ের মধ্যেও মুনাজাতের পক্ষে নতুন কোন আলোচনা নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর নিকট দু'আ করা সম্পর্কে বহু আয়াত এসেছে। কিন্তু ফরয ছালাতের পর প্রচলিত পদ্ধতিতে মুনাজাত করার দলীল যে নেই তা সবাই জানে। ইস্তিস্কা বা বৃষ্টি প্রার্থনার হাদীছ দ্বারা প্রচলিত মুনাজাত প্রমাণ করা তো শরী'আতের নীতি বিরোধী। ইস্তিস্কার ছালাত রাসূল (ছাঃ) প্রতিদিন পড়েননি, প্রতি বছরও পড়েননি। কোন এক সময় তিনি পড়েছিলেন। তা-ই যদি এর পক্ষে এত হাদীছ বর্ণিত হয়ে থাকে তাহলে ফরয ছালাতের পর প্রচলিত মুনাজাত করার পক্ষে একটি হাদীছও পাওয়া যায় না কেন? অথচ রাসূল (ছাঃ) প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেছেন। তাই ইস্তিস্কার হাদীছের অপব্যাখ্যা করে মুনাজাত প্রমাণ করার কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া যঈফ হাদীছ যে দলীল যোগ্য নয় তা লেখক জানেন। সে জন্যই যঈফ হাদীছের পক্ষে কলম ধরেছেন। অতঃপর যখন কোনভাবেই প্রচলিত বিদ'আতকে জায়েয করতে পারেননি তখন তিনি নিষেধের দলীল খোঁজায় মনোনিবেশ করেছেন। যা সুন্দর চেতনাকে নিহত করেছে।

(৬) সঠিক পথ -আবু নছর মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (প্রকাশঃ মার্চ '৯৫, বগুড়া, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ৩২)।

প্রচলিত বিদ'আতী মুনাজাতের পক্ষে যত যঈফ, জাল ও ভুয়া বর্ণনা সমাজে চালু আছে লেখক সবই উক্ত পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। যা আমরা তৃতীয় অধ্যায়

ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছি। কয়েকটি ছহীহ হাদীছ না থাকলে একে যঈফ ও জাল হাদীছের ঝুড়ি বলা যেত। এর দ্বারা মুসলিম সমাজ শুধু প্রতারিতই হবে।

আমরা পাঠকদের সমীপে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পুস্তকের পর্যালোচনা পেশ করলাম। এছাড়াও কিছু চটি বই বাজারে চালু আছে সেগুলোতেও ঐ একই বক্তব্য রয়েছে। নতুন কিছু নেই। সুতরাং মুনাজাতের পক্ষে লিখিত বইয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

কতিপয় প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ

প্রশ্নঃ (ক) পূর্বের আলেমগণ কি ভুল করে গেছেন? তারাও তো বড় বড় আলেম ছিলেন, তারা কি কম জানতেন? বাপ-দাদারা যা করে গেছেন আমরাও তাই করব। তারা জাহান্নামে গেলে আমরাও যাব (নাঊযুবিল্লাহ)।

উত্তরঃ এ ধরণের প্রশ্নকারীদের নিকটে আমরা বিনীতভাবে আরয করতে চাই যে, পূর্বের আলেমগণ কি বলে গেছেন যে, আমরা যা করে গেলাম তা সবই সঠিক করেছি, একটিও ভুল করিনি? আমরা যা করে গেলাম ভুল হলেও তোমরা তা-ই করবে?। এ ধরণের কথা কোন আলেমই বলে যাননি। কারণ কোন মানুষই ভুলের উর্দ্ধে নয়।[1] মানুষ হিসাবে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এরও ভুল হয়েছে এবং সংশোধন করে নিয়েছেন।[2] আবুবকর (রাঃ)-এরও ভুল হয়েছে। ওমর (রাঃ)-এর জীবনে তিনি ১৫টি ভুল করেছেন এবং জানার পরে তা শুধরিয়ে নিয়েছেন।[3] ওছমান, আলী (রাঃ) সহ অন্যান্য ছাহাবীদের ভুল হয়েছে। প্রসিদ্ধ চার ইমাম এবং বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ, মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদগণেরও ভুল হয়েছে। যার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে।[4] তাই বলে তারা কম জানতেন না। তাদের যদি ভুল হয় তাহ'লে আমাদের দেশের আগের আলেমগণেরও ভুল হয়েছে। তাই আলেমদের ভুল হয় না এ ধারণা ঠিক নয়।

দ্বিতীয়তঃ অনেক বিষয়ের প্রতি হয়ত তাদের দৃষ্টি পড়েনি। যেমন কোন হাদীছ যঈফ কিন্তু সেখানে তাদের দৃষ্টি না পড়ার কারণে ঐভাবেই থেকে গেছে। পরে তা যঈফ প্রমাণিত হয়েছে। **তৃতীয়তঃ** কোন বিষয় ভুল প্রমাণিত হলে তা সংশোধন করে নিয়ে সঠিক বিষয়কে আঁকড়ে ধরতে হবে এটা ইসলামের চিরন্তন নীতি। এই নীতি স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর উম্মতের সেরা চার ব্যক্তিরই শিখানো। সুতরাং যারা নিজেদের জীবদ্দশায় ভুল বুঝতে পেরে সাথে সাথে মুহূর্তের মধ্যে সংশোধন করে নিয়েছেন, তাদের মৃত্যুর পর তাদের ভুল প্রমাণিত হ'লে কেন সংশোধন করা যাবে না? **চতুর্থতঃ** বাপ-দাদা করেছেন তাই করে যাব এটা মুসলিমদের নীতি নয়। এটা ইহুদী-খ্রীষ্টান ও বিধর্মীদের নীতি। কারণ মুসলিম ব্যক্তি ভুল সংশোধন করে নেয়। আর বিধর্মীরা বাপ-দাদার ভুল ও মিথ্যা নীতির উপর অটল থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন

১. *ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৯৯, সনদ হাসান।*
২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৭।*
৩. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুয়াককেঈন (বৈরুত ছাপাঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭০-২৭২।*
৪. *প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬), পৃঃ ১৩৩-১৫০।*

তাদেরকে বলা হয় তোমরা তারই অনুসরণ কর যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন। তখন তারা বলে না আমরা তারই অনুসরণ করব যার উপর আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি। যদিও তারা কিছু জানত না এবং হেদায়াত প্রাপ্তও ছিল না' *(বাক্বারাহ ১৭০)*। সুতরাং মুসলিম ব্যক্তির আদর্শ হ'ল, সর্বদা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে গ্রহণ করে সঠিক বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া। চাই বাপ-দাদা করুক বা না করুক কিংবা ভুল করুক। এরপরও কেউ যদি পূর্বপুরুষদের ভুল নীতিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় তাহলে তাকে বলতে হবে, পূর্ব পুরুষদের যুগে তো অনেক কিছুই ছিল না। তাই বর্তমানে যা কিছু নতুন আবিস্কার হয়েছে সেগুলো সে যেন বর্জন করে।

পঞ্চমতঃ তাদের অনিচ্ছাকৃত ভুলের কোন কৈফিয়ত নেই। বরং তাদের চেষ্টার পর ভুল হয়ে গেলে তারা একটি নেকী পাবেন।[৫] কিন্তু ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর সেই ভুলের উপর যারা আমল করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। **ষষ্ঠতঃ** আমাদের প্রশ্ন হ'ল, পূর্বের আলেম বা বড় বড় আলেম বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়? প্রচলিত দু'আকে প্রায় ৮০০ বছর আগেই বিদ'আত বলা হয়েছে। আর যারা বিদ'আত বলেছেন তারা হ'লেন বিশ্বশ্রেষ্ঠ মনীষী, যাদের মত জ্ঞানী পণ্ডিত পৃথিবীতে আর আসেননি। এমনকি সকল আলেমকে একত্রিত করলেও তাদের একজনের সমানও হবেন না। যেমন ইমাম ইবনু তায়মিয়া, ইবনুল ক্বাইয়িম, ইমাম শাত্বেবী প্রমুখ বিদ্বান। তাহ'লে আগের আলেম বলতে বা বড় বড় আলেম বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়?

(খ) প্রশ্নঃ বর্তমানেও তো বড় বড় আলেম মুনাজাত করছেন। তারাও কি ভুল করছেন? তাদের চেয়ে কি আপনারা বেশি জানেন? আপনারাই শুধু সঠিক কথা বলেন আর তারা ভুল বলেন!

উত্তরঃ বর্তমানে যাদেরকে বড় আলেম বলা হচ্ছে পৃথিবীতে তাদের চেয়ে কি আর কোন বড় আলেম নেই? মুনাজাতপন্থী খত্বীব, ইমাম, বক্তা, টিভি, রেডিওর ভাষ্যকারগণই কি শুধু বড় আলেম? বর্তমানেও যে সমস্ত বিশ্ববরেণ্য আলেম মুনাজাতকে নিকৃষ্ট বিদ'আত বলেছেন, তাদের একজনের সাথেও মুনাজাতপন্থী লক্ষ আলেমের তুলনা করা ঠিক হবে না। যেমন মুসলিম বিশ্বের আন্তর্জাতিক ফাতাওয়া বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, সঊদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ, সঊদী আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায, শায়খ আলবানী, শায়খ উছায়মীন (রহঃ) প্রমুখ। এদেশের সন্তান জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রধান মুফতী ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা আলীমুদ্দীন ১৯৭১ সালে 'কিতাবুদ দু'আ' লিখে তাতে বিদ'আত বলেছেন। **দ্বিতীয়তঃ** সব আলেমই আপোসহীন নন। অনেক আলেম সঠিক বিষয়টি বুঝে তাৎক্ষণিক সংশোধন হন। আবার অনেকে ব্যক্তিস্বার্থ এবং ব্যবসা টিকে রাখার জন্য সঠিক জেনেও গোঁড়ামী করেন, অনেকে সঠিক বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করেন না। এছাড়াও সমাজের অধিকাংশ আলেম, ইমাম, খত্বীব, বক্তার ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা নেই, তাদের কাছে পর্যাপ্ত কিতাবপত্রও নেই । সুতরাং ভুল হওয়া স্বাভাবিক। **তৃতীয়তঃ** আমরা মনে করি সবারই উচিত যাচাই করে কথা

বলা। আমরা সঠিকটি বলার যথাসাধ্য চেষ্টা করি। তবে আমাদেরও ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই সংশোধনের জন্যও আমরা সদা-সর্বদা প্রস্তুত।

(গ) প্রশ্নঃ মুনাজাত বিদ'আত হবে কেন? বিদ'আত আবার কি? শরী'আতে নেই তো ভাল কাজ করলে অসুবিধা কি? ভাল কাজ করলে ক্ষতি হবে কেন? মুনাজাত করা কি পাপের কাজ?

উত্তরঃ আমরা বলব, মুনাজাত কেন বিদ'আত হবে না? মুসলিম ব্যক্তি হিসাবে বিদ'আত বা কুসংস্কার সম্পর্কে তারা জানে না কেন? কোনটি ভাল কাজ আর কোনটি খারাপ কাজ সেটা বাছাই করার দায়িত্ব কি তাদের না আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের? প্রচলিত মুনাজাত ভাল কাজ এটা তাদের কাছে, না আল্লাহর কাছে? শরী'আতের চোখে যা ভাল নয়, তা তাদের কাছে যতই ভাল হোক তা কখনো ভাল নয়। বরং এ ধরনের কাজ করা গর্হিত অন্যায়। বিদ'আত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণেই উপরিউক্ত প্রশ্নগুলো সাধারণ লোকদের মুখে শুনা যায়। এমনকি অধিকাংশ আলেমই এর সঠিক সংজ্ঞা জানে না। অথচ রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় যতবার খুৎবা দিয়েছেন ততবারই বিদ'আত সম্পর্কে মানুষ সতর্ক করেছেন। বর্তমান আলেম ও খত্বীবরাও প্রতিনিয়ত ঐ খুৎবা পড়েন কিন্তু তার থেকে শিক্ষা নেন না। বিদ'আত হ'ল নেকীর আশায় শরী'আত মনে করে কোন আমল করা, শরী'আতে যার কোন ছহীহ ভিত্তি পাওয়া যায় না।[৬] আর শরী'আতে যে আমলের অস্তিত্ব নেই সেই আমল করলে ঐ আমলের কারণে সে জাহান্নামে যাবে *(সূরা ফুরক্বান ২৩, গাশিয়াহ ৩, কাহফ ১০৩-৬)*। তাই একটি আমল করলেও তার প্রমাণ থাকতে হবে। প্রমাণহীন আমল সত্তর পরিত্যাগ করতে হবে।[৭]

(ঘ) প্রশ্নঃ মুনাজাত নিষেধ এই দলীল কোথায়? যদি কেউ নিষেধের দলীল দিতে পারে তা'হলে এত লাখ টাকা দেব।

উত্তরঃ মুনাজাত নিষেধ এই কথা বলা হয় না, বরং বিদ'আত বলা হয়। নিষেধ থাকলে সরাসরি নিষেধই বলা হ'ত, বিদ'আত বলা হত না। মুনাজাতের অস্তিত্ব যেহেতু ইসলামী শরী'আতে নেই তাই তাকে বিদ'আত বলা হয়। এই সোজা বিষয় জেনে-বুঝে গোঁড়ামী করা ইহুদী নীতি। আল্লাহর বিধানের সাথে এরূপ নীতি অবলম্বন করা হারাম। আর না বুঝলে প্রয়োজনে অন্যের সহযোগিতা নিয়ে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। যেমন মীলাদ, ক্বিয়াম, শবেবরাত, ঈদে মীলাদুন্নবী সহ প্রচলিত আরো অনেক বিষয় করতে নিষেধ করা হয়, কিন্তু শরী'আতে এগুলোর কি নিষেধের দলীল আছে? যারা মুনাজাত নিষেধের দলীল চায় তাদেরকে যদি ক্বিয়ামত পর্যন্ত সময় দেওয়া হয় কুরআন-হাদীছে এগুলোর নিষেধের দলীল খোঁজার জন্য তাহ'লে তারা কি পাবেন? কোন আমল ধর্মের নামে নতুনভাবে চালু হওয়ার কারণে তাকে বিদ'আত বলা হয়। এটা বুঝতে কারো বাকী থাকার কথা নয়। কতিপয় মূর্খ আলেম ও অশিক্ষিত পণ্ডিতরা মুনাজাতের নিষেধের দলীল চায় এবং সাধারণ মানুষকে

---

৫. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৩২।*
৬. *আল্লামা ইমাম শাত্বেবী, কিতাবুল ই'তিছাম (বৈরুতঃ ছাপাঃ), ১/৩৭।*
৭. *ছহীহ মুসলিম হা/৪৪৬৮, ২/৭৭।*

নিষেধের দলীল চাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এভাবেই শরী'আতের সাথে প্রতারণা করা হয়। আল্লাহ হেদায়াত দান করুন- আমীন!!

দ্বিতীয়তঃ শারী'আতের নামে হাযারো নতুন বিধান তৈরী করে যদি বলা হয় এগুলো যে নিষেধ তার দলীল কোথায়? তাহ'লে দেখানো যাবে কি? আর এভাবে প্রত্যেকেই যদি হাযারো আমল তৈরী করতে থাকে তাহ'লে শরী'আত বলে আর কিছু থাকবে কি? অনুরূপ অনেক অজ্ঞ লোক বলে, মুনাজাত নেই তো দেখান। এটাও সীমাহীন মূর্খতা, বর্বরতা। এই কথার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, প্রচলিত মুনাজাত ভুয়া। কারণ যে কথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছে নেই সেটা কিভাবে দেখানো যাবে?

(ঙ) প্রশ্নঃ ছহীহ-যঈফ আবার কি? ভাল কাজ ছেড়ে দিব কেন? হাদীছে থাকলেই তো আমল করা যাবে।

উত্তরঃ ইসলাম সম্পর্কে জানার ঘাটতি কতটুকু তা উক্ত কথা দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এবং আল্লাহ তা'আলা, রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশে ইহুদী-খ্রীষ্টান চক্র লক্ষ লক্ষ হাদীছ জাল করেছে। কেবল তাদের দোসর শী'আরাই ৩ লক্ষ হাদীছ জাল করেছে। তাহ'লে বিধর্মীদের রচনা করা ঐ হাদীছগুলোও কি রাসূলের হাদীছ? সেগুলোও কি আমল করতে হবে? এ জন্যই রাসূল (ছাঃ) জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম যুগের পর যুগ জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম করে আসছেন এবং হাযারো গ্রন্থ রচনা করেছেন *(এ বিষয়ে আলোচনা দ্রঃ 'জাল ও যঈফ হাদীছ বর্জনে কঠোর মূলনীতি এবং তার বাস্তবতা' শীর্ষক নিবন্ধ, মাসিক আত-তাহরীক অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর '০৭ এবং জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ০৮)*। তাই হাদীছ জাল-যঈফ হয় না এমন ধারণা রাখা মারাত্মক অন্যায়। বরং সর্বদা জাল-যঈফ হাদীছের ভাল আমল বর্জন করে কেবল ছহীহ হাদীছের প্রতি আমল করতে হবে।

(চ) প্রশ্নঃ আমরা তো তেমন দু'আ-কালাম জানি না। তাই হুযুরের সাথে আমীন আমীন করি। এটা নিষেধ করেন কেন?

উত্তরঃ ছালাত হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। মুসলিম হিসাবে সেই ইবাদতের দু'আগুলোও যদি জানা না থাকে তাহ'লে কিভাবে আল্লাহর বান্দা হিসাবে পরিচয় দিবে? আলেম না হলেও প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরয কর্তব্য হল, সাধারণ ইবাদতগুলো সঠিকভাবে পালন করার জন্য ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা। আসল কথা হ'ল, ছালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পঠিতব্য দু'আগুলো অর্থসহ জানা থাকলে এবং সিজদায় ও তাশাহহুদে বসে মনের ইচ্ছানুযায়ী দু'আ করতে পারলে উক্ত ক্ষোভ থাকত না। কিন্তু কয়জন ব্যক্তি সেই দু'আগুলো জানে? বা জানার চেষ্টা করে? অথচ শরী'আতের নির্দেশ হ'ল, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের চাওয়া-পাওয়া অনুযায়ী আল্লাহ্র নিকটে দু'আ করবে। নিজে কী পাপ করেছ তা ইমাম জানেন না। সুতরাং দু'আ করার ব্যাপারে নিজেকেই সজাগ হতে হবে। আর ছালাতের বাইরে হ'লে নিজের ভাষাতেও যে কোন সময় আল্লাহর কাছে বেশী বেশী চাইবে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রশ্নগুলো ছাড়াও আরো অনেক কথাই সমাজে প্রচলিত আছে। দু'আর একবচন, বহুবচন, রাসূল (ছাঃ)-এর ও আমাদের যুগ এক নয় ইত্যাদি। এগুলো সবই সচেতনতার অভাব।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

মুসলিম সমাজে আরো অনেক গুরুতর অপরাধ চালু থাকলেও সামান্য মুনাজাতের কারণে সেগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলা যায় না। বললেও কোন গুরুত্বও পায় না। অথচ সমাজের সর্বত্র অসংখ্য শিরক-বিদ'আত ছড়িয়ে আছে, যা মানুষের আক্বীদা-আমল নষ্ট করছে। এক্ষেত্রে সমাজের কতিপয় ব্যক্তি উদ্যোগ নিলে এই সমস্যা সহজেই দূর হয়ে যায়। তাই কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তির প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বানঃ

(ক) যারা নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন সাধারণতঃ তাদের মধ্যে মুনাজাতের জন্য অন্ধ গোঁড়ামী লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু যারা নিয়মিত ছালাত আদায় করে না, কেবল জুম'আর দিন বা দুই ঈদের মুছল্লী এবং সুযোগে নেতার ভাব দেখায় তারাই মূলত মুনাজাতের বেলায় পাক্কা মুছল্লী সেজে বসে। মুনাজাত না করলে তাদের শরীরে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে। যারা মুনাজাত করে না তাদেরকে তারা চিবিয়ে খেতে চায়। তারা বলে, এভাবে একদিন ছালাতও তুলে দিবে। মুনাজাত করে না এমন কেউ যেন ইমামতি না করতে পারে, মসজিদে না আসতে পারে, সেজন্য তারা খুবই সজাগ। দাজ্জাল, ইহুদী-খৃষ্টানদের দালাল ইত্যাদি বলে তারা অহরহ গালি দেয়। ভাবখানা এমন যেন তাদের মত বড় দ্বীনদার আর কেউ নেই। অথচ ছালাতের শুরু থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত মুনাজাতের যে সমস্ত দু'আ পড়তে হয় সেগুলো হয়ত অর্থ সহ তাদের জানা নেই। রাসূল (ছাঃ) ছালাতের পর যে সমস্ত যিকির করেছেন সেগুলোও হয়ত অর্থসহ মুখস্থ নেই। বলা যায় তারা নিয়মিত ছালাতই পড়ে না। শুধু তাই নয়, সুন্নাতী দাড়ি রাখার কথা ছহীহ হাদীছে থাকলেও সেই সুন্নাতকে তারা প্রতিনিয়ত হত্যা করে। টাখনুর নীচে কাপড় পরা হারাম ও জাহান্নামের কারণ হলেও তারা পরে। সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারি, বিড়ি-সিগারেট, আলা-জর্দা-গুল প্রকাশ্য হারাম হ'লেও তারা সেগুলোর সাথে জড়িত। গান-বাজনা, টিভি, সিডি, বেপর্দা, বেহায়াপনা প্রভৃতি জাহেলী কর্মকাণ্ড পরিবারে চালু রেখেছে সেগুলো নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। অথচ প্রচলিত ভিত্তিহীন ও ভুয়া মুনাজাত নিয়ে তারা পাগল। তাদের দাপটে সাধারণ মানুষ যদি এই বিদ'আতী প্রথার উপরে আমল করলে তাহ'লে সেই পাপের ভার তাদেরকেও বহন করতে হবে। যদি এ কারণে অন্যান্য অপরাধও সমাজে চালু থাকে তবে তারাই এ জন্য দায়ী থাকবে। এভাবে বিদ'আতকে লালন করে রাসূলের সুন্নাতকে অপমান করা হচ্ছে। তারা ইমাম বা হুযূরের নামে যে অন্ধভক্তি করছে তাতে তারা কোন কালেও সত্যের সন্ধান পাবে না। আমরা আশা করি তারা মনোযোগ সহ বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করবে, জানবে এবং সত্তর সংশোধন হবে।

(খ) সমাজপতি, প্রভাবশালী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, যারা এই প্রচলিত মুনাজাত করেন ও জোরালো সমর্থন করেন, তারা বিষয়টি একটু গুরুত্বের সাথে দেখলে এক মুহূর্তেই এর সমাধান হয়ে যায়। তাদের অনেকেই বিষয়টি বুঝেন কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থের কারণে

সঠিক কথা বলেন না; বরং চাপা দিয়ে রাখতে চান, সত্যের পক্ষে মুখ খুলেন না। অথবা ইমাম বা হুযূরের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস থাকার কারণে তার কথাকেই বেশি গুরুত্ব দেন। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হ'ল, অনেক ইমাম, আলেম সত্যের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে চান কিন্তু সমাজপতিরা তার উপর অন্যায় চাপ সৃষ্টি করেন। সত্যের পক্ষে তাকে মুখ খুলতে দেন না। তার কোন স্বাধীনতা নেই। জানা আবশ্যক যে, শরী'আতের ব্যাপারে সামান্য কোন কুটিলতা থাকলে প্রভাবশালী মণ্ডলদের বাঁচার কোন পথ নেই। কারণ সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালীরাই সবচেয়ে বড় বাধা। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই পবিত্র কুরআনে একথা ঘোষণা করেছেন *(যুখরুফ ২৩)*। প্রভাবশালী মোড়লদের কারণেই অসংখ্য শিরক-বিদ'আত ও শরী'আত বিরোধী কাজ সমাজে চালু আছে। তাদের ইশারা-ইঙ্গিতেই সেগুলো দূর করা সম্ভব হয় না। এগুলোর জন্য অনেকাংশে তারাই যে দায়ী তা কারো অজানা নয়। তারা মৃত্যুকালে, কবরে এবং হাশরের মাঠে আল্লাহর সামনে কী জবাব দিবেন তা আমরা জানি না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, তোমরা প্রত্যেকেই নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[৮] আমরা সকলে ন্যায়পরায়ণ হওয়ার আহ্বান জানাই।

(গ) ইসলামী ব্যক্তিত্ব, আলেম, ইমাম, খত্বীব, বক্তা, শিক্ষক, দাঈ ও মাদরাসা শিক্ষার্থীরা হ'লেন মুসলিম সমাজের কর্ণধার। তারা জাতিকে সঠিক দিকে-নির্দেশনা দান করবেন এবং সঠিক পথে পরিচালনা করবেন এটা তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তারাই যদি ইচ্ছা করে বিদ'আতকে আঁকড়ে ধরে থাকেন তাহ'লে আমাদের বলার কিছু নেই। তবে মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে এমন আচরণ কখনোই কাম্য নয়। তাদের পক্ষে শরী'আতের নামে এমন কথা উচ্চারণ করা ঠিক নয় যে কথার অস্তিত্ব কুরআন-সুন্নাহতে নেই। তাদের মাধ্যমে জাল ও যঈফ হাদীছ প্রচার হওয়া গর্হিত অন্যায়। কারণ নিশ্চিত না হয়ে কোন হাদীছ বর্ণনা করা যদি রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করার শামিল হয়, তাহ'লে তাঁর নামে জাল, যঈফ ও বানোয়াট কথা বলা কতটুকু অপরাধ তা সহজেই বুঝা যায়। ধর্মের লেবাস পরে বিদ'আতকে আঁকড়ে থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে অপমান করা কোন আলেমের পক্ষে শোভা পায় না। এছাড়া সত্য বুঝে গোপন করা আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার নামান্তর। চাকরি টিকে রাখার আশায় বা সম্মানের দিকে তাকিয়ে বিদ'আতের প্রচারণা চালানো বা নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে কুরআন-হাদীছের মনগড়া অর্থ করা এবং বিজ্ঞ মনীষীদের গালমন্দ করা মূর্খদের কাজ। রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নের বাণী থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। তিনি বলেছেন, 'একশ্রেণীর আলেম জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে মানুষকে আহ্বান করবে। যেই তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাকেই তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। রাবী বলেন, হে আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)! আপনি তাদের পরিচয় বলুন। তিনি বললেন, তারা আমাদের মতই চামড়ার মানুষ হবে,

৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫।*

আমাদের ভাষায় তারা কথা বলবে' (دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُم إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'তাদের মানুষ আকৃতির দেহের মধ্যে তাদের অন্তর হবে শয়তানের অন্তরের ন্যায়' (قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِىْ جُثْمَانِ إِنْسٍ)।[৯] গভীরভাবে চিন্তা করার দরকার উক্ত চরিত্রের আলেমরা কারা। অবস্থা যদি এমনটিই হয় তাহ'লে আলেমদের সতর্ক হওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষা অনুযায়ী দেহের মূল অংশ অন্তরটি যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহ'লে তাদের মাধ্যমে, চারিদিকে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়বে। কথা বললে মিথ্যা বলবেন, ভাল শুনলেও উল্টা বুঝবেন, সঠিক দেখলেও বাঁকা দেখবেন, হাত দিয়ে লিখলেও মিথ্যা ও ভুল লিখবেন, চললেও বক্র পথে চলবেন। কারণ মূল চালিকাশক্তি অন্তরটায় ভ্রান্তিপূর্ণ। অতএব সাবধান! সঠিক বুঝ অর্জন করে সবাইকে আল্লাহর ওয়াস্তে সংশোধন হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

(ঘ) শিক্ষিত, সরলপ্রাণ নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ যারা বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করতে পারেন এবং সত্যের পক্ষে মুখ খুলতে পারেন। নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসাবে এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে। যেমন সর্বত্র তাদের মূল্যায়ন রয়েছে। সুতরাং তাদের উচিত হবে সমাজে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার ও অনৈসলামী রসম-রেওয়াজ দূর করার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া। কোনকিছুকে তোয়াক্কা না করে নিরপেক্ষ হৃদয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে সঠিক বিষয়ের প্রচলন করা। যাতে সমাজে শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়।

(ঙ) সংস্কারমনা ব্যক্তিগণ, যারা সংখ্যায় অতি নগন্য। তারা যথাযথভাবে আল্লাহ প্রেরিত বিধান মেনে চলার চেষ্টা করেন, অপরকে সেদিকে আহ্বান জানান এবং সামাজিকভাবে তাকে রূপ দিতে চান। রাসূল (ছাঃ) এই শ্রেণীর মানুষের জন্যই সুসংবাদের বাণী শুনিয়েছেন।[১০] তাই তাদেরকে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে একাজে অগ্রসর হ'তে হবে। কাউকে কটাক্ষ করে কোন চরম ভাষা প্রয়োগ করা যাবে না। এ মহৎ কাজের পিছনে দিতে হয় প্রচুর সময়। তাই নিরাশা বা অধৈর্য হয়ে অব্যাহত চেষ্টা থেকে কখনো পিছিয়ে আসা যাবে না। নিজের সার্বিক ত্রুটির দিকে লক্ষ্য রেখে হ'তে হবে অত্যন্ত সংযোমী। কখনো সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, অবৈধ বা ইসলামী বিরোধী কোন কার্যের সাথে জড়িয়ে পড়া যাবে না। সাধারণ মানুষের সাথে রাখতে হবে সুসম্পর্ক। বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে সাবলীল ভাষায়। নিন্দুকের নিন্দা, বালা-মুছীবত, সামাজিক নানা সমস্যা, পারিবারিক দৈন্যতা, চাকরিচ্যুত হওয়া ইত্যাদি পরীক্ষা জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু সবকিছুকে ডিঙ্গিয়ে এক আল্লাহর উপর ভরসা করে বলিষ্ঠ চিত্তে এগিয়ে যেতে হবে সম্মুখপানে। সফলতার মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

৯. *ছহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮২।*
১০. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৯; আহমাদ, আলবানী, মিশকাত হা/১৭০-এর টীকা দ্রঃ।*

সপ্তম অধ্যায়

দু'আ করার ছহীহ পদ্ধতি সমূহ

আল্লাহর কাছে দু'আ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা একটি ফরয ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ.

'তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা আমার ইবাদতের ব্যাপারে অহংকার করে তারা অতিত্ত্বর লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(সূরা মুমিন ৬০)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَإِنِّىْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ.

'আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে তখন আমি তো সন্নিকটেই রয়েছি। প্রার্থনাকারীর প্রাার্থনা আমি কবুল করে থাকি যখন সে প্রার্থনা করে। কাজেই তারা যেন আমার হুকুম পালন করে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। যাতে তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়' *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৬)*।

আল্লাহর কাছে না চাইলে, তাঁকে না ডাকলে তিনি বান্দার প্রতি রাগান্বিত হন।[১] কারণ আল্লাহর নিকট দু'আর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান আর কিছু নেই।[২] তবে অবশ্যই শরী'আত সম্মত ছহীহ পদ্ধতিতে চাইতে হবে, তার নিকট দু'আ করতে হবে। নিম্নে দু'আ করার ছহীহ পদ্ধতি তুলে ধরা হ'ল

(১) ছালাতের মাধ্যমে দু'আ করাঃ

আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হ'ল ছালাত। তিনি বলেন, وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ 'তোমরা ধৈর্যের সাথে ছালাতে মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর' *(বাক্বারাহ ৪৫)*। ছালাতের মধ্যে বিশেষ করে সিজদায় ও তাশাহহুদে বসে সালাম ফিরানোর আগে ইচ্ছানুযায়ী দু'আ করার শ্রেষ্ঠ স্থান। নবী-রাসূলগণ যখনই কোন সমস্যায় পড়েছেন তখনই তাঁরা ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন।[৩]

১. *ছহীহ তিরমিযী হা/৩৩৩৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৯৫, সনদ হাসান।*
২. *ছহীহ তিরমিযী হা/৩৩৭০, সনদ হাসান; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৩২।*
৩. *ছহীহ বুখারী হ/৩৩৫৮।*

(২) একাকী হাত তুলে দু'আ করাঃ

মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা, ক্ষমা চাওয়া, বিপদ-মুছীবত, রোগ-বালা ও নানা রকম পরীক্ষা থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হ'ল একাকী হাত তুলে দু'আ করা। তাই নিজের চাওয়া পাওয়ার বিষয় উল্লেখ করে, পাপ সমূহ স্মরণ করে এবং সমস্যাদি পেশ করে আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠচিত্তে চুপে চুপে সংগোপনে নিজ নিজ হাত তুলে দু'আ করবে।[৪] পবিত্র স্থানে যে কোন প্রেক্ষাপটে বসে বা দাঁড়িয়ে হাত তুলে প্রার্থনা করবে । অনেকে দু'আ করতে জানিনা বলে অপরের মাধ্যমে দু'আ করিয়ে নিতে চায়। এমনটি না করে বরং নিজ নিজ ভাষায় নিজের চাওয়া-পাওয়ার বিষয়টি আল্লাহর কাছে তুলে ধরবে, এখানে অন্যের সাহায্যের তেমন কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) সহ অন্যান্য নবী-রাসূল বিভিন্ন সময়ে হাত তুলে দু'আ করেছেন মর্মে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর কাছে হাত তুলে দু'আ করলে তিনি খালি হাত ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন। যেমন-

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِّىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِيِى مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا.

সালমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক মঙ্গলময়, সুউচ্চ লজ্জাশীল। তাঁর বান্দা যখন তাঁর নিকট হাত উঠিয়ে চায়, তখন তিনি খালি হাতে ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন'।[৫]

উল্লেখ্য যে, দু'হাত একত্রিত করে খোলা রেখে বুক বরাবর মুখের সামনে ধরে দু'আ করবে।[৬] দুই হাতের মাঝে ফাঁক রেখে অথবা দুই হাত একত্রিত করে দড়ি পাকানোর ন্যায় হাত নাড়ানোর কোন ভিত্তি নেই। দু'আর শেষে মুখে হাত মাসাহ না করে এমনিতেই হাত ছেড়ে দিবে। কারণ মুখে হাত মাসাহ করা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এক্ষণে রাসূল (ছাঃ) যে বিভিন্ন স্থানে নানা কারণে হাত তুলে দু'আ করেছেন সে বিষয়ে নিম্নে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হ'লঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلاَ قَوْلَ اللهِ تعالى فِى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَإِنَّهُ مِنِّىْ وَقَالَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ أُمَّتِىْ أُمَّتِىْ وَ بَكَى فَقَالَ

৪. *সূরা আ'রাফ ২০৪, ০৫, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৩।*
৫. *ছহীহ আবুদাউদ হা/১৪৮৮, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২২৪৪, 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়।*
৬. *আবুদাউদ, মিশকাত হা/২২৫৬; আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২২৫৭, ২২৫৩,২২৫৪।*

اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذْهَبْ يَا جِبْرِيْلُ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ وَفَاسْئَلْلهُ مَا يُبْكِيْكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ فَقَالَ اللهُ اِذْهَبْ يَاجِبْرِيْلُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَهُ أَنَا سَنَرْضِيْكَ فِيْ أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُؤُكَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ইবরাহীম (আঃ)-এর ব্যাপারে আয়াত পাঠ করলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে সে আমার অন্তর্ভুক্ত' *(ইবরাহীম ৩৬)*। ঈসা (আঃ) বলেছিলেন, 'আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তাহ'লে তারা তো আপনারই বান্দা। আর তাদেরকে যদি আপনি ক্ষমা করে দেন তাহ'লে নিশ্চয়ই আপনি মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' *(মায়েদাহ ১১৮)*। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) দু'হাত উঠিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মত, হে আল্লাহ! আমার উম্মত। অতঃপর কাঁদতে থাকলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে জিবরীল! তুমি মুহাম্মাদের নিকট যাও, তোমার রব সেটা জানেন এবং জিজ্ঞেস কর, কেন তিনি কাঁদছেন। অতঃপর জিবরীল (আঃ) তার নিকটে আগমন করে কাঁদার কারণ জানতে চাইলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে কাঁদার কারণ বললেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জিবরীলকে বললেন, যাও, মুহাম্মাদকে বল যে, আমি তোমার উপর এবং তোমার উম্মতের উপর সন্তুষ্ট আছি। আমি তোমার অকল্যাণ করব না'।[৭]

অন্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে হাত তুলে দু'আঃ

আউত্বাসের যুদ্ধে আবু আমেরকে তীর লাগলে তিনি স্বীয় ভাতিজা আবু মূসার মাধ্যমে বলে পাঠান যে, আপনি আমার পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম পৌঁছে দিবেন এবং আমার জন্য ক্ষমা চাইতে বলবেন। অতঃপর তার কাছে বলা হ'ল। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন,

دَعَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِىْ عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ.

নবী করীম (ছাঃ) পানি চাইলেন এবং ওযূ করলেন। অতঃপর দু'হাত তুলে প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ! আবু আমেরকে উবাইদ ক্ষমা করে দিন। (রাবী বলেন) এ সময়ে আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখলাম। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! ক্বিয়ামতের দিন আপনি তাকে আপনার সৃষ্টি মানুষের অনেকের ঊর্ধ্বে করে দিন'।[৮]

৭. *ছহীহ মুসলিম, ১/১১৩, হা/৩৪৬, 'ঈমান' অধ্যায়, 'উম্মতের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর দু'আ করা' অনুচ্ছেদ।*
৮. *ছহীহ বুখারী হা/৪৩২৩, ২৮৮৪, ২৩৮৩; ৯৪৪ পৃঃ।*

অন্যের জন্য হেদায়াত প্রার্থনা করে হাত তুলে দু'আঃ

عن أبى هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِى عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ! اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা তুফাইল ইবনু আমর রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! দাউস গোত্র অবাধ্য ও অবশীভূত হয়ে গেছে, আপনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বদ দু'আ করুন। তখন রাসূল (ছাঃ) ক্বিবলামুখী হ'লেন এবং দু'হাত তুললেন। লোকেরা ধারণা করল যে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করবেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! আপনি দাউস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখান'।[৯]

যুদ্ধের মাঠে হাত তুলে দু'আ ঃ

عن عمر بن الخطاب قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَاسْتَقْبَلَ نَبِىُّ اللهِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فجعل يهتف بربه اللهم أَنْجِزْلِى مَا وَعَدْتَنِى اَللهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِى اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ هذهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدُ فِى الْأَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًا يَدَيْهِ مُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فأتَاهُ أَبُوْبَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَائَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَه مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ يَا نَبِىَّ اللهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبُّكَ فَإِنَّهُ سَيَجْزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ.

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, তাদের সংখ্যা এক হাযার। আর তাঁর সাথীদের সংখ্যা মাত্র **৩১৯** জন। তখন তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করতে লাগলেন। এ সময় তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহ আপনি আমাকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি যদি এই জামা'আতকে আজ ধ্বংস করে দেন, তাহ'লে এই যমীনে আপনার ইবাদত করার মত আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। এভাবে তিনি উভয় হাত তুলে ক্বিবলামুখী হয়ে প্রার্থনা করতে থাকলেন। এক সময় তাঁর কাঁধ হ'তে তার চাদরখানা পড়ে গেল। আবুবকর (রাঃ) তার চাদরখানা কাঁধে তুলে দিয়ে তাকে পিছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনার প্রতিপালক প্রার্থনা কবুলে যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তিনি আপনার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করবেন'।[১০]

৯. *ছহীহ বুখারী হা/৬৩৯৭, ২৯৩৭।*
১০. *ছহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৩, হা/৪৫৮৮, 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৮।*

কা'বা ঘর দেখে হাত তুলে দু'আঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَجَرِ فَأَسْلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللهَ مَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَ يَدْعُوْهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মক্কায় প্রবেশ করে পাথরের নিকট এসে পাথরকে চুম্বন করলেন। অতঃপর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং ছাফা পাহাড়ে এসে তার উপর উঠলেন। সেখান থেকে তিনি বায়তুল্লাহর প্রতি লক্ষ্য করছিলেন। অতঃপর দু'হাত উত্তোলন পূর্বক আল্লাহকে ইচ্ছামত স্মরণ করতে লাগলেন ও দু'আ করতে লাগলেন।[১১]

আরাফার মাঠে হাত তুলে দু'আঃ

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُوْ فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْأُخْرَى.

আত্বা (রাঃ) বলেন, ওসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেছেন, আমি আরাফার মাঠে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে একই আরোহীর মধ্যে ছিলাম। তিনি তাঁর দু'হাত তুলে দু'আ করছিলেন, তখন তার উটনি তাকে নিয়ে একদিকে সরে গেল এবং উটনীর লাগাম হাত থেকে পড়ে গেল। রাসূল (ছাঃ) তাঁর এক হাত দ্বারা লাগাম ধরে থাকলেন এবং অপর হাত উঠিয়ে রাখলেন।[১২]

হজ্জে পাথর নিক্ষেপের সময় হাত তুলে দু'আঃ

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِيْ مَسْجِدَ مِنًى بِسَبْعِ حَصَايَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ وَكَانَ يُطِيْلُ الْوُقُوْفَ ثُمَّ يَأْتِيْ الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِيْ الْوَادِي فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو...

যুহরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) মসজিদে মিনা সংলগ্ন জামরায় যখন কংকর নিক্ষেপ করতেন তখন সাতটি পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করতেন। পাথর নিক্ষেপের সময় তিনি তাকবীর দিতেন। অতঃপর তার সামনে আসতেন এবং ক্বিবলার দিকে মুখ করে দু'হাত তুলে দু'আ করতেন। এ সময় তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় জামরায় এসে সাতটি নিক্ষেপ করতেন আর যখন তিনি কংকর নিক্ষেপ করতেন তখন তিনি তাকবীর দিতেন। অতঃপর বাম পাশে সরে আসলে সেখানে উপত্যকা মিলে আছে। সেখানে ক্বিবলার দিকে মুখ করে দু'হাত তুলে দু'আ করতেন।[১৩]

---

১১. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৮৭২, সনদ ছহীহ।*
১২. *ছহীহ নাসাঈ হা/৩০১১, সনদ ছহীহ।*
১৩. *ছহীহ বুখারী হা/১৭৫১-১৭৫৩, ১/২৩৬।*

মুসাফিরের হাত তুলে দু'আঃ

عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ... ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা হালাল খাদ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন, যে দূর দূরান্ত সফর করে চলেছে। তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধূলাবালি। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি দু'হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে কাতর কণ্ঠে 'হে প্রভু' 'হে প্রভু' বলে ডাকছে। কিন্তু তার খাদ্য হারাম দ্বারা, পানীয় হারাম, পরনের পোষাক হারাম এবং তার আহার ব্যবস্থা করা হয় হারাম, তার দু'আ কি কবুল হ'তে পারে?'[১৪]

ইবরাহীম (আঃ)-এর হাত তুলে দু'আঃ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে লম্বা হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় স্ত্রী ও পুত্রকে কা'বা ঘরের পাশে রেখে চলে যাচ্ছিলেন। এক সময় তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌঁছেন, যেখান থেকে স্ত্রী ও পুত্রকে দেখা যাচ্ছিল না।

ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ....

অতঃপর তিনি নিম্নের কথাগুলো দ্বারা দু'হাত তুলে দু'আ করলেন যে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার পবিত্র ঘরের নিকটে এমন এক ময়দানে আমার স্ত্রী-পুত্রকে রেখে যাচ্ছি, যা শস্যের অনুপযোগী এবং জনশূন্য মরুভূমি। হে আল্লাহ! তারা যেন ছালাত কায়েম করে সে জন্য আপনি লোকদের মনকে এ দিকে আকৃষ্ট করে দিন এবং প্রচুর ফল ফলাদি দ্বারা এদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দিন। তারা যেন আপনার শুকরিয়া আদায় করতে পারে'।[১৫]

উক্ত হাদীছগুলো থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে একাকী হাত তুলে দু'আ করেছেন। তাই কারো মঙ্গল কামনা, হেদায়াত চাওয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা, রোগমুক্তি চাওয়া, বিপদ দূর করা কিংবা কোন সমস্যায় পড়লে দুই হাত তুলে একাকী কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা একান্ত কর্তব্য। উল্লেখ্য যে, একাকী হাত তুলে দু'আ করা সংক্রান্ত আরো অনেক হাদীছ রয়েছে। এখানে সব হাদীছ উল্লেখ করা সম্ভব হ'ল না।[১৬]

(৩) একজনের দু'আ করা আর বাকীদের শুধু আমীন আমীন বলাঃ

কেউ দু'আ করবে আর উপস্থিত অন্যরা সেই দু'আয় আমীন আমীন বলবে। দু'আ করার এটি একটি পদ্ধতি। জুম'আ ও ঈদের খুৎবা বা অন্য কোন সময় ইমাম, খত্বীব বা আলেম ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়কে লক্ষ্য করে কিংবা সকল মুসলিম নর-নারীর কল্যাণ কামনা

---

১৪. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০, পৃঃ ২৪১।*
১৫. *সূরা ইবরাহীম ৩৭; ছহীহ বুখারী হা/৩৩৬৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৫, 'নবীদের ঘটনাবলী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮।*
১৬. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৪৮৭, সনদ ছহীহ; ছহীহ বুখারী, ২/৬২২; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৪৮৯, সনদ ছহীহ।*

করে দু'আ করবেন আর বাকীরা আমীন আমীন বলবে।[১৭] যেমন সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলা হয়।[১৮] মুসলিম ব্যক্তি দু'আয় আমীন আমীন বললে কবুল হয়, তাই ইহুদী-খ্রীষ্টান ও বিধর্মীরা আমীনের প্রতি সবচেয়ে বেশী হিংসা করে।[১৯] মানুষের কথায় ফেরেশতামণ্ডলীও আমীন আমীন বলেন মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[২০] রাসূল (ছাঃ) দু'আ করেছেন আর ছাহাবীরা আমীন আমীন বলেছেন।[২১] মূসা (আঃ) দু'আ করলে তাঁর দু'আয় হারূণ (আঃ) আমীন আমীন বলেছেন।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيْ قَوْلِهِ قَدْ أُجِيْبَ دَعْوَتُكُمَا قَالَ دَعَا مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَمَّنَ هَارُوْنُ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী 'তোমাদের দু'জনের দু'আ কবুল করা হ'ল' এই কথা সম্পর্কে তিনি বলেন, মূসা (আঃ) দু'আ করছিলেন আর হারূণ (আঃ) আমীন আমীন বলছিলেন।[২২]

উক্ত বর্ণনাটি ইবনু মার্দূবিয়াহ আনাস (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, যা হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) কোন মন্তব্য ছাড়াই উল্লেখ করেছেন।[২৩] আল্লামা ইবনু জারীর তাবারী (রহঃ) এর মোট ৮টি সূত্র উল্লেখ করেছেন। তবে মুহাক্কিক্ব কয়েকটি সনদকে মুনক্বাতা বলেছেন।[২৪] আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) ৬টি সূত্র উল্লেখ করেছেন।[২৫]

আবুল আলিয়াহ, আবু ছালেহ, ইকরামাহ, মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব, রবী ইবনু আনাস প্রমুখ বলেন, মূসা (আঃ) দু'আ করেছিলেন আর হারূণ (আঃ) আমীন আমীন বলেছিলেন।[২৬]

(৪) জামা'আত বদ্ধভাবে সবাই মিলে হাত তুলে দু'আঃ

কয়েকটি স্থানে নবী করীম (ছাঃ) সকলকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করেছেন। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে সে স্থানগুলো উল্লেখ করা হ'ল-

(ক) পানি চাওয়ার জন্যঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِىٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ يَدْعُوْ وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْنَ.

১৭. ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৬১;ফাতাওয়া লাজনা ৮/২৩১-৩০ ও ৩০২ পৃঃ; ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৩৯২।
১৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হ/৮২৫; আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৮৪৫।
১৯. আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৫৭৪।
২০. ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৭২, ১৬১৯, ২২২৮।
২১. আহমাদ, তাবরাণী, সনদ হাসান, আবুদাঊদ হা/১৪৪৩; মিশকাত হা/১২৯০।
২২. ফাৎহুল বারী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫, হা/৭৮০-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ; সূরা ইউনুস ৮৯ নং আয়াতের আলোচনা দ্রঃ; তাফসীরে কুরতুবী, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
২৩. ফাৎহুল বারী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫, হা/৭৮০-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।
২৪. তাফসীরে তাবারী ১১/১৭৪-১৭৫ পৃঃ)।
২৫. তাফসীর দুর্রুল মানছূর ৪/৩৪৭ পৃঃ।
২৬. তাফসীর ইবনু কাছীর ৭/৩৯৪ পৃঃ, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জুম'আর দিন জনৈক আরবী বেদুঈন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! (বৃষ্টির অভাবে) গৃহপালিত পশুগুলো মারা যাচ্ছে, পরিবার-পরিজন ও মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তখন রাসূল (ছাঃ) দু'আর জন্য দু'হাত উঠালেন। আর লোকেরাও তাঁর সাথে হাত উঠিয়ে দু'আ করল।[২৭]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ.

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে হস্তদ্বয়ের পিঠ আকাশের দিকে করে পানি প্রার্থনা করতে দেখেছি।[২৮]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বৃষ্টি প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোথাও হাত তুলতেন না। তিনি হাত এত পরিমাণ উঠাতেন যে, তার বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।[২৯]

(খ) বৃষ্টি বন্ধের জন্যঃ

বৃষ্টি বন্ধের জন্যও রাসূল (ছাঃ) উক্ত পদ্ধতিতে সবাইকে নিয়ে ছালাত আদায় করেছেন এবং সম্মিলিত দু'আ করেছেন। বৃষ্টি বন্ধের জন্য নিম্নের দু'আটি প্রসিদ্ধঃ

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

'হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি দিন, আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না। হে আল্লাহ! অনাবাদী জমিতে, উঁচু জমিতে, উপত্যকায় এবং ঘন বৃক্ষের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন'।[৩০]

(গ) চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময়ঃ

রাসূল (ছাঃ) চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময়ও ছালাত আদায়ের পর কিংবা ছালাতের মধ্যে কুনূতে নাযেলার ন্যায় হাত তুলে দু'আ করেছেন।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَ أَنَا أَرْمِيْ بِأَسْهُمِيْ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ مَا يَحْدُثُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ انْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُوْ وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ حَتَّى جَلَّ عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ سُوْرَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ .

২৭. ছহীহ বুখারী হা/১০২৯, ১/১৪০ পৃঃ।
২৮. ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৯৮ 'ইস্তিস্কা' অনুচ্ছেদ।
২৯. ছহীহ বুখারী ১/১৪০ পৃঃ, হা/১০৩১; মিশকাত হা/১৪৯৯; ছহীহ বুখারী ১/১২৭ পৃঃ।
৩০. ছহীহ বুখারী ১/১৩৭ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম ১/২৯৩-২৯৪ পৃঃ।

আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তীর নিক্ষেপ করছিলাম। হঠাৎ দেখি সূর্যগ্রহণ লেগেছে। আমি তীরগুলো নিক্ষেপ করলাম আর বললাম, আজ সূর্যগ্রহণে রাসূল (ছাঃ)-এর অবস্থান লক্ষ্য করব। অতঃপর আমি তাঁর নিকট পৌঁছলাম। তিনি তখন দু'হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করছিলেন এবং 'আল্লাহু আকবার', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলছিলেন। শেষ পর্যন্ত সূর্য প্রকাশিত হ'ল। অতঃপর তিনি দু'টি সূরা পড়লেন এবং দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন'।[৩১] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَايَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَالِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوْا وَادْعُوْا.

মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে একদিন সূর্যগ্রহণ লাগল যেদিন তাঁর পুত্র ইবরাহীম মৃত্যবরণ করেন। ফলে জনগণ বলতে লাগল যে, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ লেগেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু বা জন্মের করণে হয় না। সুতরাং তোমরা যখন এমনটি দেখবে তখন ছালাত আদায় করবে এবং দু'আ করবে'।[৩২] অন্য এক হাদীছে এসেছে,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَايَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَالِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتَّى يَنْكَسِفَ مَابِكُمْ.

'নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যুর কারণে লাগে না। সুতরাং তোমরা যখন এমনটি দেখবে তখন ছালাত আদায় করবে এবং দু'আ করবে। যতক্ষণ তোমাদের নিকট সূর্য-চন্দ্র প্রকাশিত না হয়'।[৩৩]

উক্ত হাদীছগুলো থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) কখনো কুনূতে নাযেলার ন্যায় ছালাতের মধ্যেই সকলকে নিয়ে দু'আ করেছেন। আবার কখনো দীর্ঘক্ষণ ধরে ছালাত আদায়ের পর দু'আ করেছেন। যতক্ষণ সূর্য-চন্দ্র প্রকাশিত না হয়েছে।[৩৪]

(ঘ) মুবাহালার সময়ঃ

মুবাহালা হ'ল পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিশাপ কামনা করা। একে অপরকে দোষারোপ করলে কে সত্য তা যাচাই করার জন্য সন্তানসন্ততিসহ খোলা মাঠে গিয়ে উভয় পক্ষ নিজেদের উপর আল্লাহর অভিশাপ প্রার্থনা করবে। একে মুবাহালা বলে। এ সময় স্ব স্ব প্রতিনিধি

৩১. *ছহীহ মুসলিম ১/২৯৯ পৃঃ, হা/২১১৮-১৯ (৯১৩)।*
৩২. *ছহীহ বুখারী হা/১০৪৩।*
৩৩. *ছহীহ বুখারী হা/১০৪০।*
৩৪. *আলোচনা দ্রঃ ফাৎহুল বারী হা/১০৪০ ও ১০৬০-এর ব্যাখ্যা, ২/৬৭০ ও ৬৯৫ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম শরহে নববী হা/২১১৬-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, ৬/৪৫৫-৫৬ পৃঃ; আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ (ঢাকাঃ রশীদিয় লাইব্রেরী, তাবি), ৩/৩২৩ পৃঃ, উক্ত হাদীছের আলোচনা দ্রঃ।*

উপস্থিত সকলকে নিয়ে হাত তুলে দু'আ করতে পারে।[৩৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহুদী-খ্রীষ্টানদের সাথে মুবাহালা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন *(আল-ইমরান ৬১)*। কিন্তু তারা মুবাহালায় অংশ নেয়নি। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে,

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه على والحسن والحسين وفاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا إذا دعوت فأمنوا أنتم .

একদা রাসূল (ছাঃ) বের হ'লেন। তাঁর সাথে হাসান, হুসাইন, ফাত্বেমা ও আলী (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, 'আমি যখন দু'আ করব তখন তোমরা আমীন আমীন বলবে'।[৩৬]

সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করা সংক্রান্ত উক্ত হাদীছগুলো থেকে বুঝা যায় যে, বিশ্বব্যাপী এবং জাতীয় কোন সংকটে পতিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে নিয়ে জামা'আতবদ্ধভাবে হাত তুলে দু'আ করেছেন।

(ঙ) কুনূতে নাযেলাঃ

বিভিন্ন সময়ে রাসূল (ছাঃ) ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূ হ'তে উঠার পর দুই হাত তুলে মুক্তাদীদের নিয়ে কুনূতে নাযেলা পড়তেন।[৩৭] তিনি কখনো পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই এই কুনূত পড়েছেন। এই দু'আকে হাদীছের পরিভাষায় 'কুনূতে নাযেলা' বলা হয়। মুসলিম উম্মাহ বিপদে আপতিত হ'লে কিংবা কাফেরদের পক্ষ থেকে আক্রান্ত হ'লে মুসলিম উম্মাহর জন্য রহমত আর অমুসলিম কাফের-মুশরিকদের উপর শাস্তি কামনা করে রাসূল (ছাঃ) উক্ত দু'আ করতেন। ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূ থেকে উঠে 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলার পর দু'হাত তুলে কুনূতে নাযেলা পড়তে হয়। এ সময় মুক্তাদীগণ আমীন আমীন বলবে।[৩৮] উল্লেখ্য যে, প্রথম অধ্যায়ে কুনূতে নাযেলা উল্লেখ করা হয়েছে।

(চ) কুনূতে বিতরঃ

কুনূতে বিতর মূলতঃ বিতর ছালাতের জন্য। রুকূর আগে বা পরে দুই স্থানেই হাত তুলে কুনূত পড়া যায়। বিতর ছালাত যখন জামা'তের সাথে পড়বে যেমন রামাযান মাসে পড়া হয়, তখন ইমাম হাত তুলে দু'আ পড়বেন আর মুক্তাদীগণ আমীন আমীন বলবে। যেমন কুনূতে নাযেলা পড়া হয়।[৩৯]

৩৫. *হাকেম হা/....; রায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা .....; ইমাম সুয়ূতী, আদ-দুর্রুল মানছূর ফিত তাফসীর বিল মা'ছূর, তাহক্বীক্বঃ আব্দুর রাযযাক আল-মাহদী (বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, ২০০১/১৪২১), ২/২২১ পৃঃ।*
৩৬. *আবু নঈম, তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৮; আদ-দুর্রুল মানছূর ২/২২০; তাফসীরে কুরতুবী ৪/৯৩।*
৩৭. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৪৪৩, সনদ হাসান; মিশকাত হা/১২৯০।*
৩৮. *আহমাদ, তাবরাণী, সনদ ছহীহ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯০; মুছান্নাফ আবদুর রাযযাক, ২/২৪৭ পৃঃ, সনদ ছহীহ; ইমাম বুখারী, জুযউ রাফইল ইয়াদায়েন, পৃঃ ১৮।*
৩৯. *ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১০৯৭; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ১৮০; ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৩৫০-৩৫১, ফৎওয়া নং-২৭৭।*

অষ্টম অধ্যায়

প্রয়োজনীয় দু‘আ সমূহ

ঘুমানোর সময় দু‘আ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَى.

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা বিস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া।* **অর্থঃ** ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নামে মৃত্যুবরণ করি এবং আপনার নামেই জীবিত হই’।[1]

ঘুম থেকে জাগার পর দু‘আঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণঃ *আল্‌-হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্‌ইয়া-না বা‘দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।* **অর্থঃ** ‘ঐ আল্লাহ্‌র যাবতীয় প্রশংসা, যিনি মৃত্যুর পর আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করলেন। প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে’।[2]

ওযূর করার পর দু‘আঃ

ওযূর শুরুতে কেবল ‘বিসমিল্লাহ’ বলবে। শেষে নিম্নের দু‘আ পাঠ করবে। উল্লেখ্য, ওযূর প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় ভিন্ন ভিন্ন দু‘আ পড়ার বর্ণনা জাল।[3]

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণঃ *আশ্‌হাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকালাহূ, ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আব্‌দুহূ ওয়া রসূলুহূ।* **অর্থঃ** ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মাদ (ছঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল’। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ওযূর পর উক্ত দু‘আ পড়ে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়, যে কোন দরজা দিয়ে সে যেন প্রবেশ করতে পারে’।[4] অন্য হাদীছে এর সাথে নিম্নের দু‘আটি যোগ করতে বলা হয়েছে,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

১. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/২৩৮২, পৃঃ ২০৮।*
২. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/২৩৮২, ২০৮ পৃঃ, ‘সকাল-সন্ধ্যায় ও ঘুমানোর সময় কী পড়বে’ অনুচ্ছেদ।*
৩. *ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী আশ-শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ‘আহ, (প্রকাশঃ ১৯৭৮/১৩৯৮), হা/৩৩ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়।*
৪. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত ৩৯ পৃঃ, হা/২৮৯ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়।*

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মাজ ‘আলনী মিনাত তাওওয়া-বীনা ওয়াজ‘আলনী মিনাল মুতাত্বহহিরীন।* অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের অর্ন্তভুক্ত করুন’।[5]

আযান শেষে দু‘আঃ

আযানের পর দরূদ পড়বে অতঃপর নিম্নের দু‘আ পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِى وَعَدْتَهُ.

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ্‌ দা‘ওয়াতিত তা-ম্মাহ, ওয়াছ ছলা-তিল ক্বা-য়িমাহ। আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ, ওয়াব্‌‘আছহু মাক্ব-মাম মাহ্‌মূদানিল্লাযী ওয়া‘আত্তাহ।* **অর্থঃ** ‘হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের প্রভু আপনিই! মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অসীলা নামক স্থান ও মর্যাদা দান করুন। আপনি তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছে দিন, যার ওয়াদা আপনি করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি উক্ত দু‘আ পড়বে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফা‘আত ওয়াজিব হয়ে যাবে’।[6]

উল্লেখ্য যে, আযানের দু‘আতে (১) وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ (২) إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَـــادَ বাক্য যোগ করার ছহীহ কোন ভিত্তি নেই।[7]

খাওয়ার পরে দু‘আঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ.

(ক) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া আত‘ইমনা খইরাম মিন্‌হু।* **অর্থঃ** ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এই খাদ্যে বরকত দিন এবং এর চেয়ে উত্তম খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন’।[8]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

(খ) উচ্চারণঃ *আল-হাম্‌দু লিল্লা-হি হাম্‌দান কাছীরান ত্বইয়িবাম মুবা-রাকাং ফীহি। গইরা মাক্‌ফিইয়িন ওয়ালা মুওয়াদ্দা‘ইন ওয়ালা মুস্‌তাগনান ‘আনহু রব্বানা।* **অর্থঃ** ‘পাক পবিত্র, বরকতময় আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা। তার নে‘মত হ’তে মুখ

৫. *ছহীহ তিরমিযী হা/৫৫, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৮৯; ইরওয়া হা/৯৬, সনদ ছহীহ।*
৬. *বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯, পৃঃ ৬৫।*
৭. *আলবানী, তাহক্বীক মিশকাত হা/৬৫৯ টীকা নং ২; ইরওয়াউল গালীল হা/২৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ, ১/২৬০-৬১।*
৮. *ছহীহ তিরমিযী হা/৩৪৫৫, সনদ হাসান; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৩২২; মিশকাত হা/৪২৮৩।*

ফিরানো যায় না, তার অন্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং এর প্রয়োজন থেকেও মুক্ত থাকা যায় না'।[৯]

উল্লেখ্য যে, اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا الْمُسْلِمِيْنَ মর্মে বর্ণিত প্রচলিত দু'আটি যঈফ।[১০]

মেযবানের জন্য দু'আঃ

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা বা-রিক্ লাহুম ফীমা রঝাক্বতাহুম ওয়াগ্‌ফির্ লাহুম ওয়ারহামহুম।* **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে যে রিযিক প্রদান করেছেন তাতে বরকত প্রদান করুন। তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং তাদের প্রতি রহমত নাযিল করুন'।[১১]

রোগী দেখার দু'আঃ

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ إلاَّ شِفَائُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

উচ্চারণঃ *আয্‌হিবিল বা'স, রব্বান না-স, ওয়াশ্‌ফি আংতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফাউকা শিফা-আন লা ইউগা-দিরু সাক্বামা।* **অর্থঃ** 'হে মানুষের প্রতিপালক! আপনি এ রোগ দূর করুন এবং আরোগ্য দান করুন, আপনি আরোগ্য দানকারী। আপনার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য, যা বাকী রাখে না কোন রোগ'।[১২]

لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.

উচ্চারণঃ *লা বা'সা তাহূরুন ইংশা-আল্ল-হ।* ***অর্থঃ*** 'ভয় নেই, আল্লাহর মেহেরবানীতে আরোগ্য লাভ করবে ইনশাআল্লাহ'।[১৩]

কুরআন তেলাওয়াতের পর দু'আঃ

রাসূল (ছাঃ) যখন কোন মজলিস ও কুরআন তেলাওয়াত শেষ করতেন, তখন নিম্নোক্ত দু'আ দ্বারা শেষ করতেনঃ

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

৯. *ছহীহ বুখারী হা/৫৪৫৮, মিশকাত হা/৪১৯৯, পৃঃ ৩৫৫।*
১০. *যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮৫০; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪২০৪-এর টীকা।*
১১. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২৭, পৃঃ ২১৩।*
১২. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/১৫৩০, পৃঃ ১৩৪।*
১৩. *ছহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/১৫২৯, পৃঃ ১৩৪।*

উচ্চারণঃ *সুব্‌হা-নাকা ওয়া বিহাম্‌দিকা লা ইলা-হা ইল্লা আংতা আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা।*

অর্থঃ 'পবিত্রতা সহ আপনার প্রশংসা বর্ণনা করছি। আপনি ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি'।[১৪]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি যখন কোন মজলিসে বসে কুরআন তেলাওয়াত করেন অথবা ছালাত আদায় করেন, আমি আপনাকে দেখি এসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এই দু'আ দ্বারা। এর কারণ কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি কল্যাণমূলক কথা বলে এগুলোর সমাপ্তি ঘোষণা করবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার অনুগামী হবে। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণমূলক কথা বলবে, এ শব্দগুলো তার জন্য কাফফারা স্বরূপ হবে'।[১৫]

কেউ দু'আ চাইলে তার জন্য দু'আঃ

١. اَللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَّوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ

(ক) উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মার যুক্বহু মালাও ওয়া ওলাদান ওয়অ বারিক লাহূ।* **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! তাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা রিযিক দান করুন এবং তাকে বরকত দান করুন'।[১৬]

٢–اَللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ–

(খ) উচ্চারণঃ আল্ল-হুম্মা আকছির মা-লাহূ ওয়া লাদাহূ ওয়া বারিক লাহূ ফীমা আ'ত্বইতাহূ। **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! তার সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করে দিন এবং তাকে যা দান করেছেন তাতে বরকত দান করুন'।[১৭]

কাউকে বিদায় দেওয়ার দু'আঃ

١. أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَنَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلَكَ–

উচ্চারণঃ *আস্তাওদি'উল্ল-হা দ্বীনাকা, ওয়া আমা-নাতাকা ওয়া খাওয়া-তীমা 'আমালিকা।* **অর্থঃ** 'আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানতসমূহ এবং তোমার আমলের সমাপ্তি পর্যায়কে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছি'।[১৮]

٢. زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَلَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَاكُنْتَ–

১৪. *ইমাম নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমা ওয়াল লাইলাহ হা/৩০৮, দ্রঃ নাসাঈ (বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফাহ ১৯৯৭), হা/১৩৪৩-এর টীকা দ্রঃ, পৃঃ ৩/৮১।*
১৫. *আহমাদ ৬ খণ্ড, পৃঃ ৭৭, সনদ ছহীহ।*
১৬. *ছহীহ বুখারী হা/১৯৮২, পৃঃ..।*
১৭. *ছহীহ বুখারী হা/৬৩৩৪, ৬৩৭৮।*
১৮. *তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৩৫, সনদ ছহীহ।*

উচ্চারণঃ *যাওওয়াদাকাল্ল-হুত তাকওয়া, ওয়া গাফারা যামবাকা ওয়অ ইয়াসসারা লাকাল খায়রা হাইসু মা কুনতা।* ***অর্থঃ*** 'আল্লাহ তুমি আমাকে তাকওয়া দ্বারা ভূষিত করুন, আল্লাহ তোমার গুনাহ খাতাহ মাফ করুন, তুমি যেখানেই অবস্থান করো আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজসাধ্য করুন'।[১৯]

নতুন চাঁদ দেখে দু'আঃ

اَللهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ.

উচ্চারণঃ *আল্লা-হু আক্বার, আল্ল-হুম্মা আহিল্লাহূ 'আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমা-নি, ওয়াস্সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি, ওয়াত্তাওফীক্বি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা রব্বী ওয়া রব্বুকাল্ল-হ।*

অর্থঃ 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়। হে আল্লাহ! এ নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে উদয় করুন। আর আপনি যা ভালবাসেন এবং যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন, সেটাই আমাদের তাওফীক্ব দিন। আল্লাহ আমার এবং তোমার প্রতিপালক'।[২০]

ঝড়-তুফানের দু'আঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খাইরহা ওয়া খাইরা মা ফীহা ওয়া খাইরা মা উরসিলাত বিহী ওয়া আ'উযুবিকা মিন শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা ফীহা ওয়া শার্‌রি মা উরসিলাত বিহী।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে ঝড় ও বাতাসের কল্যাণ চাই, যে কল্যাণ তার মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং যে কল্যাণ তার সাথে প্রেরিত হয়েছে। আর আমি আশ্রয় চাচ্ছি তার অনিষ্ট হ'তে, তার ভিতরে নিহিত অনিষ্ট হ'তে এবং যে অনিষ্ট তার সাথে প্রেরিত হয়েছে, সে অনিষ্ট হ'তে'।[২১] উল্লেখ্য যে, ঝড়-তুফানের সময় আযান দেওয়া সম্পর্কে শারঈ কোন ভিত্তি নেই।

নতুন কাপড় পরিধানের দু'আঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

১৯. *ছহীহ তিরমিযী হা/৩৪৪৪।*
২০. ছহীহ *তিরমিযী হা/৩৪৫১; সিলসিলা ছহীহা হা/১৮১৬; মিশকাত হা/২৪২৮, পৃঃ ২১৪, সনদ ছহীহ।*
২১. *ছহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫১৩, পৃঃ ১৩২।*

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা লাকাল হাম্‌দু আংতা কাসাওতানীহি আস্আলুকা খাইরাহূ ওয়া খাইরা মা ছুনি'আ লাহু, ওয়া আ'উযুবিকা মিং শার্‌রিহী ওয়া শার্‌রি মা ছুনি'আ লাহু।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনারই সমস্ত প্রশংসা। এ পোষাক আপনিই আমাকে পরিধান করিয়েছেন। আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং যে উদ্দেশ্যে ইহা প্রস্তুত করা হয়েছে, তারও কল্যাণ চাচ্ছি। এর অনিষ্ট হ'তে পরিত্রাণ চাচ্ছি এবং যে অনিষ্টের উদ্দেশ্যে তা প্রস্তুত করা হয়েছে, সে অনিষ্ট হ'তে পরিত্রাণ চাচ্ছি।[২২]

নতুন স্ত্রীর জন্য দু'আঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা জাবালতাহা আলায়হি ওয়া আ'উযুবিকা মিং শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা জাবালতাহা 'আলায়হি।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট তার মঙ্গল চাই এবং তার সেই কল্যাণময় স্বভাবের প্রার্থনা করি, যার উপর আপনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হ'তে, যে অনিষ্ট দিয়ে আপনি তাকে সৃষ্টি করেছেন'। কপালে হাত রেখে বা চুলের সম্মুখভাগ ধরে এই দু'আ পাঠ করবে।[২৩]

বাজারে প্রবেশের দু'আঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ *লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়া হুয়া হাইয়ুন লা ইয়ামূতু। বিয়াদিহিল খাইরু, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর।*

অর্থঃ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা ও তাঁরই জন্য। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কল্যাণ তাঁরই হাতে। তিনি সর্বশক্তিমান'। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি উক্ত দু'আ পড়বে আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিখবেন, দশ লক্ষ পাপ মোচন করবেন, দশ লক্ষ মর্যদা বৃদ্ধি করবেন এবং জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরী করবেন'।[২৪]

২২. *ছহীহ তিরমিযী হা/১৭৬৭, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪২, ৩৭৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ।*
২৩. *তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৬, পৃঃ ২১৫, সনদ হাসান।*
২৪. *ছহীহ তিরমিযী হা/৩৪২৮-২৯; মিশকাত হা/২৪৩১, পৃঃ ২১৪, সনদ হাসান।*

সফরের দু'আঃ

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذَا وَاطْوِلَنَا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

উচ্চারণঃ *আল্ল-হু আক্‌বার আল্ল-হু আক্‌বার আল্ল-হু আক্‌বার সুব্‌হা-নাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুংক্বলিবূন। আল্লা-হুম্মা ইন্না নাস্‌আলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্‌রা ওয়াততাক্বওয়া ওয়া মিনাল 'আমালি মা তারযা, আল্ল-হুম্মা হাব্বিন 'আলায়না সাফরানা হা-যা ওয়া আত্ববি'লানা বু'দাহূ। আল্ল-হুম্মা আংতাস ছা-হিবু ফিস সাফারি ওয়াল খলীফাতু ফিল আহলি ওয়াল মা-ল। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন ওয়া'ছা-ইস সাফারি ওয়া কা-বাতিল মানযারি ওয়া সূইল মুংক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহল।*

অর্থঃ 'আল্লাহ সবচেয়ে বড় (তিনবার)। ঐ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করি, যিনি এটিকে (বাহন) আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। যাকে আমরা অনুগত করতে সক্ষম নই। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে আপনার নিকট নেকী ও তাক্বওয়া প্রার্থনা করছি। আর আপনার পসন্দমত আমল চাচ্ছি। হে আল্লাহ! এ সফরকে আমাদের উপর সহজ করে দিন এবং তার দূরত্বকে কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনিই আমাদের এই সফরের সাথী আর পরিবারের উপর রক্ষক। হে আল্লাহ! আপনার নিকট পরিত্রাণ চাচ্ছি সফরের কষ্ট হ'তে এবং সফরের কষ্টদায়ক দৃশ্য হ'তে'। সফর হ'তে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি ও কষ্টদায়ক দর্শন হ'তেও আশ্রয় চাচ্ছি।

রাসূল (ছাঃ) যখন সফর হ'তে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন নিম্নের অংশটুকু বেশী করে বলতেনঃ

أَئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

উচ্চারণঃ *আয়িবূনা তায়িবূনা 'আবিদূনা লিরব্বিনা হামিদূন।* **অর্থঃ** 'আমরা প্রত্যাবর্তন করছি তওবা করতে করতে, ইবাদত রত অবস্থায় এবং আমাদের রবের প্রশংসা করতে করতে'।[২৫]

---

২৫. ছহীহ *মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২০, পৃঃ* ২১৩।

উপসংহার

প্রচলিত মুনাজাত সংক্রান্ত আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে বলা যায়, ফরয ছালাতের পর, ঈদের খুৎবার পর, মৃতকে দাফনের পর এবং অন্যান্য স্থানে প্রচলিত পদ্ধতিতে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করার নিয়ম ইসলামী শারী'আতে নেই। মীলাদ, ক্বিয়াম, শবেবরাতের মত এই বিদ'আতী প্রথাও ধর্মের নামে সমাজে চালু আছে। এ প্রথাকে জায়েয করার জন্য যে সমস্ত বর্ণনা পেশ করা হয় সেগুলো সবই জাল, যঈফ ও ভিত্তিহীন। এমনকি অধিকাংশ বর্ণনার সাথে পরবর্তীতে নতুন বাক্য যোগ করে সেগুলোকে জাল করা হয়েছে। সেগুলো বর্ণিতও হয়েছে নিম্নমানের গ্রন্থে, নির্ভরযোগ্য কোন হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। এছাড়া একে টিকে রাখার জন্য কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করা হয়। অধিকাংশ মানুষ বুঝতে চায় না যে, রাসূল (ছাঃ) ইস্তিস্কার ছালাত দু'একদিন পড়লেও সেখানে যে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দু'আ করেছেন তা অনেক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি প্রতিদিন পাঁচবার ফরয ছালাত আদায় করেছেন, বছরে দুইবার ঈদ পড়েছেন এবং জানাযার ছালাত সহ অন্যান্য বৈঠক করেছেন প্রতিনিয়ত । কিন্তু উক্ত স্থানসমূহে এই প্রচলিত মুনাজাত করেছেন মর্মে একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় না। রাসূল (ছাঃ) যদি একদিনও করতেন তবুও ছাহাবীগণ বর্ণনা করতেন। যেমন অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় কথা হ'ল- সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ছালাতের পর এবং ছালাতের মধ্যেও রাসূল (ছাঃ) সম্মিলিতভাবে দু'আ করেছেন তাও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু ঐ একই ইমাম-মুক্তাদী, একই মসজিদে, একই নিয়মে দিনে পাঁচবার ফরয ছালাত আদায় করেছেন। অথচ সম্মিলিতভাবে দু'আ করেছেন এ মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরেকটি বিষয় হ'ল- ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত অন্যান্য আমলগুলো সম্পর্কে এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু শত শত বছর ধরে এই মুনাজাত নিয়ে এত সমালোচনা কেন? এর অস্তিত্ব শরী'আতে নেই বলেই এত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এতে কোন সন্দেহ নেই। উপরিউক্ত বিষয়গুলো একটু উপলব্ধি করলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

এক্ষণে এই মুনাজাতের জমজমাট ব্যবসা চালু থাকার অন্যতম কারণ হ'ল, ইসলাম সম্পর্কে ধারণা নেই এমন সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি ও অশিক্ষিত মানুষের অন্ধ ভক্তি। দু'আ-দরূদ মুখস্থ না থাকার কারণে তারা ইমামের সাথে ১০/২০ সেকেণ্ড আমীন আমীন করার আনুষ্ঠানিকতার আশায় চাতক পাখির মত চেয়ে থাকে। আর মনে করে এই মুনাজাতই তার সব কিছু পূরণ করে দিবে। সেই সুযোগে মীলাদী অনুষ্ঠানের ন্যায় হুযূরদের বিনা পুঁজির ব্যবসাও হয়ে যায়। এ জন্যই কুরআন শিক্ষা করা, তার মর্ম উপলব্ধি করা, ইসলাম সম্পর্কে জানা ও মৌলিক শিক্ষা অর্জন করা, এমনকি সাধারণ ইবাদতগুলো থেকেও মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে। কথিত মুনাজাতের এটাই বিষময় ফল। এভাবে ইসলামকে স্রেফ আনুষ্ঠানিকতার ফাঁদে করা হচ্ছে। অথচ কথিত এই আনুষ্ঠানিকতার সাথে ইসলামের কোন দূরতম সম্পর্ক নেই। ইসলাম ইবাদত সর্বস্ব। অন্যান্য মিথ্যা ধর্মের ন্যায় কেবল অনুষ্ঠান সর্বস্ব নয়। আমরা মুসলিম উম্মাহর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাব যে, ধর্মের নামে অসংখ্য রেওয়াজ চালু ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আর বেশিরভাগ মানুষও এর সাথে জড়িত থাকবে এবং পথভ্রষ্ট হবে *(কাহফ ১০৩-১০৪)*। । অতএব, আসুন! পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আমল সমূহ আঁকড়ে ধরি এবং জাল ও যঈফ হাদীছভিত্তিক আমল, ভিত্তিহীন নিয়ম-পদ্ধতি এবং অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কার ও রেওয়াজ বর্জন করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন। আমীন!